CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

CMYK

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-265 ■ 5 July, 2025 ■ আগরতলা ৫ জুলাই, ২০২৫ ইং ■ ২০ আষাঢ়, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

মণিপুরে উদ্ধার বিপুল অস্ত্রভান্ডার

ইম্ফল, ৪ জুলাই ।। মণিপুরের পাহাড়ি জেলাগুলিতে চালানো যৌথ তল্লাশি অভিযানে বিপুল পরিমাণে অস্ত্র, গুলি ও বিস্ফোরক উদ্ধার করেছে নিরাপত্তাবাহিনীর একটি দল। মণিপুর পুলিশ, আসাম রাইফেলস, ভারতীয় সেনা ও কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী ওই অভিযানে অংশ নিয়েছে।
মণিপুর পুলিশ কন্ট্রোল রুম থেকে শুক্রবার প্রকাশিত এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, ৩ জুলাই মধ্যরাত থেকে শুরু হওয়া এই তল্লাশি অভিযান ৪ জুলাই সকাল পর্যন্ত চলেছে। সুনির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে তেঙনৌপাল, কাঙপোকপি, চানদেল ও চুরাচাঁদপুর জেলার প্রত্যন্ত ও অরণ্যাঞ্চলে একযোগে অভিযান চালানো হয়েছে।
তল্লাশি অভিযানে ২০৩টি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ২১টি ইনসাস রাইফেল, ১১টি একে সিরিজের রাইফেল, ২৬টি এসএলআর, ২টি স্নাইপার রাইফেল, ৩টি কারবাইন, ১৭টি পয়েন্ট ৩০৩ রাইফেল, ২টি ৫১মিমি মর্টার, ২টি এমএ অ্যাসল্ট রাইফেল ও ৩টি এম৭৯ গ্রেনেড লঞ্চার। এছাড়া একটি স্কোপযুক্ত রাইফেল, ১৮টি সিঙ্গল-শট ব্রিচ-লোডেড গান, ১১টি সিঙ্গল-ব্যারেল বোল্ট-অ্যাকশন রাইফেল, ৬টি পিস্তল, একটি পয়েন্ট ২২ রাইফেল, ৩টি লাথোড, ৩১টি সিঙ্গল-বোর গান, ৩টি দেশীয় পিস্তল, ৪টি মুজল-লোডেড রাইফেল ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

সময়ের সাথে সাযুজ্য রেখে কাজ করছে শিক্ষা দপ্তর ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জুলাই।। ছাত্রছাত্রীদের গুণগত মানের শিক্ষা প্রদানের জন্য গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে রাজ্য সরকার। টেট এর মাধ্যমে গুণগত মান সম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ করা হচ্ছে। আগামীতে আরো নিয়োগ করা হবে। পুঁথিগত শিক্ষা কখনো একটা জীবনের মানদণ্ড হতে পারে না। পড়াশুনার মাধ্যমে নৈতিকভাবে শক্তিশালী হওয়া যায়। পড়াশুনার পাশাপাশি ছেলেমেয়েদের সামাজিক কাজেও নিয়োজিত করতে হবে।
আজ আগরতলার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে "ত্রিপুরা স্কুল কোয়ালিটি এসেসমেন্ট এন্ড এক্রিডিটেশন ফ্রেমওয়ার্ক" (টিএসকিউএএএফ)- এর সূচনা করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।
অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী তথা শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, সময়ের সাথে সাযুজ্য রেখে কাজ করছে রাজ্যের শিক্ষা দপ্তর। আগামী প্রজন্মের সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি রূপায়িত করা হচ্ছে।
শিক্ষা ব্যবস্থায় গতি আনতে জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০ চালু করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। কারণ সব জায়গায় এক ধরণের পাঠক্রম চালু থাকলে ছাত্রছাত্রীদের সমস্যা হয় না। অভিন্ন প্রশ্নপত্র হলে আমাদের ছেলেমেয়েরাও কেন্দ্রীয়ভাবে প্রতিযোগিতায় নামতে পারছে।
আজ ত্রিপুরা স্কুল কোয়ালিটি এসেসমেন্ট এন্ড এক্রিডিটেশন ফ্রেমওয়ার্ক সূচনার মধ্য দিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যে শিক্ষা ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। এর মাধ্যমে রাজ্যের ছেলেমেয়েরা দেশের অন্যান্য অংশের ছেলেমেয়েদের সাথে সমসাময়িক পর্যায়ে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হবে।
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরা স্কুল কোয়ালিটি এসেসমেন্ট এন্ড এক্রিডিটেশন ফ্রেমওয়ার্ক এর মাধ্যমে প্রতিটি স্কুলের শিক্ষার মানদণ্ড নিরূপন করা যাবে। আর সেই অনুযায়ী স্বীকৃতি দেওয়া হবে। সেই সঙ্গে স্কুলগুলিতে ছাত্রছাত্রীদের পাঠদানে শিক্ষক শিক্ষিকাদের গতানুগতিক ধারার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে হবে না। নির্দিষ্ট সিলেবাসের বাইরেও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে পাঠদান করতে ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

চাবাগান থেকে উদ্ধার যুবকের মৃতদেহ চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জুলাই।। চা বাগান থেকে উদ্ধার করা হয়েছে যুবকের মৃতদেহ। ঘটনা কুর্তি বিধানসভার মহেশপুর চা বাগান এলাকায়। মৃত যুবকের নাম সুমন নাথ। বাড়ি বড়গোল গ্রাম পঞ্চায়েতের ২ নং ওয়ার্ড এলাকায়। তাকে খুন করা হয়েছে বলে ধারণা পরিবারের। ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে আসে কদমতলা থানার পুলিশ ও ফরেন্সিকের বিশেষজ্ঞদের টিম। ঘটনার বিবরনে জানা যায়, বৃহস্পতিবার বিকাল তিনটা নাগাদ নিজ বাড়ি বড়গোল থেকে সুমন শশুর বাড়ি বিষ্ণুপুর ১নং ওয়ার্ড এলাকার উদ্দেশ্যে যাওয়ার জন্য বাড়ি থেকে বের হয়। সে বাড়ি থেকে বের হওয়ার আগে তার বাবাকে বলে আসে ফাইন্যান্সের ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে অনেক এগিয়ে গেছে দেশ ঃ সাংসদ বিপ্লব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জুলাই।। রাজ্যে বিএসএনএল-এর পরিকাঠামোগত উন্নয়নে শুক্রবার আগরতলা কামানচৌমুহনীস্থিত বিএসএনএল-এর অফিসে টেলিকম এডভাইজারি কমিটির চেয়ারম্যান তথা পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভার সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব-এর পৌরহিত্যে কমিটির সদস্যদের নিয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাজ্যসভার সাংসদ তথা কমিটির সদস্য রাজীব ভট্টাচার্য্য, বিশিষ্ট সাংবাদিক প্রনব সরকার, দীপন্ত মজুমদার সহ অন্যান্যরা।
এদিনের এই বৈঠক সম্পর্কে বিস্তারিত বলতে গিয়ে সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব বলেন, প্রতি তিন মাস অথবা ছয় মাস অন্তর টেলিকম এডভাইজারি কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। মূলত বিভিন্ন কার্য্যপ্রণালী এবং আগামী দিনের রূপরেখা নিয়ে এই বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। জন প্রতিনিধিদের কাছেই জনসাধারণের অভিযোগগুলি উঠে আসে। ফলে জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে সমন্বয়ে বজায় রাখতেই এই বৈঠক। মূলত বিএসএনএলের পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সমস্যাগুলি নিয়ে এদিন বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। যে সমস্যাগুলো সমাধান করা সম্ভব সেগুলি এখানেই সমাধান করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। পাশাপাশি যেগুলি সম্ভব নয় সেগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে হস্তান্তর করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

জনরোষে পড়ল বনকর্মীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৪ জুলাই ।। উদয়পুরের চন্দ্রপুর এলাকায় জনরোষে পরে শেষ পর্যন্ত এক প্রকার বাধ্য হয়ে বনদপ্তরের কর্মীরা উদয়পুরের চন্দ্রপুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে কয়েক লক্ষাধিক টাকার কাঠ উদ্ধার করে। অভিযোগ বনদপ্তরের কর্মীরা কখনো চন্দ্রপুর এলাকায় অভিযান চালায়নি। বনদূষ্যদের কাছ থেকে ঘুষ নিচ্ছে বনদপ্তরের আধিকারিকরা, অভিযোগ করে তাতুয়াটিলা এলাকার গ্রামবাসী।
এদিন স্থানীয় জনগণ বনদপ্তর কর্মীদের কাছে পেয়ে পেরাতিয়া বিটের এক আধিকারিকে ঘেরাও করে রাখে। এলাকাবাসী দাবি তাতুয়াটিলা এলাকায় বিভিন্ন বাড়িতে বনদস্যুরা অবৈধভাবে বনের গাছ কেটে প্রচুর কাঠ মজুত করে রেখেছে। পরবর্তী সময়ে বাধ্য হয়ে ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

কুমারঘাটে জলবন্দি ২৫টি পরিবার, ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জুলাই।। কুমারঘাট পুর এলাকার ৫নং ওয়ার্ডে জলনিকাশী সমস্যায় নাজেহাল স্থানীয়রা। দীর্ঘদিন ধরে জলমগ্ন হয়ে আছে গোটা এলাকা। ফলে নিত্যদিন যাতায়াতে সমস্যায় পড়ছেন স্থানীয়রা। বারবার কুমারঘাট পুরপরিষদে বিষয়টি জানানো হলেও কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি বলে অভিযোগ স্থানীয়দের।
রাজ্যে ডবল ইঞ্জিনের সরকার ক্ষমতায় থাকলেও তার সুফল অনেক জায়গায় এখনও পৌঁছায়নি, এমনটাই অভিযোগ কুমারঘাট পুর পরিষদ এলাকার ৫নং ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের। পুর এলাকার এই ওয়ার্ডের অন্তর্গত একটি পাড়ায় প্রায় ২৫টি পরিবার দীর্ঘদিন ধরে জলনিকাশী ব্যবস্থার মারাত্মক সমস্যার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। বৃষ্টির সময় জল জমে রাস্তাঘাট চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়ে।
স্থানীয় বাসিন্দা দেবসিং দেববর্মা সংবাদমাধ্যমকে জানান, ওই এলাকায় প্রায় ২৫ পরিবারের বসবাস। দীর্ঘদিন ধরে বাড়ির চারিদিকে জল জমে আছে। স্থানীয় বাচ্চারা স্কুলে যেতে গেলে সমস্যার সম্মুখীন হন। তাদেরকে এই জল ডিঙিয়ে বিদ্যালয়ে যেতে হয়। সামান্য বৃষ্টি দিলে এলাকায় হাঁটু সমান জল জমে যায়। এলাকার কেউ অসুস্থ হলেও চরম ভোগান্তির শিকার হতে হয় তার পরিবারের সদস্যদের। তিনি আরও জানান, বর্ষার আগেই ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

বিদ্যালয়ের বেহাল অবস্থা প্রতিবাদে রাস্তায় পড়ুয়ারা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জুলাই।। বিদ্যালয়ের বেহাল অবস্থা, নেই পর্যাপ্ত শিক্ষক। প্রতিবাদে রাস্তা অবরোধে সামিল হলো পড়ুয়ারা। এদিকে, রাস্তা অবরোধের ফলে চম্পকনগর সাধুপাড়া জাতীয় সড়ক স্তব্ধ হয়ে পড়ে। বিপাকে পড়েন যানচালক এবং নিত্যযাত্রীরা।
বিদ্যালয়ের জনৈকা ছাত্রী জানান, চম্পকনগর ত্রিপুরার লোক শিক্ষালয় হাই স্কুলের অবস্থা বেহাল। বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে বৃষ্টি হলেই জল পড়ে। মিড ডে মিলের জন্য খাবারের জায়গার অভাব রয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন সমস্যায় ধুঁকছে বিদ্যালয়টি। বিদ্যালয়ে মোট তিনজন শিক্ষিকা। ফলে শিক্ষক স্বল্পতাও রয়েছে। এছাড়াও বিদ্যালয়টি দশম শ্রেণী পর্যন্ত, ফলে মাধ্যমিক উত্তীর্ণ হওয়ার পর ছাত্রছাত্রীরা একাদশ শ্রেণীতে কোথায় ভর্তি হবে সেই চিন্তায় দিন গুণছেন।
এইদিনের বিক্ষোভ সমাবেশ থেকে বিদ্যালয়ে এসএমসি কমিটির চেয়ারম্যান জানান, দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যালয়টি বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত। সংস্কারের দাবি জানিয়ে ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়

শিক্ষিকার বিরুদ্ধাচরণ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে চিঠি অভিভাবকদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জুলাই।। তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়ের এক শিক্ষিকার বিরুদ্ধে প্রাথমিক বিভাগের ছাত্রীদের শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত করার অভিযোগ উঠল।
প্রসঙ্গত তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়ে বুধবারে ছাত্রীদের জন্য আলাদা ড্রেসের নিয়ম রয়েছে। কিন্তু গত বুধবারে কিছু ছাত্রী ওইদিনের জন্য নির্ধারিত ড্রেস পরে না আসায় তাদের স্কুল থেকে বের করে দেওয়া হয়। এতে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছে ছাত্রীরা। এমনই অভিযোগ এনে আজ ক্ষুব্ধ অভিভাবকরা স্কুলের প্রধান শিক্ষিকার সঙ্গে দেখা করেন এবং এ ব্যাপারে একটি ডেপুটেশন দিয়েছেন।
তাঁরা অভিযোগ করেন, শুধুমাত্র ভুলবশত প্রাথমিক বিভাগের কিছু ছাত্রী বুধবারের নির্ধারিত ড্রেস পরে না আসায় শিশুর শিক্ষার অধিকার ও মানসিক নিরাপত্তাকে সরাসরি আঘাত করা হয়েছে। সেই দিন ভুলের জন্য ছাত্রীরা পাঠগ্রহণের সুযোগ হারায় ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাদের মন ও মনোবল।
অভিভাবকদের জোরালো সওয়াল, শিশুরা ভুল করলে তাকে শুধরে দেওয়ার দায়িত্ব শিক্ষকের, অপমান করার নয়। শিশুদের চোখে ভয় নয়, ভালোবাসা জাগানোই সত্যিকারের শিক্ষার পরিচয়। অভিভাবকদের আরও অভিযোগ, বিদ্যালয়ে শিক্ষক স্বল্পতার অজুহাতে প্রতিদিন ক্লাস হয় না। এই শিক্ষাবর্ষের প্রথম বুধবার ছিল সেদিন। ফলে বেশ কিছু ছাত্রী নির্ধারিত স্কুল ড্রেস জোগাড় করতে পারেনি। শিক্ষিকার ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

৮ দফা দাবিতে অনিয়মিত কর্মচারি মঞ্চের মহাকরণ অভিযান, ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জুলাই।। ৮ দফা দাবিতে আজ মহাকরণ অভিযানের ডাক দিয়েছিল ত্রিপুরা অনিয়মিত কর্মচারী মঞ্চ। সেই ডাকে সাড়া দিয়ে প্রায় ৪০ হাজার অনিয়মিত কর্মচারীদের বিভিন্ন দাবী দাওয়া আদায়ের লক্ষ্যে আজ আগরতলা শহরে মিছিল করে মহাকরণ অভিযানের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন অনিয়মিত কর্মচারী মঞ্চের সদস্যরা। সেখান থেকে মুখ্য সচিবের নিকট ডেপুটেশনের মাধ্যমে তাদের দাবি সনদ তুলে দেওয়ার কর্মসূচি ছিল। এদিন প্রেসক্লাবের সামনে থেকে এই মিছিল শুরু হয়। বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে সার্কিট হাউস এলাকায় গেলে পুলিশ তাদের আটকে দেয়। সেখানে বিশাল ব্যারিকেড দিয়ে পুলিশ প্রথম থেকেই প্রস্তুত ছিল। বিকেল চারটার পর মুখ্য সচিবের নিকট এই ডেপুটেশন পেশ করা হয় বলে খবর।
এদিনের কর্মসূচি সম্পর্কে বিশিষ্ট আইনজীবী পুরুষোত্তম রায়বর্মন বলেন, পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী আজ প্রায় ৪০ হাজার অনিয়মিত ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

যুদ্ধকালীন তৎপরতায় ধ্বস সরিয়ে স্বাভাবিক রেল চলাচল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জুলাই।। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে দ্রুত পদক্ষেপে ভূমিধ্বসের ধ্বংসাবশেষ সরিয়ে লামডিং—বাদরপুর পাহাড়ি রুটে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক করেছে। গতকাল সন্ধ্যায় দিহাখো ও মুপা স্টেশনের মাঝে কিমি ৫১/২-৩ অংশে বড়সড় ভূমিধ্বসের কারণে রেল চলাচলে বিঘ্ন ঘটে। ট্র্যাকে বড় পাথর ও মাটি পড়ে যাওয়ায় ট্রেন চলাচল সাময়িকভাবে বন্ধ রাখতে হয়েছিল।
আজ সকাল প্রায় ০৯টা ৪২ মিনিট থেকে ওই রুটে পুনরায় ট্রেন চলাচল শুরু হয়েছে। প্রথম ট্রেন হিসেবে ওই পথে অতিক্রম করেছে ট্রেন নম্বর ১২৫২০ (আগরতলা—লোকমান্য তিলক টার্মিনাস) এক্সপ্রেস। ঘটনার পরপরই সিনিয়র রেল কর্মকর্তারা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

মেরঠে স্থাপিত হলো প্রথম আন্তর্জাতিক স্বীকৃত "অশ্বরোগমুক্ত অঞ্চল"

মেরঠ, ৪ জুলাই ।। ভারতের পশুস্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্প্রসারণে এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ হিসেবে উত্তরপ্রদেশের মেরঠ ক্যান্টনমেন্টে অবস্থিত রিমাউন্ট ভেটেরিনারি কর্পস (আরভিসি) সেন্টার ও কলেজে দেশের প্রথম "অশ্বরোগমুক্ত অঞ্চল" আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জন করেছে। ৩ জুলাই বিশ্ব পশুস্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউওএএইচ) এই স্বীকৃতি প্রদান করেছে।
এই স্বীকৃতির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী কঠোর বায়োসিকিউরিটি প্রোটোকল, পশুচিকিৎসা নজরদারি ও নির্ধারিত স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে ভারতের খেলাধুলার ঘোড়াগুলি এখন বিদেশে যাত্রা ও প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণে সক্ষম হবে। এর ফলে ভারতের অশ্বক্রীড়া ও ঘোড়া সম্পর্কিত বিভিন্ন খাত যেমন খেলা, প্রজনন এবং উচ্চমূল্যের অশ্ববাণিজ্য নতুন মাত্রা পাবে।
এই অঞ্চলে যে রোগসমূহ সম্পূর্ণরূপে নির্মূল হয়েছে সেগুলি হল ইকুইন ইনফেকশিয়াস অ্যানিমিয়া, ইকুইন ইনফ্লুয়েঞ্জা, ইকুইন পিরোপ্লাজমোসিস, গ্ল্যান্ডারস এবং সুররা। উল্লেখযোগ্যভাবে, ভারত ২০১৪ সাল ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

CMYK CMYK

জাগরণ আগরতলা,৫ জুলাই ২০২৫ইং
২০ আষাঢ়, শনিবার ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

অপুষ্টি ভয়ংকর প্রবণতা

বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ ভারতে অপুষ্টিজনিত কারণে শিশু মৃত্যুর হার সবচেয়ে বেশি। এদের মধ্যে বেশিরভাগ শিশুর মৃত্যু হইয়া থাকে জন্মের সময়। দেশের শিশু বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রতিমাসে আমাদের দেশে প্রায় এক লক্ষ শিশুর মৃত্যু হইয়া থাকে। বিশেষজ্ঞদের মতে, দেশের মানুষদের মধ্যে শিক্ষার আলো প্রবেশ না-করা এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশই শিশু-মৃত্যুর জন্য দায়ী।আজও আমাদের দেশের বেশিরভাগ মানুষই অশিক্ষার অন্ধকারে ডুবিয়া আছেন। কাজেই তাঁহাদের কাছে শিশুদের যত্ন নেওয়ার নানা নিয়মও পৌঁছয় না। ফলে শিশুদের জন্য কি করণীয় সেটা তাঁহাদের কাছে অজানা থাকিয়া যায়। আর শিশুদের সঠিক যত্ন বা দেখাশোনা করিতে ব্যর্থ হন তাঁহারা, মতে, ভারতে বছরে ১৫ লক্ষের বেশি শিশু ভিটামিন 'এ'-র অভাবে দৃষ্টি শক্তি-হারায়। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত শিশুদের নিয়ে এক আলোচনাচক্রে বিশেষজ্ঞরা জানান যে, সততীয় বিশ্বের দেশ, যেমন ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা এবং চীনে শিশু মৃত্যুর হার উল্লেখ করিবার মতো।চীনে শিশু মৃত্যুর হার ১৪ শতাংশ।তবে এদিক থেকে পিছাইয়া নাই মেক্সিকো এবং অন্যান্য মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিও।

অপরদিকে, উন্নয়নশীল দেশগুলিতে কিন্তু শিশু মৃত্যুর হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়াছে। যেমন আমেরিকা, জার্মানি, সুইজারল্যাণ্ড এবং ব্রিটেন। বছরে এইসব দেশগুলিতে শিশু মৃত্যুর হার মাত্র সাড়ে ছয় শতাংশ। সকলের স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতনতার উপর নজর দেওয়ার জন্যই এই পরিবর্তন সম্ভব

হইয়াছে।ভারতের প্রতিটি রাজ্যের জন্য আলাদা আলাদাভাবে শিশু কল্যাগে অর্থ বরাদ্দ করা প্রয়োজন।সরকার এবং রাজ্যের বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সাহায্য নিয়া দেশের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতা বাড়াইয়া দেওয়া উচিত। বিশ্বস্বাস্থ্য সংগঠনের স্লোগান "আগামী দু"হাজার কালের মধ্যে সকলের জন্য স্বাস্থ্য" এই নীতিকে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতে স্বাস্থ্য সচেতনতা জাগাইয়া তোলার প্রয়োজন বেশি।আমাদের দেশে বহু শিশু থ্যালাসেমিয়া রোগের শিকার হইয়া মৃত্যুবরণ করে। বর্তমানে থ্যালাসেমিয়া রোগ প্রতিরোধে বেশ কিছু স্বাস্থ্য কর্মসূচী গ্রহণ করা হইয়াছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, এই রোগে আক্রান্ত শিশুদের কথা ভাবিয়াই রক্তদানে সক্ষম নাগরিকদের তিন চার মাসে অন্তত একবার রক্তদান করা উচিত। এছাড়া দেশের বিভিন্ন বস্তি এলাকায় বসবাসকারী মানুষদের শিক্ষিত করিয়া তুলিবার কাজে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের পাশাপাশি সাধারণ মানুষেরও এগিয়ে আসা উচিত। শিক্ষার আলো প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ মানুষের মন থেকে কু-সংস্কারগুলি দূর করা সম্ভব।দেশের শহর ও গ্রাম, উভয় জায়গাতে স্বাস্থ্য সচেতনতা সঠিকভাবে বাড়াইয়া তুলিতে পারিলে মাদকাসক্তি-এবং আত্মহত্যার ঘটনাও অনেক কমিয়া আসিবে।

ভারতে শিশুমৃত্যুর হার বেশি হওয়ার পেছনে বেশ কিছু কারণ রহিয়াছে। ইহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কারণগুলো হইলো স্বাস্থ্যসেবার অপ্রতুলতা। অনেক গ্রামীণ ও প্রত্যন্ত এলাকায় স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা উন্নত নয়। প্রসবকালীন সময়ে মায়েরা এবং নবজাতকের যথাযথ যত্ন পায় না। গর্ভবতী মা ও শিশুদের মধ্যে পুষ্টির অভাব একটি প্রধান কারণ। পুষ্টির অভাব শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত করে।সাফ-সফাই ও পানীয় জলের অভাব।নিরাপদ পানীয় জলের অভাব এবং স্যানিটেশনের ঘাটতি সংক্রমণজনিত রোগের ঝুঁকি বাড়ায়, যাহা শিশুদের মৃত্যুর একটি বড় কারণ। অনেক শিশু নিয়মিত টিকা পায় না, ফলে প্রতিরোধযোগ্য রোগে আক্রান্ত

হইয়া মারা যায়। মাতৃস্বাস্থ্য এবং শিশুর যত্ন বিষয়ে অভিভাবকদের মধ্যে সচেতনতার অভাব শিশুমৃত্যুর ঝুঁকি বাড়ায়। দারিদ্র্য, অশিক্ষা, এবং বাল্যবিবাহ শিশুর স্বাস্থ্য এবং বিকাশে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। ডায়রিয়া, নিউমোনিয়া, ম্যালেরিয়া, এবং অন্যান্য সংক্রমণজনিত রোগ শিশু মৃত্যুর একটি সাধারণ কারণ।মা ও শিশুর পুষ্টি নিশ্চিত করা।গ্রামীণ এলাকায় স্বাস্থ্যসেবা সহজলভ্য করা।টিকাদান কর্মসূচি জোরদার করা।স্যানিটেশন ও নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থা উন্নত করা।সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রচারণা চালানো।সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে এসব সমস্যা সমাধানের চেষ্টা অব্যাহত থাকলেও আরও কার্যকর পদক্ষেপের প্রয়োজন।

রণবীর কাপূর ও যশের 'রামায়ণ' নিউ ইয়র্কের টাইমস স্কোয়ার দখল করতে প্রস্তুত

মুম্বাই, ৪ জুলাই: রণবীর কাপূর, যশ এবং সাই পল্লবী অভিনীত 'রামায়ণ' এক দুর্দান্ত সূচনা করেছে। বৃহস্পতিবার ভারতের নয়টি শহরে চলচ্চিত্রের প্রথম ঝলক প্রকাশের পর, এই প্রতীক্ষিত মিথোলজিক্যাল ড্রামা এখন নিউ ইয়র্কের আইকনিক টাইমস স্কোয়ার দখল করতে প্রস্তুত।

'রামায়ণের' প্রথম ঝলক বৃহস্পতিবার টাইমস স্কোয়ার আলোকিত করবে। গতকাল, মুম্বাই, দিল্লি, কলকাতা, চেন্নাই, হায়দ্রাবাদ, ব্যাঙ্গালুরু, পুনে, আহমেদাবাদ এবং কোচিতে একযোগে এই ড্রামার প্রিভিউ চালু করা হয়।

এই ছবি প্রচুর উতাহের সাথে নির্মিত হয়েছে এবং এর পেছনে আছেন নামিত মালহোত্রা আটবার অস্কার বিজয়ী, যিনি 'ডিউন', 'ওপেনহাইমার' এবং 'ইন্টারস্টেলার' মত প্রশংসিত সিনেমাগুলির জন্য পরিচিত।

'রামায়ণ' এর টেকনিক্যাল ক্রুতে রয়েছেন বড় বড় নাম, যেমন অস্কার বিজয়ী সঙ্গীতকার হ্যান্স জিমার এবং এ. আর. রহমান, এবং "ম্যাড ম্যাক্স: ফিউরি রোড" এর খ্যাতি অর্জন করা স্টান্ট ডিরেক্টর গাই নরিস, পাশাপাশি টেরি নোটারি, যিনি 'অ্যাভেঞ্জার্স' এবং 'প্ল্যানেট অফ দ্য এপস'-এ তার কাজের জন্য পরিচিত।

প্রকল্পটির কেন্দ্রীয় চরিত্রে রয়েছেন রণবীর কাপূর (লর্ড রাম), সাই পল্লবী (মাতা সীতা), যশ (রাবণ), সানি দেওল (হনুমান) এবং রবি দুবে (লক্ষ্মণ)।

নিতেশ তিওয়ারি পরিচালিত এই সিনেমাটি নির্মিত হয়েছে নামিত মালহোত্রার প্রাইম ফোকাস স্টুডিও এবং ভিএফএক্স স্টুডিও ডিএনইজি সহযোগিতায়, যশের মনস্টার মাইন্ড ক্রিয়েশনসের সহায়তায়।

এই মহাকাব্যিক চলচ্চিত্র নিয়ে নিজের মতামত ব্যক্ত করতে গিয়ে তিওয়ারি বলেন, "রামায়ণ' এমন একটি গল্প যা আমরা সবাই বেড়ে উঠতে জানি। এটি আমাদের সংস্কৃতির আত্মা ধারণ করে। আমাদের লক্ষ্য ছিল সেই আত্মাকে সম্মান জানানো এবং এটিকে সেই সিনেম্যাটিক পরিসরে উপস্থাপন করা যা এটি প্রকৃতপক্ষে উপযুক্ত। একজন পরিচালক হিসেবে এটি একটি বিশাল দায়িত্ব এবং হৃদয় থেকে একটি সম্মান, এটি জীবন্ত করে তোলার সুযোগ পাওয়া। এটি একটি গল্প যা হাজার হাজার বছর ধরে টিকে রয়েছে কারণ এটি আমাদের মধ্যে গভীর এবং চিরন্তন কিছু কথা বলে। আমরা কেবল একটি সিনেমা বানাচ্ছি না। আমরা একটি দৃষ্টি উপস্থাপন করছি একটি যা শ্রদ্ধায় ভিত্তিক, উৎকৃষ্টতা দ্বারা গঠিত, এবং সীমানা পার করার জন্য তৈরি।'

এই দুই অংশের সিরিজের প্রথম অংশ ২০২৬ সালের দীপাবলীতে মুক্তি পাবে, আর দ্বিতীয় অংশ মুক্তি পাওয়ার সম্ভাবনা ২০২৭ সালের দীপাবলীতে।

উত্তরসূরি নিয়ে অন্য কারো হস্তক্ষেপ চলবে না, দালাই লামার ঘোষণা

ভারতে নির্বাসিত তিব্বতের আধ্যাত্মিক নেতা দালাই লামা জানিয়েছেন, তার অবর্তমানে যে উত্তরসূরি বেছে নেওয়া হবে তিনি তাদের কয়েক শতাব্দী প্রাচীন প্রতিষ্ঠানের ঐতিহ্যকে বজায় রাখবেন। এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে তার "গাহদেন ফোড্রাং ট্রাস্ট"। এই প্রসঙ্গে অন্য কারো "হস্তক্ষেপ" চলবে না।

এদিকে চিন তার এই সিদ্ধান্তকে প্রত্যাখ্যান করে জানিয়েছে, পরবর্তী দালাই লামা বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে চীনের সরকারের অনুমোদন প্রয়োজন। দালাই লামা তার ৯০ তম জন্মদিনে নিজের উত্তরসূরি সম্পর্কে কোনো সূত্র দিতে পারেন এই ব্যাপক প্রত্যাশা তৈরি হয়েছিল। তার আগেই বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শত শত অনুসারীরা উত্তর ভারতের ধর্মশালায় জড়ো হয়েছেন। অতীতে উত্তরসূরির বিষয়ে তাকে কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত দেখা গিয়েছিল। তবে বুধবার এই বিষয়টি স্পষ্ট করে দিয়েছেন তিনি। পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিব্বতের নির্বাসিত সরকারের প্রধান পেনপা সেরিং জানিয়েছেন দালাই লামার সিদ্ধান্তকে তারা সর্বসম্মতিক্রমে সমর্থন করছেন। পাশাপাশি জানিয়েছেন, বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তিব্বতীরা দালাই লামাকে 'তিব্বতী বৌদ্ধ ধর্মের' প্রাতিষ্ঠানিক পরম্পরাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। সেই অনুরোধে সম্মতি জানিয়েছেন দালাই লামা। কী জানিয়েছেন দালাই লামা নির্বাসনে থাকা আধ্যাত্মিক নেতা যে বুধবার একটি ভিডিও বার্তা এবং বিবৃতি প্রকাশ করতে যাচ্ছিলেন সে বিষয়ে বিবিসিকে আগেই জানায় তার কার্যালয়। যদিও তিনি কী বিষয়ে বলবেন, সে সম্পর্কে কোনো স্পষ্টতা ছিল না। তবে অনুমান করা হচ্ছিল, তিনি তার উত্তরসূরির বিষয়ে কোনো সূত্র দিতে পারেন। এর আগে ৬০০ বছরের পুরানো ঐতিহ্য ভবিষ্যতেও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে কি না সে বিষয়ে দ্বিধায় ভুগতে দেখা গিয়েছিল দালাই লামাকে। তবে দালাই লামা বাছাই করার যে ঐতিহ্য সেটা তারা ভবিষ্যতেও বজায় রাখতে চলেছেন, এই বিষয়টি বুধবার স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। একটি ভিডিও বার্তায় দালাই লামা জানিয়েছেন, তার অবর্তমানে পরবর্তী দালাই লামাকে বেছে নেওয়া হবে। তার পুনর্জন্মকে খোঁজা এবং শনাক্ত করার প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণরূপে "গাহদেন ফোড্রাং ফাউন্ডেশন"-এর অধীনে হবে এবং 'এই বিষয়ে অন্য কারও হস্তক্ষেপ করার অধিকার নেই।'

সংবাদ সম্মেলনে দালাই লামার জ্যেষ্ঠ সহযোগী সামধং রিংপোচের কাছে বিবিসি সংবাদদাতা সামিরা হুসেইন জানতে চেয়েছিলেন, তিব্বতের আধ্যাত্মিক নেতা তার উত্তরসূরি কে হবেন সে সম্পর্কে অন্য কোনো বার্তা দেবেন কি না। উত্তরে সামধং রিংপোচ বলেন, এই বিষয়ে তখনই জানানো হবে 'যখন সময় আসবে।' এই বিষয়ে দালাই লামার কাছ থেকে 'আর কোনো প্রকাশ্য বার্তা আসবে না' বলেও জানিয়েছেন তিনি।

অন্যদিকে, পেনপা সেরিং জানিয়েছেন, দালাই লামার জন্মদিন উদযাপনের আগে যে ১৫তম তিব্বতের বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে, সেখানে অংশগ্রহণকারী সকলেই দলাই লামার উত্তরাধিকার সম্পর্কে ঘোষণাকে সমর্থন করেছেন। চিন কী জানিয়েছে- দালাই লামার ঘোষণার পর বেইজিং তাদের প্রথম আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়ায় স্পষ্ট করে দিয়েছে যে তারা ওই সিদ্ধান্তকে মানতে নারাজ। দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক প্রেস ব্রিফিংয়ে বেইজিং দালাই লামার বিবৃতি প্রত্যাখ্যান করে বলেছে, তার উত্তরসূরি বাছাইয়ের বিষয়ে 'চিন সরকারের অনুমোদন প্রয়োজন'। জানানো হয়েছে, দালাই লামার উত্তরসূরিকে অবশ্যই চিনা আইন ও বিধিবিধানের পাশাপাশি তাদের 'ধর্মীয় আচার ও ঐতিহাসিক রীতিনীতি' মেনে চলতে হবে।

চিনা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র আরও বলেন, দলাই লামার উত্তরসূরিকে শনাক্ত করা "লট-ড্রয়িং" সিস্টেমের মাধ্যমেই সম্ভব। যেখানে একটি সোনার কলস থেকে নাম বেছে নেওয়া হয়। এই প্রথা ১৭৯২ সালে চালু করা হয়েছিল এবং বর্তমান দালাই লামার কয়েকজন পূর্বসূরিদের বেছে নিতে এই পদ্ধতিই ব্যবহার করা হয়েছে। বর্তমান দালাই লামার ক্ষেত্রে তা হয়নি। সমালোচকদের মতে ওই প্রক্রিয়াটি পরিচালনা করে চিনা কর্তৃপক্ষ। যদিও এই অভিযোগ চিন অস্বীকার করে।

এদিকে বেইজিংয়ের দাবি, এই প্রথা তিব্বতী বৌদ্ধধর্মের একটি "অনন্য রূপ" এবং চিন সরকারের "ধর্মীয় বিশ্বাসের স্বাধীনতা" অনুশীলনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। দালাই লামাকে "অনুরোধ" এদিকে, দালাই লামা যে সকলের অনুরোধেই তার পরবর্তী উত্তরসূরি বেছে নেওয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তা জানিয়েছেন পেনপা সেরিং। তিনি সাংবাদিকদের জানিয়েছেন বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তিব্বতীরা 'একনিষ্ঠ ভক্তির সঙ্গে আন্তরিক অনুরোধ' জানিয়ে দালাই লামাকে বলেছিলেন, 'চেতনাযুক্ত সমস্ত প্রাণী এবং বিশেষত বৌদ্ধদের হিতার্থে' তিব্বতী বৌদ্ধধর্মের শীর্ষ আধ্যাত্মিক নেতা হিসাবে দালাই লামার পদ ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকা উচিত। তিনি জানিয়েছেন, বিপুল সংখ্যক মানুষের আর্জিতে শেষপর্যন্ত সম্মতি জানিয়েছেন দালাই লামা। পেনপা সেরিং আরও জানিয়েছেন, দালাই লামার পুনর্জন্মকে স্বীকৃতি দেওয়ার মূল প্রক্রিয়াটি তিব্বতীয় বৌদ্ধ ঐতিহ্য অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হবে। তিব্বতীয় বৌদ্ধরা বিশ্বাস করেন যে প্রবীণ সন্ন্যাসীদের দেহত্যাগের পর তাদের পুনর্জন্ম হয়। একজন দালাই লামাকে তখনই বেছে নেওয়া হয় যদি কর্মকর্তারা এই বিষয়ে নিশ্চিত হন যে যাকে তারা বেছে নিচ্ছেন, তিনিই তার পূর্বসূরির পুনর্জন্ম।

বর্তমান দালাই লামার বয়স যখন মাত্র দুই বছর, তখনই তিনি তার পূর্বসূরীর পুনর্জন্ম হিসেবে চিহ্নিত হন। ৯০তম জন্মদিনের অনুষ্ঠান ও উত্তরসূরির প্রসঙ্গ দালাই লামার ৯০তম জন্মদিন রোববার পালন হওয়ার আগে বুধবার সকাল থেকে তিন দিনব্যাপী ধর্মীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এটি ১৫তম তিব্বতি ধর্মীয় সম্মেলন। তিব্বতি চান্দ্র ক্যালেন্ডার অনুসারে দালাই লামার জন্মদিন উদযাপন শুরু হয়েছে সোমবার থেকে। এই অনুষ্ঠানে ভারতের বেশ কয়েকজন মন্ত্রীসহ সাত হাজারেরও বেশি অতিথি উপস্থিত থাকার কথা।

সোমবার প্রকাশ্যে আসা অতিথিদের সমাগমের ছবির মধ্যে হলিউড অভিনেতা রিচার্ড গেরেও রয়েছেন। প্রকাশ্যে আসা ছবিতে দেখা যায় তার দীর্ঘদিনের অনুসারী রিচার্ড গেরেকে আশীর্বাদ করছেন দালাই লামা। এর আগে, দালাই লামা জানিয়েছিলেন তার ৯০তম জন্মদিনের কাছাকাছি সময়ে এসে উত্তরাধিকার সম্পর্কে বিস্তারিত প্রকাশ করবেন। তাই, তিনি যে তার উত্তরসূরির বিষয়ে কোনো গুরুত্বপূর্ণ সূত্র দিতে পারেন সেই বিশয় নিয়ে ব্যাপক প্রত্যাশা জন্মেছিল। এদিকে সোমবারের সমাবেশে তাকে বলতে শোনা যায় 'একটি ফ্রেম ওয়ার্কের মধ্যে থেকে আমরা দালাই লামাদের প্রতিষ্ঠানের ধারাবাহিকতা সম্পর্কে কথা বলতে পারি।' তবে এই বিষয়ে তিনি বিস্তারিত কিছু বলেননি।

"দ্বিধা"-উত্তরসূরির বিষয়ে অতীতে দ্বিধায় ভুগতে দেখা গিয়েছিল নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী এই তিব্বতি বৌদ্ধধর্মের আধ্যাত্মিক নেতাকে।

কয়েক বছর আগে তিনি বলেছিলেন, তার উত্তরসূরি একজন মেয়ে হতে পারেন বা আদৌ তার কোনো উত্তরসূরি নাও থাকতে পারে। তবে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, অবশ্য তিনি জানিয়েছিলেন যদি ওই বিষয়ে নির্বাসিত তিব্বতীদের মধ্যে ব্যাপক সমর্থন থাকে তবে এই ঐতিহ্য ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে এবং উত্তরসূরি বেছে নেবে তার কার্যালয়। চিনের বিরোধিতা ১৯৫৯ সালে তিব্বতে চিনা শাসনের বিরুদ্ধে ব্যর্থ অভ্যুত্থানের পর সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে চলে যান দালাই লামা। তিনি উত্তর ভারতের পার্বত্য শহর ধর্মশালায় একটি নির্বাসিত সরকার প্রতিষ্ঠা করেন। এরা সেই ব্যক্তিদের কাছে বিকল্প ক্ষমতার উৎস হিসেবে বিবেচিত হতে শুরু করেন যারা তিব্বতে বেইজিংয়ের কঠোর নিয়ন্ত্রণের বিরোধিতা করেন। অন্যদিকে, চিনের দাবি- পরবর্তী দালাই লামা কে হবেন, তা বেছে নেওয়ার অধিকার তাদের। দালাই লামা বলে আসছেন, তার উত্তরসূরি চিনের বাইরে জন্মগ্রহণ করবেন, যা বেইজিংকে ক্ষুব্ধ করেছে। মার্চ মাসে প্রকাশিত তার বই "ভয়েস ফর দ্য ভয়েসলেস"-এও একই বিষয়ে উল্লেখ করেছিলেন তিনি। যদিও দালাই লামা তিব্বতের বিষয়ে একটি 'মধ্যম পন্থার' কথা বলে এসেছেন। তিনি চীনের মধ্যে থেকেই প্রকৃত স্ব-শাসনের পক্ষে ছিলেন যা বেইজিং মেনে নেয়নি এবং তাকে বিচ্ছিন্নতাবাদী হিসেবে বিবেচনা করে। তবে দালাই লামার বুধবারের ঘোষণা চীনের জন্য পরোক্ষভাবে এক জাতীয় বার্তা বলেই মনে করা হচ্ছে। যেখানে এই বিষয়টি স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে পরবর্তী দালাই লামা কে হবেন, সে বিষয়ে অন্য কারো "হস্তক্ষেপ" বরদাশত করা হবে না। লন্ডনস্থিত "স্কুল অফ ওরিয়েন্টাল অ্যান্ড আফ্রিকান স্টাডিজ"-এর তিব্বত বিষয়ক গবেষক রবার্ট বার্নেট দালাই লামার বক্তব্যের তাৎপর্য নিয়ে বিবিসির সঙ্গে কথা বলেছেন। তার কথায়, 'তিনি (দালাই লামা) এখানে দু'টি বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। প্রথমটি হলো তার (দালাই লামার) উত্তরসূরি কে সে বিষয়ে চিন নয়, বরং সিদ্ধান্ত নেবে তার প্রতিষ্ঠা।' 'অন্যটি হচ্ছে, তিনি চিনকে দেখাতে চেয়েছেন এই সিদ্ধান্ত এক ধরনের জনপ্রিয় প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নেওয়া হয়েছে — যাকে আমরা প্রায় গণতান্ত্রিক (পদ্ধতি) বলতে পারি। কমিউনিটির কাছে জানতে চাওয়ার প্রক্রিয়া যে এই প্রতিষ্ঠান চালান হোক তা তারা চান কি না।' বার্নেট জানিয়েছেন, এটি চিনের জন্য একটি সংকেত। কারণ দেখানো হয়েছে যে তারা তাদের প্রতিষ্ঠানের বৈধতা সকলের সম্মতির ওপর ভিত্তি করে এনেছে, বলপ্রয়োগের ওপর নয়।

প্রথম ঝাড়খণ্ডী আওয়াজকারি জয়পাল সিং মুণ্ডা

বিমলকুমার শীট

বর্তমান বিংশ শতকের শেষে ব ঝাড়খণ্ড রাজ্য গঠিত হওয়ায় ঝাড়খণ্ড শব্দটি আমাদের কাছে বেশ পরিচিত। বাংলা অভিধানে "ঝাড়খণ্ড" শব্দের অর্থ হল বৈদ্যনাথধাম, কিন্তু হিন্দি অভিধানে "ঝাড়খণ্ড"এর অর্থ "বৈদ্যনাথধাম থেকে পুরীধাম পর্যন্ত যে অঞ্চল"। এ কালে গঙ্গার দক্ষিণ দিকের। মালভূমি থেকে দামোদর উপত্যকার - নিবিড় বনজঙ্গল এবং পাহাড় ঘেরা বন্ধুর অঞ্চলকে ঝাড়খণ্ড বলা হয়। আকবরের (১৫৫৬-১৬০৫) "আইন-ই-আকবরী" গ্রন্থে ঝাড়খণ্ডের উল্লেখ পাওয়া যায়। গড়খণ্ডের। সাম্রাজ্য বিস্তার করার জন্য আকবর তাঁর সেনাপতি মানসিংহকে এই অঞ্চলে - পাঠিয়ে ছিলেন। রাজস্বমন্ত্রী টোডরমল এই অঞ্চলে ১ম মাপ-জোকের কাজ শুরু করেন। তাই সুপ্রাচীনকাল থেকে ঝাড়খণ্ড নাম পরিচিত হয়ে আসছে। রাজনীতিবিদ, লেখক এবং ক্রীড়াবিদ জয়পাল সিং মুণ্ডা এ অঞ্চলের মানুষের জন্য প্রথম ঝাড়খণ্ডী আওয়াজ তোলেন যা ঝাড়খণ্ড প্রদেশ গঠনের ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর মৃত্যুর ত্রিশ বছর পর ঝাড়খন্ডীদের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়।

জয়পাল সিং মুণ্ডা ১৯০৩ সালে ৩ জানুয়ারি বর্তমান বৃপ্তি জেলার পাহান - টালি গ্রামের টাকরা হাতুদামিতে এক খ্রিস্টান মুণ্ডা পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে তাঁর দায়িত্ব ছিল গরুর পাল দেখাশোনা করার। এ অবস্থার অবসান হয় রেভারেন্ড কুশলমাই শীতল যখন তাকে সেন্ট পলস চার্চ স্কুলে ভর্তি করে দেন। পড়াশোনার প্রতি জয়পালের আগ্রহের কারণে তাকে মিশনারিরা ইংলন্ডে নিয়ে যান এবং অক্সফোর্ডের অধীন সেন্ট জনস কলেজে ভর্তি করে দেন। এই কলেজ থেকে তিনি অর্থনীতিতে অনার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। অক্সোফোর্ডে ভারতীয় মজলিশ বিতর্ক সভায় তিনি সভাপতিত্বও করেছেন। উচ্চশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে জয়পাল সিং মুন্ডা খেলার জগতেও কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। ১৯২৮ সালে নেদারল্যান্ডের রাজধানী আমস্টারডামে গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিক গেমসে ভারতীয় হকি দলের অধিনায়ক ছিলেন জয়পাল সিং মুণ্ডা। তিনি তাঁর দলকে প্রথম অলিম্পিকে স্বর্ণপদক এনে দেন। যা ভারতীয় হকির ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য জয়। তাঁর অধিনায়কত্বে হকি দল ১৭টি লীগ পর্যায়ে ম্যাচ খেলেছে, যার মধ্যে ১৬টিতে জয়লাভকরেছে এবং একটি ড্র করেছে। ভারতে ফিরে আসার পর জয়পাল সিং মুণ্ডা মোহনবাগান ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত হন এবং তাদের হকি দল প্রতিষ্ঠা করেন। সক্রিয় হকি থেকে অবসরের পর তিনি বেঙ্গল হকি অ্যাসোসিয়েশনের সচিব এবং ভারতীয় ক্রীড়া পরিষদের সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

পরে জয়পাল সিং মুণ্ডাকে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে কাজ করার জন্য নিযুক্ত করা হলেও পরে তিনি সেখান থেকে পদত্যাগ করেন। ১৯৩৪ সালে আফ্রিকা মাহাদেশের ঘানার গোল্ড কোস্টের আচিমোটায় প্রিন্স অফ ওয়েলস কলেজে শিক্ষকতা শুরু করেন। ১৯৩৭ সালে তিনি ভারতে ফিরে এসে রায়পুরের রাজকুমার কলেজের অধ্যক্ষ পদে যোগ দেন। পরের বছর রাজস্থানের বিকানের রাজপরিবারের পররাষ্ট্র সচিব হিসাবে যোগদান করেন। দেশের শিক্ষার অবস্থা দেখে জয়পাল সিং মুণ্ডা বিচলিত হন। তাই শিক্ষার উন্নতির জন্য তিনি তাঁর অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে চেয়ে তৎকালীন বিহার প্রদেশ কংগ্রেসের সাভাপতি ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদকে চিঠি লিখেন। কিন্তু জয়পাল সিং মুণ্ডা তাঁর পত্রের কোন ইতিবাচক উত্তর পান নি। ১৯৩৮ সালে তিনি বিহারের পাটনা এবং রাঁচি সফর করেন। এই সফরে তিনি আদিবাসীদের দুর্দশা দেখে বিচলিত হন এবং এর সমস্যার সমাধান কল্পে সক্রিয় রাজনীতিতে যুক্ত হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

ঝাড়খণ্ডীরা অর্থাৎ এখানকার আদিমতম অধিবাসী সাঁওতাল, কোল, ভীল, মুণ্ডা, হো প্রভৃতি আদিবাসী সম্প্রদায় এবং অনুন্নত আ-আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ বরাবরই শোষণ ও বঞ্চনার শিকার। আদিবাসীরা অরণ্য সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে অবলম্বন করে বেঁচে থাকতে চায়। বিংশ শতকের আধুনিক সভ্যতাকে তারা তাঁদের জীবনযাত্রার বিরোধী মনে করে। পাশ্চাত্য ঘেঁষা অর্থনীতি, শিক্ষানীতি এবং সামগ্রিক জীবনধারা আদিবাসীদের কাছে মনে হয়ে ছিল এক পরিপন্থী সভ্যতা।

স্বাধীনতার পূর্ব কাল থেকে একাল পর্যন্ত ব্রিটিশ এবং ভারতীয় সরকারের অরণ্যনীতি একই থেকে গেছে। ধ্বংস হয়েছে ঝাড়খণ্ডের বনভূমি। লুঠ হচ্ছে এখানকার খনিজ সম্পদ। বিদেশীর বদলে তাঁদের এখন শোষণ করছে স্বদেশী

মহাজন। তাই ঝাড়খণ্ডীদের আন্দোলন তাঁদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য লড়াই ছিল। ১৯৪৭ সালের পর আদিবাসীদের আন্দোলন দেশীয় রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির আগেই ঝাড়খণ্ডের আদিবাসীদের মধ্যে জেগে উঠে ছিল স্বাতন্ত্র্য ও স্বাজাত্যবোধ। প্রবল পরাক্রমশীল ব্রিটিশ শাসকদের রাজত্বকালেও নিজস্ব অধিকার রক্ষা এবং শোষণের বিরুদ্ধে তারা গর্জে উঠে ছিল। যদিও স্বতন্ত্র ঝাড়খণ্ড রাজ্যের দাবি ঝাড়খণ্ডীরা সে সময় তোলে নি। ভারত স্বাধীন হলেও স্বনির্ভর হয়ে তখনও চলতে শেখেনি। দেশের এই দুর্বল মুহূর্তে তাই জেগে উঠতে থাকে স্বদেশী অভাবগুলি। ১৯৫০ সাল আদিবাসীদের মনের কোনে জমা হয়ে থাকা বিচ্ছিন্ন ক্ষোভ আবার অনুকূল পরিবেশে জাগতে শুরু করে। বঞ্চিত আদিবাসী সমাজ আবার একত্রিত হয়ে ওঠে। ১৯৫০ সালে জন্ম হয় ঝাড়খন্ড পার্টির। নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসেন জয়পাল সিং মুন্ডা যিনি প্রমোদ পাহান নামেও পরিচিত। কিন্তু ভারত স্বাধীন হওয়ার পর এই প্রথম দাবি উঠল "ঝড়খণ্ড প্রাণত অলগ ক্যারো"। এতকাল ধরে শোষণ মুক্ত সমাজ গঠন, স্বায়ত্তশাসন, রাজতন্ত্রের বিনাশ, ঝাড়খণ্ড অঞ্চলের পরিবেশের সুরক্ষা, ইত্যাদি দাবির কোনটাই ঝাড়খণ্ডীরা পায়নি। এতকালের অপ্রাপ্তি জোট বাঁধতে বাধ্য করল ঝাড়খণ্ডীদের। এর কৃতিত্ব অবশ্য জয়পাল সিং মুণ্ডার। অবশ্য এর আগে জয়পাল সিং সাইমন কমিশনের (১৯২৭) কাছে স্বতন্ত্র ঝাড়খণ্ড রাজ্য গঠনের দাবি পেশ করেন। ১৯৩৯ সালে তিনি "আদিবাসী মহাসভার" সভাপতি হন। ১৯৪০ সালে মৌলানা আবুল কালাম আজাদের সভাপতিত্বে কংগ্রেসের ৫৩তম রামগড় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় জয়পাল সিং মুণ্ডা সুভাষচন্দ্র বসুর (আপস-বিরোধী সম্মেলনে সভাপতি) সঙ্গে পৃথক ঝাড়খণ্ড রাজ্য গঠনের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করেন। সুভাষচন্দ্র বসু এর প্রত্যুত্তরে বলেন যে এই ধরনের অনুরোধ স্বাধীনতা সংগ্রামকে প্রভাবিত করবে। ছোটনাগপুর এর আদিবাসীদের কাছে জয়পাল সিং 'মারাং গোমকে (অর্থাৎ মহান নেতা)' নামে পরিচিত। ১৯৪৬ সালে গণপরিষদ গঠিত হলে তিনি বিহার থেকে গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ভাষণে তিনি বলেন মহাশয়, যদি ভারতীয় জনগণের কোন গোষ্ঠীর সঙ্গে খারাপ আচরণ করা হয় তবে তা হল আমার জনগণ। গত ৬,০০০ বছর ধরে তাদের সঙ্গে অপমানজনক আচরণ ও অবহেলা করা হয়েছে। জয়পাল সিং মুণ্ডার ঝাড়খণ্ডী রাজ্যের আওয়াজ তৎকালীণ কেন্দ্রীয় সরকার কোন রকম কর্ণপাত করেনি। তাঁর ফলও হয় মারাত্মক। স্বাধীন ভারতের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে (১৯৫১-৫২) ঝাড়খণ্ড অঞ্চলে জওহরলালের নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস পর্যদস্ত হয়। ঝাড়খণ্ড ক্ষেত্র থেকে ৮ জন সাংসদ এবং ৩২ জন বিধায়ক নির্বাচিত হন। বিহার বিধানসভায় ঝাড়খণ্ড পার্টিই প্রধান বিরোধী দল হিসাবে মর্যাদা পায়। দেরিতে হলেও কেন্দ্রের কংগ্রেসী সরকার প্রথম ঝাড়খণ্ডীদের দিকে দৃষ্টি দেন। জয়পাল সিং ১৯৫৪ সালে State Re Organisation Commission এর কাছে আবার স্বতন্ত্র ঝাড়খণ্ড রাজ্যের স্মারকলিপি পেশ করেন। এই স্মারকলিপিতে ঝাড়খণ্ড রাজ্যের আয়তন নির্ধারিত করে দেওয়া হয় ৬৩, ৮৫৬ বর্গ কিলোমিটার। যার জনসংখ্যা সে সময় ছিল ১,৬৩, ৬৭,১৭৭। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার এই দাবির প্রতি মনোযোগ দেয় নি। প্রতিবাদে ঝাড়খণ্ডী নেতা জয়পাল সিং তাঁর আন্দোলনকে তীব্রতর করে তুলতেও পারেননি। জওহরলালের হিসেবী চালে হেরে যায় জয়পাল সিং। শেষ পর্যন্ত জয়পাল সিংয়ের মন থেকে মুছে যায় স্বতন্ত্র ঝাড়খণ্ড রাজ্যের দাবি। সুদক্ষ রাজনীতিক তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলালের (১৯৫২-১৯৬৪) কৌশলে তলিয়ে গিয়ে জয়পাল সিং কংগ্রেসে যোগদান করেন (১৯৬০)। তবে তাঁর দলের সকল পদস্থ কর্তা কংগ্রেসে যোগ দেননি। সেই সঙ্গে শুরুতেই ধূলিসাৎ হয়ে যায় ঝাড়খন্ডীদের স্বতন্ত্র রাজ্যের স্বপ্ন। পরবর্তী নির্বাচনে দলের প্রতিনিধিত্ব হ্রাস পায়। ১৯৬৭সালের সাধারণ নির্বাচনে জয়পাল সিং মুন্ডা খুন্তি নির্বাচনি এলাকা থেকে জয় লাভ করলেও ভোট পেয়েছিলেন ২৫.৯৮ৃ। অর্থাৎ ৫,২৭৭ ভোট জয় লাভ করেন। ১৯৬০ সালে ঝাড়খণ্ডী আবেগ কংগ্রেসী বন্যায় ভেসে গেলেও এর পাঁচ বছর পর ১৯৬৫ সালে আবার জেগে ওঠে। সৃষ্টি হয় "অখিল ভারতীয় ঝাড়খণ্ড পার্টি"। কিন্তু কয়েক বছরের।

মধ্যে এ পার্টিটিও ভেঙে যায়। ১৯৭৩ সালে ঝাড়খণ্ড মুক্তিমোর্চা গঠিত হয়। এগিয়ে আসেন এ কে রায়, শিবু সোরেন ও বিনোদবিহারী মাহাতো। অবশেষে দীর্ঘ আন্দোলনের পর ১৫ নভেম্বর ২০০০ সালে অটলবিহারী বাজপেয়ীর প্রধানমন্ত্রীত্বকালে (১৯৯৬ সালে ১৩দিন, ১৯৯৮- ২০০৪) ঝাড়খণ্ড পৃথক প্রদেশ হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে। জয়পাল সিং মুণ্ডা কিন্তু ঝাড়খণ্ড রাজ্য দেখে যেতে পারেননি। ১৯৭০ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। আদিবাসী জীবনের তৃণমূল স্তর থেকে উঠে আসা অবিসংবাদী নেতা তিলকা মানি মাঝি, বুদ্ধ ভকত, সুই মুণ্ডা, সিধু-কানু, বীরসা মুণ্ডা প্রমুখের ন্যায় জয়পাল সিং মুণ্ডা তেমন নেতা ছিলেন না। তবে স্বাধীন ভারতে ঝাড়খণ্ডীদের হয়ে আওয়াজ তিনিই প্রথম তোলেন। এ কৃতিত্ব কম নয়। তিনি ছিলেন এক প্রতিভাবান বক্তা এবং ভারতের গণপরিষদে সকল উপজাতি জনগণের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। তাঁর সম্মানার্থে ঝাড়খণ্ড সরকার রাঁচিতে নির্মিত গ্র্যান্ড গেমস কমপ্লেক্স এবং গেমস ভিলেজের নামকরণ করে "সিং মুণ্ডা গেমস কমপ্লেক্স"।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

শুক্রবার তুলসিবাতি স্কুলে অভিভাবকরা এক ডেপুটেশনে মিলিত হন।

প্রবাসী ভারতীয়রা আমাদের গর্ব, ত্রিনিদাদ ও টোবাগোতে ভারতীয় কমিউনিটি অনুষ্ঠানে প্রশংসায় মুখর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

পোর্ট অফ স্পেন, ৪ জুলাই : প্রবাসী ভারতীয়রা আমাদের গর্ব। ত্রিনিদাদ ও টোবাগোতে ভারতীয় কমিউনিটি অনুষ্ঠানে এভাবেই প্রশংসায় মুখর হলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি প্রবাসী ভারতীয়দের সংস্কৃতির প্রতি নিষ্ঠা, সংগ্রামী মনোভাব ও ত্রিনিদাদ ও টোবাগোতে তাদের বিশাল অবদানের জন্য ভূয়সী প্রশংসা করেন।

আজ ত্রিনিদাদ ও টোবাগোতে অনুষ্ঠিত এক বিশেষ ভারতীয় প্রবাসী সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিনিদাদ ও টোবাগোর প্রধানমন্ত্রী কমলা প্রসাদ-বিসেসর, তাঁর মন্ত্রিসভা ও সংসদের সদস্যগণ এবং অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। প্রধানমন্ত্রীর আগমনে ভারতীয় প্রবাসীদের তরফে ঐতিহ্যবাহী ও বর্ণময় 'ইন্দো-ত্রিনিদাদিয়ান' অভ্যর্থনা জানানো হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী কমলা প্রসাদ-বিসেসর ঘোষণা করেন, ত্রিনিদাদ ও টোবাগোর সর্বোচ্চ জাতীয় সম্মান 'অর্ডার অব দ্য রিপাবলিক অব ত্রিনিদাদ অ্যান্ড টোবাগো' প্রধানমন্ত্রী মোদীকে প্রদান করা হবে। এই সম্মানে ভূষিত হওয়ার ঘোষণায় প্রধানমন্ত্রী মোদী কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং ত্রিনিদাদ ও টোবাগোর জনগণ ও সরকারের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, "ত্রিনিদাদ ও টোবাগোতে যখন ভারতীয় অভিবাসনের ১৮০ বছর পূর্তি উদ্‌যাপিত হচ্ছে, সেই সময়ে আমার এই ঐতিহাসিক সফর বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।" তিনি প্রবাসী ভারতীয়দের সংস্কৃতির প্রতি নিষ্ঠা, সংগ্রামী মনোভাব ও ত্রিনিদাদ ও টোবাগোতে তাদের বিশাল অবদানের জন্য ভূয়সী প্রশংসা করেন।

প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেন, এখন থেকে ত্রিনিদাদ ও টোবাগোতে বসবাসকারী ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের ষষ্ঠ প্রজন্ম পর্যন্ত ওসিআই (ভারতের বিদেশী নাগরিক) কার্ড প্রদান করা হবে। এই ঘোষণায় উপস্থিত প্রবাসীদের মধ্যে উচ্ছ্বাস ও জোর করতালির সৃষ্টি হয়।

তিনি আরও জানান, ভারত সরকার 'গিরমিটিয়া' উত্তরাধিকার রক্ষায় বিভিন্ন প্রকল্পে সহায়তা প্রদান করবে। প্রধানমন্ত্রী ভারত ও ত্রিনিদাদ ও টোবাগোর মধ্যে বিশেষ সম্পর্ক জোরদারে কমলা প্রসাদ-বিসেসরের ভূমিকাকে ধন্যবাদ জানান।

নিজের ভাষণে তিনি ভারতের অভাবনীয় উন্নয়নের কথাও তুলে ধরেন। অবকাঠামো, ডিজিটাল প্রযুক্তি, উৎপাদন, সবুজ শক্তি, মহাকাশ বিজ্ঞান, উদ্ভাবন ও স্টার্টআপ ক্ষেত্রে ভারতের সাফল্যের উপর তিনি আলোকপাত করেন। তিনি জানান, গত এক দশকে ২৫ কোটি মানুষকে চরম দারিদ্র্য থেকে মুক্ত করা হয়েছে।

তিনি বলেন, অচিরেই ভারত বিশ্বের শীর্ষ তিনটি অর্থনীতির মধ্যে একটি হয়ে উঠবে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই), সেমিকন্ডাক্টর ও কোয়ান্টাম কম্পিউটিং-এ জাতীয় মিশন ভারতের নতুন অগ্রগতির ইঞ্জিন হয়ে উঠছে। ভারতের ইউপিআই-ভিত্তিক ডিজিটাল পেমেন্ট ব্যবস্থার সফলতা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন, ত্রিনিদাদ ও টোবাগোতেও এটি সফলভাবে কার্যকর হবে।

'বসুধৈব কুটুম্বকম' "বিশ্ব এক পরিবার" এই প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, কোভিড মহামারির সময় ভারত বিশ্বকে সহায়তা করার যে ভূমিকা নিয়েছে, ত্রিনিদাদ ও টোবাগোর উন্নয়ন যাত্রায় ভারত আগামীতেও পাশে থাকবে।

৪০০০-রও বেশি মানুষ এই অনুষ্ঠান উপভোগ করেন। সেখানে মহাত্মা গান্ধী ইনস্টিটিউট ফর কালচারাল কো-অপারেশন ও অন্যান্য সংগঠনের শিল্পীরা মনোমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক পরিবেশনা উপস্থাপন করেন।

পাঞ্জাব : ঘুষকাণ্ডে ডিএসপি রাজনপাল গ্রেফতার, ১ লক্ষ টাকা ঘুষ দেওয়ার চেষ্টার অভিযোগে মামলা

ফরিদকোট(পাঞ্জাব), ৪ জুলাই : মহিলা সংক্রান্ত অপরাধের বিরুদ্ধে দায়িত্বপ্রাপ্ত ফরিদকোটের ডিএসপি রাজনপালকে ঘুষ দেওয়ার চেষ্টার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে। অভিযোগ, নিজের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া দুর্নীতির মামলাটি চাপা দিতে তিনি ১ লক্ষ টাকা ঘুষ দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন।

জানা গিয়েছে, ফরিদকোটের এসএসপি অফিসে ডিএসপি রাজনপাল নিজেই এই ঘুষ দেওয়ার চেষ্টা করেন, যাতে অভিযোগকারী তাঁর বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলা তুলে নেয়। তবে পুলিশের দ্রুত পদক্ষেপে তাঁর বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে এবং তাঁকে হেফাজতে নেওয়া হয়েছে।

এই অভিযোগের সূত্রপাত পাক্কা গ্রামের কিরণজিৎ কৌরের অভিযোগ থেকে। তাঁর ভাই করমতেজ সিং অভিযোগ করেন, রাজনপাল একটি বৈবাহিক বিবাদের মামলায় পদক্ষেপ নিতে তাঁদের কাছ থেকে ১ লক্ষ টাকা ঘুষ দাবি করেন। ঘুষ দেওয়ার পরেও কোনও পদক্ষেপ নেননি ডিএসপি।

বিষয়টি ফারিদকোটের সিনিয়র সুপারিনটেনডেন্ট অফ পুলিশ ডঃ প্রজ্ঞা জৈনের কাছে পৌঁছলে ডিএসপি রাজনপাল অভিযোগটি ধামাচাপা দিতে এসএসপির রিডার এএসআই জসবিন্দর সিং-কে ১ লক্ষ টাকা ঘুষ দেওয়ার চেষ্টা করেন।

এই ঘটনায় পাঞ্জাব সরকারের পক্ষ থেকে ডিএসপির বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান-এর নেতৃত্বাধীন সরকার স্পষ্ট জানিয়েছে, যেই হোন না কেন, দুর্নীতিতে জড়িত থাকলে কাউকে রেয়াত করা হবে না।

লামডিং—বদরপুর পাহাড়ি রুটে ধ্বস সরানো হয়েছে, পুনরায় স্বাভাবিক ট্রেন চলাচল

আগরতলা, ৪ জুলাই : উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে দ্রুত পদক্ষেপে ভূমিধ্বসের ধ্বংসাবশেষ সরিয়ে লামডিং—বাদরপুর পাহাড়ি রুটে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক করেছে। গতকাল সন্ধ্যায় দিহাখো ও মুপা স্টেশনের মাঝে কিমি ৫১/২-৩ অংশে বড়সড় ভূমিধ্বসের কারণে রেল চলাচলে বিঘ্ন ঘটে। ট্র্যাকে বড় পাথর ও মাটি পড়ে যাওয়ায় ট্রেন চলাচল সাময়িকভাবে বন্ধ রাখতে হয়েছিল।

আজ সকাল প্রায় ০৯টা ৪২ মিনিট থেকে ওই রুটে পুনরায় ট্রেন চলাচল শুরু হয়েছে। প্রথম ট্রেন হিসেবে ওই পথে অতিক্রম করেছে ট্রেন নম্বর ১২৫২০ (আগরতলা—লোকমান্য তিলক টার্মিনাস) এক্সপ্রেস। ঘটনার পরপরই সিনিয়র রেল কর্মকর্তারা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় উদ্ধার ও পুনরুদ্ধার কাজ শুরু করেন। রাতভর টানা প্রচেষ্টায় ধ্বংসাবশেষ সরিয়ে ট্র্যাক মেরামতের মধ্য দিয়ে নিরাপদ করে তোলা হয়। এ সময় যাত্রীদের সাহায্যের জন্য গৌহাটি, লামডিং, শিলচর, বদরপুর ও আগরতলা স্টেশনগুলোতে হেল্প ডেস্ক স্থাপন করা হয়েছিল। ট্রেন চলাচলে বিঘ্ন চলাকালীন এসব কেন্দ্র যাত্রীদের নিয়মিত আপডেট তথ্য, খাবার ও পানীয় জল সরবরাহ করেছে।

শাহি ইদগাহকে 'বিবাদিত স্থাপনা' ঘোষণার আবেদন খারিজ করল এলাহাবাদ হাইকোর্ট

প্রয়াগরাজ, ৪ জুলাই : মথুরার শাহি ইদগাহ মসজিদকে 'বিবাদিত স্থাপনা' ঘোষণার দাবিতে করা আবেদন শুক্রবার খারিজ করে দিল এলাহাবাদ হাইকোর্ট। শ্রীকৃষ্ণ জন্মভূমি-শাহি ইদগাহ কমপ্লেক্স সংক্রান্ত চলমান মামলার প্রেক্ষিতে এই রায় দেওয়া হয়েছে।

এই আবেদনটি করেছিলেন শ্রীকৃষ্ণ জন্মভূমি মুক্তি ট্রাস্টের সভাপতি মহেন্দ্র প্রতাপ সিং। মামলাটি শুনানি হয়েছে বিচারপতি রাম মনোহর নারায়ণ মিশ্র-র বেঞ্চে। তিনি উভয় পক্ষের যুক্তি শোনার পর রায় সংরক্ষণ রেখেছিলেন এবং নির্ধারিত তারিখ অনুযায়ী শুক্রবার রায় ঘোষণা করেছেন।

আবেদনে দাবী করা হয়, শাহি ইদগাহ যেখানে অবস্থিত সেই স্থানটিই মূলত একটি হিন্দু মন্দিরের স্থল ছিল। আবেদনকারীর দাবি, মসজিদের গায়ে এখনও হিন্দু দেবদেবীর চিহ্ন দৃশ্যমান এবং মুসলিম পক্ষ এই স্থানকে মসজিদ হিসেবে প্রমাণ করতে কোনও প্রামাণ্য দলিল পেশ করেনি।

তিনি আরও জানান, এই স্থাপনা কোনও সরকারি খাসরা-খতউনি রেকর্ডে নথিভুক্ত নয়, পুরসভায় রেজিস্টার্ড নয় এবং এর জন্য কোনও কর প্রদান করা হয়নি। ফলে এটি মসজিদ হিসেবে স্বীকৃতির যোগ্য নয় বলেই তাঁর যুক্তি। অন্যদিকে, মুসলিম পক্ষ এই আবেদনের তীব্র বিরোধিতা করে জানায়, শাহি ইদগাহ মসজিদ সেখানে ৪০০ বছরের বেশি সময় ধরে অবস্থিত। তাঁরা বলেন, এই স্থাপনাকে 'বিবাদিত' ঘোষণার দাবি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং তা খারিজ করা উচিত।হাইকোর্ট মুসলিম পক্ষের যুক্তিতে সম্মতি জানিয়ে আবেদনটি খারিজ করে দিয়েছে এবং জানিয়েছে, বাবরি মসজিদ মামলার সঙ্গে এই মামলার তুলনা করা যুক্তিযুক্ত নয়। এই মামলা ছিল শ্রীকৃষ্ণ জন্মভূমি সংলগ্ন জমি সংক্রান্ত হিন্দু পক্ষের করা ১৮টি মামলার মধ্যে একটি। উল্লেখ্য, বিতর্কিত শাহি ইদগাহ মসজিদটি মুঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের শাসনকালে নির্মিত হয়েছিল বলে ঐতিহাসিকভাবে জানা যায়। হিন্দু পক্ষের দাবি, এটি শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থানে থাকা একটি মন্দির ভেঙে নির্মিত হয়েছিল।

রাষ্ট্রপতির হাত ধরে ডুরান্ড কাপ ২০২৫-এর ট্রফি উন্মোচিত, বললেন, আমাদের দেশে খেলাধুলা জাতীয় ঐক্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে

নয়াদিল্লি, ৪ জুলাই : আমাদের দেশে খেলাধুলা জাতীয় ঐক্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে। আজ রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু আনুষ্ঠানিকভাবে ডুরান্ড কাপ ২০২৫-এর ট্রফিগুলির উন্মোচন ও সূচনা করে ওই মন্তব্য করেছেন। রাষ্ট্রপতি ভবনের সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে ওই অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়েছে।

অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বলেন, খেলা শৃঙ্খলা, অধ্যবসায় ও দলগত চেতনার বিকাশ ঘটায়। এটি শুধু শারীরিক কসরত নয়, মানুষের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের এক শক্তিশালী মাধ্যম। ভারতে খেলাধুলা জাতীয় ঐক্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে। আন্তর্জাতিক ক্রীড়া মঞ্চে তেরঙা পতাকা ওড়াতে দেখা মানেই সমস্ত দেশবাসীর হৃদয়ে একসাথে গর্বের অনুভব জাগে।"

রাষ্ট্রপতি আরও বলেন, ফুটবল কেবল একটি খেলা নয়, এটি আবেগ ও উন্মাদনার প্রতীক। এই খেলাটি কৌশল, সহনশীলতা ও একত্রে একটি লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাওয়ার প্রতিচ্ছবি। ডুরান্ড কাপের মতো প্রতিযোগিতা শুধু খেলার চেতনা জাগিয়ে তোলে না, বরং নতুন প্রজন্মের ফুটবলারদের গড়ে তোলার জন্য একটি উপযুক্ত প্ল্যাটফর্মও প্রদান করে।

NO.F.09(02)-REV/ACQ/VI/24/887 GOVERNMENT OF TRIPURA REVENUE DEPARTMENT
(jsrevenue2018@gmail.com)

CORRIGENDUM

In partial modification of Declaration issued by this department vide No. F.09(02)- REV/ACQ/M/24, dated 11-06-2025 U/s 19 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (RFCTLARR) Act, 2013 and in pursuance to the letter No. F.DM/W/LA/SDR/13/2024/2263, dated 20.06.2024 of the LA Collector, West Tripura, it is to be mentioned here that the address in Sl. No. (4) of the 'Copy Forwarded to' page of the said declaration has been erroneously reflected as the Director, Urban Development Department in place of the Secretary, Transport Department, Government of Tripura.
Hence, the corrected address in Sl. No. (4) shall be read as 'the Secretary, Transport Department, Government of Tripura.
ICA D 51825

(C. K. Malsom)
Deputy Secretary to the Government of Tripura

The Executive Engineer, Engineering Cell, Samagra Shiksha, Old Shishu Bihar Complex, Agartala, West Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' online percentage/ item rate e- tender from the eligible Central & State Public Sector undertaking enterprise and eligible Contractors/Bidders/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/ TTAADC/ MES/CPWD/Railway/Other State PWD up to 3.00 P.M. on 18/07/2025 for the following work:-

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
1	Construction of Library Room at Hazachari Higher Secondary School under Silachari Block of Gomati District under PM SHRI Scheme for the year 2024-25. DRAFT NIT NO: 44/SE/ENGG.CELL/DSE/2025-26 PRESS NIT NO: 59/EE/ENGG.CELL/Samagra/2025-26	Rs. 33,59,300.00	Rs. 67,186.00	6(Six) months	Up to 3PM 18/07/2025	At 21/07/2025 Hrs on 11 AM.	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
2	Construction of Science Lab and CWSN Toilet at Prahallad Sardar Para High School under Karbook Block of Gomati District under PM SHRI Scheme for the year 2023 24. DRAFT NIT NO: 45/SE/ENGG.CELL/DSE/2025-26 PRESS NIT NO: 60/EE/ENGG.CELL/Samagra/2025-26	Rs. 26,04,300.00	Rs. 52,086.00	6(Six) months	Up to 3PM 18/07/2025	At 21/07/2025 Hrs on 11 AM.	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
3	Construction of CWSN Toilet in 2(Two) nos. School under Amarpur and Ampinagar Block of Gomati District under PM SHRI Scheme for the year 2023-24. DRAFT NIT NO: 46/EE/ENGG.CELL/Samagra/2025-26 PRESS NIT NO: 61/EE/ENGG.CELL/Samagra/2025-26	Rs. 6,60,000.00	Rs. 13,200.00	3 (Three) month	Up to 3PM 18/07/2025	At 21/07/2025 Hrs on 11 AM.	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class

All details can be seen in Press Notice & Bid Documents for the works on websitehttps://tripuratenders.gov.in at free of cost. No negotiation will be conducted with the lowest bidder.
ICA/C/1292/25

(Er. B. Das)
Executive Engineer
Samagra Shiksha, Tripura.

ABRIDGED NOTICE INVITING E-TENDER

Invites e-Tender for "Providing round the clock Sweeping, Cleaning and Upkeep services on outsourced basis for AGMC building & Super Specialty Building, AGMC & GBP Hospital premises, Agartala." The concerned DNIT will be available for being downloaded from the e-Tendering portal QL....07.2025 from 05:30 https://tripuratenders.govt.in onwards. Last date of bid submission is 24/07/2025 up to 6:00 p.m. Corrigendum/ Addendum/Cancellation, if any, will be published exclusively on on the aforesaid e-tendering portal.
ICA/C-1289/25

Medical Superintendent & Head of Department
AGMC & GBP Hospital, Agartala.

The Executive Engineer, Teliamura Division, PWD(R&B), Teliamura, Khowai, Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender in single bid system from the eligible Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors/ Firms/Private Ltd. Firm /Agencies of Appropriate Class registered with PWD/TTAADC/MES/ CPWD/ Railway/Gov't Organization of other State & Central for the following work:-

SL. NO.	DNIeT No.	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID/ TECHNICAL BID
1.	11/EE/TLM/PWD(R&B)/2025-26	₹ 9,59,396.00	₹ 19,188.00	90 Ninety days	Up to 3.00 P.M. on 10/07/2025.	At 4.00 P.M on 10/07/2025. (if possible)

Notes :-
1. All the above-mentioned online activities should be done in https://tripuratenders.gov.in.
2. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.
ICA/C-1284/25

(Er. S. Das)
Executive Engineer,
Teliamura Division, PWD (R&B).

NOTICE INVITING TENDER NO:- 01/AE/IES-1/2025-26 Dated- 02/07/2025

SL No	Name of work	Estimate cost	Earnest money	Time completion
1	"Providing Special renovation to E.I works in the High Court staff quarter Type-II(old), 1st floor, Middle Block, Ramnagar Road No.3, Agartala." DNITNo:-AE/IES-I/01/2025-2026	Rs.66,420.00	Rs. 664.00	10 (Ten) Days

Last date of application for tender form 15/07/2025 up to 4.00 PM.
Date of receipt of tender form 17/07/2025 up to 3.00 PM
All other details are available in the office of the undersigned.
ICA/C/ 1279/25

(ER-TRIDIV NATH)
Sub-Divisional Officer
Internal Electrification Sub-Division No. I
Agartala, Tripura (W)

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO:- 05/EE/WRD-I/e-tender/2025-26. Dated:- 02/07/2025.

The Executive Engineer,, W.R Division No-I, Kunjaban, Agartala on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender in single bid system from the eligible Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors/Firms/ Private Ltd. Firm /Agencies of Appropriate Class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Govt. Organization of other State & Central of appropriate class on 23-07-2025 upto 3:00 PM & Tender may likely to be opened on 24-07-2025 at 4:00 PM, if possible for the following works:-

Sl. No.	DNIeT No.	Estimated Cost	Earnest Money	Time for completion
1	DNIeT No: 03/SE/WRC-I/DNIeT/2025-26	₹ 98,58,426.00	₹ 1,97,169.00	06 (Six) months
2	DNIeT No: 04/SE/WRC-I/DNIeT/2025-26	₹ 89,12,866.00	₹ 1,78,257.00	06 (Six) months
3	DNIeT No: 05/SE/WRC-I/DNIeT/2025-26	₹ 79,36,400.00	₹ 1,58,728.00	06 (Six) months
4	DNIeT No: 06/SE/WRC-I/DNIeT/2025-26	₹ 50,47,124.00	₹ 1,00,942.00	06 (Six) months
5	DNIeT No: 04/EE/WRD-I/DNIeT/2025-26 (2nd Call)	₹ 9,66,399.00	₹ 19,328.00	02 (Two) months
6	DNIeT No: 26/EE/WRD-I/DNIeT/2025-26	₹ 23,71,311.00	₹ 47,426.00	03 (Three) months

1. Last date & time for online Bidding:- 23/07/2025 upto 3:00 PM.
2. TIME AND DATE OF OPENING OF BID:- 24/07/2025 at 4:00 PM (if possible)
The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in
Note:- For all details, clauses, terms and condition, etc. may be seen in the DNIeT.
ICA/C/1274/25

FOR & ON BEHALF OF THE GOVERNOR OF TRIPURA
(Er. Arindam Chakraborty),
Executive Engineer,
Water Resource Division No-1,
Kunjaban, Agartala, Tripura

শুক্রবার যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে স্বাস্থ্য দপ্তরে এক ডেপুটেশন প্রদান করেন।

কাজের সন্ধান

অনলাইনে আবেদন ও পরীক্ষার মাধ্যমে স্টেট ব্যাঙ্কে ৫ শতাধিক অফিসার নিয়োগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায় অফিসার পদে পাঁচশতাধিক চাকরির জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। মূলতঃ ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড সহ সারা দেশে প্রবেশনারি অফিসার পদে ৫৪১ নিয়োগ হচ্ছে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায়। এককথায়, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায় পি. ও. বা প্রবেশনারি অফিসারপদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে, শূন্যপদঃ ৫৪১টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিবিএ/ বিই/ বিটেক... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েটপাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, (ফাইন্যাল ইয়ারের প্রার্থীরাও শর্তসাপেক্ষে আবেদনের যোগ্য), বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৪ জুলাই। কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, কেন্দ্র - আগরতলা, জুলাই-আগস্টে পরীক্ষা, দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে।

স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায় চাকরি করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ১-৪-২০২৫-এর হিসেবে ২১ থেকে ৩০-এর মধ্যে বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। এসসি/এসটিদের জন্য ৩৫ বছর, ওবিসিদের জন্য ৩৩ বছর এবং প্রাক্তন সমরকর্মী, প্রতিবন্ধী ইত্যাদি যাঁরা বয়সের ক্ষেত্রে বরাবর ছাড় পেয়ে আসছেন, তাঁরা এক্ষেত্রেও যথারীতি বয়সের ছাড় পাবেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে পদ সংরক্ষণ থাকবে। দৃষ্টিহীন, কম দৃষ্টি-সংক্রান্ত, শ্রবণ-সংক্রান্ত ও চলতে-ফিরতে না পারা সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীরাও (পিডব্লুডি) যথারীতি আবেদন করতেপারেন। শূন্যপদগুলির মধ্যে তফশিলি জাতিভুক্ত, তফশিলি উপজাতিভুক্ত এবং ওবিসি'র জন্য যেমন সংরক্ষিত পদ রয়েছে, তেমনি অসংরক্ষিত রয়েছে প্রচুর সংখ্যক পদ। এছাড়া, শারীরিকপ্রতিবন্ধী, প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্যও রয়েছে বেশ কিছু সংরক্ষিত শূন্যপদ। যেমন মোট ৫৪১টি শূন্যপদের মধ্যে ২০৩টি পদ রয়েছে অসংরক্ষিত অর্থাৎ জেনারেল, এসসি, এসটি, ওবিসি যে-কেউ এর জন্য আবেদন করতে পারেন। এছাড়া, ৮০টি এসসি, ৭৩টি এসটি, ১৩৫টি ওবিসি এবং ৫০টি ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত রয়েছে। এর মধ্যে আবার শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্যও রয়েছে ২০টি শূন্যপদ। একই সময়ে ব্যাকেলগ হিসেবে বেশ কিছু শূন্যপদও পূরণ করা হবে একই পরীক্ষার মাধ্যমে। শূন্যপদের বিশদ বিভাজন, রাজ্যভিত্তিক বা অঞ্চলভিত্তিক শূন্যপদের সংখ্যা ইত্যাদি দেখতে পারেন অনলাইনে আবেদনের সময়, ওয়েব সাইটের বিজ্ঞপ্তিতে। যোগ্যতা - বিএ, বিএসসি, বিকম, বিবিএ, বিই, বিটেক, বিসিএ ইত্যাদি যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট বা স্নাতক পাশ হতে হবে। নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই। এমনকি এবার যাঁরা কলেজের ফাইন্যাল ইয়ারের পরীক্ষা দিয়েছেন বা দেবেন তাঁরাও শর্তসাপেক্ষে দরখাস্ত করতে পারেন। প্রার্থীবাছাই হবে অনলাইনে পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে। অনলাইনে পরীক্ষা হবে অবজেক্টিভ ধরনের। প্রথমে প্রিলিমিনারি, ১০০ নম্বরের পরীক্ষা, ১০০টি প্রশ্ন। সময় ১ ঘন্টা। সফল হলে পরে মেন পরীক্ষা, ২০০ নম্বরের। বিষয়গুলি হল: ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ, কোয়ান্টেটিভ এপ্টিটিউড, রিজনিং এবিলিটি। মেন পরীক্ষায় যুক্ত হবে জেনারেল ইকোনোমিক্স, ব্যাঙ্কিং অ্যাপ্টিটিউড ও কম্পিউটার নলেজ। ভুল উত্তরের জন্য নেগেটিভ মার্কিং থাকবে (প্রতি ৪টে ভুলের জন্য ১ নম্বর করে কাটা যাবে)। জেনারেল ইংলিশ অংশটুকু ছাড়া প্রশ্ন হবে ইংরিজি/ হিন্দিতে; প্রত্যেকটি অংশে পাশ করতে হবে (অন্তত ৪০ শতাংশ, তফশিলি, প্রাক্তন সমরকর্মী ও প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ৩৫ শতাংশ নম্বর)। ত্রিপুরার প্রার্থীদের জন্য সমস্ত পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা। বহিঃরাজ্যে অবস্থানরত বা পাঠরত প্রার্থীরা অবশ্যই রাজ্যের বাইরে সারা দেশ জুড়ে প্রায় শতাধিক কেন্দ্রের মধ্যে নিজের পছন্দমত যে-কোন কেন্দ্রে পরীক্ষা দিতে পারবেন, তবে এর জন্য আগে থেকে অর্থাৎ ফর্ম ফিলাপের সময় উল্লেখ করে দিতে হবে। প্রিলিমিনারি পরীক্ষা নেওয়া শুরু হবে নভেম্বর থেকে। দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে। ফল প্রকাশের পর পরবর্তী মাসেই নেওয়া হবে মেন পরীক্ষা। পরীক্ষার নির্দিষ্ট স্থানকাল ও তারিখ ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য জানানো হবে এসএমএস এবং কললেটারের বুকলেটের মাধ্যমে। প্রিলিমিনারি পরীক্ষার জন্য কল লেটার ডাউনলোড করে নিতে হবে ডিসেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহের পর থেকে, নিজের দরখাস্তের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড/ জন্মতারিখ ব্যবহারের পদ্ধতিতে ওয়েবসাইটে নিজের অ্যাকাউন্টে ঢুকে। আলাদা কোনএ চিঠি পাঠানো হবে না। পরীক্ষাকেন্দ্র এবং সেগুলোর কোড নম্বর পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে।

দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে, অবশ্যই ১৪ জুলাইয়ের মধ্যে। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ও ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৫০ কেবির মধ্যে, স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ১০-২০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সুরক্ষিত করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। অনলাইনে দরখাস্ত করার কাজ একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা এবং মোবাইলে এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্ধারিত ফি জমা দিতে হবে। এছাড়া, ব্যাঙ্কিং ফি, কম্পিউটারে দরখাস্ত পাঠানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। চালানের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমার পদ্ধতিতে না গিয়ে নেট-ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া খুবই সহজ এবং সময় সাশ্রয়কারী। এককথায়, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে টাকা পাঠানোই অধিক শ্রেয়। নেফট ব্যাঙ্কিং/ মাস্টার/ ভিসা ডেবিট/ ক্রেডিট কার্ড পদ্ধতিতেও টাকা জমা দিতে পারেন। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্‌অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্‌অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

এই নিয়োগের জন্য যে অনলাইনে প্রিলি এবং মেন পরীক্ষা হবে, তার আগাম প্রস্তুতিমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা থাকবে তফশিলি, প্রাক্তন সমরকর্মী ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত প্রার্থীদের জন্য। ভারত সরকারের আইনানুসারে এই ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করবেন এসবিআই। পূর্ব ও উওর-পূর্ব ভারতের ট্রেনিং সেন্টারগুলি হল: আগরতলা, কলকাতা, শিলিগুড়ি, আসানসোল, পোর্ট ব্লেয়ার, রাঁচি, পাটনা, গুয়াহাটি ও শিলং। তবে অনলাইনে আবেদনের সময় অবশ্যই বিনামূল্যে কোচিং নিতে চাই নির্দিষ্ট কলামে যথাযথ ফিলাপ করতে হবে। অনলাইনে প্রিলি এবং মেন পরীক্ষার ভিত্তিতে সাক্ষাৎকারে ডাকা হবে। সাক্ষাৎকার নেওয়া হবে কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষিত নীতি নির্দেশিকা অনুযায়ী। চূড়ান্ত মেধাতালিকা হবে প্রিলি, মেন পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর নম্বর মিলিয়ে। মেধাতালিকার প্রথম দিক থেকে চাকরিতে নিয়োগ করা হবে। নিয়ম অনুযায়ী চাকরির প্রথম ১ বছর প্রবেশনারি পিরিয়ড থাকবে। প্রয়োজনে তার মেয়াদ বাড়ানোও হতে পারে। যিনি যে রাজ্যেই পরীক্ষা দেবেন, সেই রাজ্যেই নিয়োগ হবে। চাকরির শুরুতে রাজ্য বদলের সুযোগ নেই। পদোন্নতির সুযোগ পাওয়া যেতে পারে কনফার্মেশনের ২-৩ বছরের মধ্যে, পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে। পে স্কেল রয়েছে ৩৬,০০০ - ৬৩,৮৪০ টাকা। শুরুতে বেসিক পে ৪১,৯৬০ টাকা। সমস্ত রকমের ভাতা সহ মূল মাইনে বার্ষিক হিসেবে ৭.৯৩ লক্ষ থেকে ১২.৯৫ লক্ষ টাকার মতো।

সামনে চাকরি ও শিক্ষার কী-কী পরীক্ষা, কবে?

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। * বহিঃরাজ্যে কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কে **এক্সিকিউটিভ, অ্যাসিস্ট্যান্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদঃ ২৫৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, বয়স ঃ ১৮-৩৩ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ জুলাই, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্‌অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে শর্তসাপেক্ষে আজই আপনার হোয়াটস্‌অ্যাপ নম্বর নথীভুক্ত করে মেম্বারশিপ্ গ্রহণ করে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের **সমস্ত চাকরির আপডেট খবর,** চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর, সিলেবাস এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

* কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের অধীনে **টেকনেশিয়ান** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৮৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ জুলাই, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিকপরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ কললেটারে জানানো হবে। * টেরিটোরিয়াল আর্মিতে **সোলজার**পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদঃ ৬২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ অন্ততপক্ষে মাধ্যমিক পাশ, তবে এক্স-সার্ভিসম্যান হলে অগ্রাধিকার পাবেন। বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৫০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৩ জুলাই, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* স্টেট ব্যাঙ্কে **পি.ও বা প্রবেশনারি অফিসার**পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৫৪১টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ/ বিই/ বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৪ জুলাই, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র এবং দিনক্ষণ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* প্রসার ভারতীতে **টেকনিক্যাল ইন্টার্নস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৪২১টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি, বিই, বিটেকপাশ হতে হবে, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৯ জুলাই পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে, বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* রেল মন্ত্রকের অধীনে **প্যারামেডিক্যাল স্টাফ** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৪০৩টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বি. ফার্মা, প্যারামেডিকেল কোর্স পাশ, বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৬ জুলাই, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের অধীনে **সাব-ইন্সপেক্টর**পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১০০০টি (সম্ভাব্য), শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক ইত্যাদি পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ২০-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৭ জুলাই, কম্পিউটার ভিত্তিকপরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তবে তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। * কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের অধীনে **সায়েন্টিফিক অফিসার, স্পেশালিস্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। ইউ.পি.এস.সি পরীক্ষার মাধ্যমে, শূন্যপদ ঃ ২৪১টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিজ্ঞান নিয়ে গ্র্যাজুয়েট, বিই, বিটেক ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ৩০-৪৫ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৭ জুলাই, লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। * রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তরের অধীনে **নার্সিং অফিসার**পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদঃ ১০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা জিএনএম/ বিএসসি নার্সিং/ পোস্ট বেসিক বিএসসি নার্সিংপাশ হতে হবে, বয়সঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৮ জুলাই পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে, বাছাইকৃতদের মৌখিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা, তবে দিনক্ষণ এঁদের ওয়েবসাইটে এবং কল লেটারে জানানো হবে।

* রাজ্য সরকারের অধীনে **আইসিডিএস সুপারভাইসর, ট্যাক্স সুপারিনটেনড্যান্ট, স্মল সেভিংস ইন্সপেক্টর**পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। টিপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ, শূন্যপদঃ ১৯টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক .... ইত্যাদি পাশ হতে হবে, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৮ জুলাই, লিখিত পরীক্ষা ২১ ডিসেম্বর, কেন্দ্র আগরতলা সহ রাজ্যের ৬টি শহরে, তবে বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে **এলডিসি, ডেটা এন্ট্রি অপারেটর** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। এস.এস.সি পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ, শূন্যপদ ঃ ৩,১৩১টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিকপাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৮ জুলাই, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ৮ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে। তবে বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। * ইন্ডিয়ান নেভিতে **এমটিএস, স্টাফ নার্স, চার্জম্যান, স্টোরকীপার, ফায়ারম্যান, ট্রেডসম্যান, ফার্মাসিস্ট, সিভিলিয়ান স্টাফ** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১১১০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক/ উচ্চমাধ্যমিক/ ডিগ্রি পাশ হতে হবে, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৮ জুলাই, উপযুক্ত প্রার্থীদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। * কর্পোরেট সেক্টরে **জুনিয়র টেকনেশিয়ান** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদঃ ১৮৫০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ হতে হবে। বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৮ জুলাই, লিখিত/ কারিগরি পরীক্ষা কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

এক নজরে চাকরির খবর

* পদের নাম ঃ **এক্সিকিউটিভ, অ্যাসিস্ট্যান্ট (কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক, বহিঃরাজ্য),**
শূন্যপদ ঃ ২৫৭টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই,
বয়স ঃ ১৮-৩৩ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ জুলাই,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **টেকনেশিয়ান (কেন্দ্রীয় মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ৮৬টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ জুলাই,
মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ কললেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **সোলজার (টেরিটরিয়াল আর্মি),**
শূন্যপদ ঃ ৬২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ অন্ততপক্ষে মাধ্যমিক পাশ, তবে এক্স-সার্ভিসম্যান হলে অগ্রাধিকার পাবেন।
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৫০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৩ জুলাই,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **পি.ও বা প্রবেশনারি অফিসার (স্টেট ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ৫৪১টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ/ বিই/ বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই,
বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৪ জুলাই,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র এবং দিনক্ষণ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **টেকনিক্যাল ইন্টার্নস (প্রসার ভারতী),**
শূন্যপদ ঃ ৪২১টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি, বিই, বিটেকপাশ হতে হবে,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৯ জুলাই পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে,
বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **প্যারামেডিক্যাল স্টাফ (রেল মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ৪০৩টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বি. ফার্মা, প্যারামেডিকেল কোর্স পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৬ জুলাই,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **সাব-ইন্সপেক্টর (কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ১০০০টি (সম্ভাব্য),
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক ইত্যাদি পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ২০-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৭ জুলাই,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তবে তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **সায়েন্টিফিক অফিসার, স্পেশালিস্ট (কেন্দ্রীয় মন্ত্রক),**
ইউ.পি.এস.সি পরীক্ষার মাধ্যমে,
শূন্যপদ ঃ ২৪১টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিজ্ঞান নিয়ে গ্র্যাজুয়েট, বিই, বিটেক ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ৩০-৪৫ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৭ জুলাই,
লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **নার্সিং অফিসার (স্বাস্থ্য দপ্তর, ত্রিপুরা),**
শূন্যপদ ঃ ১০০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা জিএনএম/ বিএসসি নার্সিং/ পোস্ট বেসিক বিএসসি নার্সিংপাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৮ জুলাই পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে,
বাছাইকৃতদের মৌখিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা, তবে দিনক্ষণ এঁদের ওয়েবসাইটে এবং কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **আইসিডিএস সুপারভাইসর, ট্যাক্স সুপারিনটেনড্যান্ট, স্মল সেভিংস ইন্সপেক্টর (রাজ্য সরকার),**
টিপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ,
শূন্যপদ ঃ ১৯টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক .... ইত্যাদি পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৮ জুলাই,
লিখিত পরীক্ষা ২১ ডিসেম্বর, কেন্দ্র আগরতলা সহ রাজ্যের ৬টি শহরে, তবে বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এলডিসি, ডেটা এন্ট্রি অপারেটর (কেন্দ্রীয় সরকার)**
এস.এস.সি পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ,
শূন্যপদ ঃ ৩,১৩১টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই,
বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৮ জুলাই,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ৮ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে। তবে বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এমটিএস, স্টাফ নার্স, চার্জম্যান, স্টোরকীপার, ফায়ারম্যান, ট্রেডসম্যান, ফার্মাসিস্ট, সিভিলিয়ান স্টাফ (নেভি),**
শূন্যপদ ঃ ১১১০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক/ উচ্চমাধ্যমিক/ ডিগ্রি পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৮ জুলাই,
উপযুক্ত প্রার্থীদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **জুনিয়র টেকনেশিয়ান (কর্পোরেট সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ১৮৫০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ হতে হবে।
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৮ জুলাই,
লিখিত/ কারিগরি পরীক্ষা কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

স্বাস্থ্য দপ্তরের অধীনে নার্সিং অফিসার অনলাইনে দরখাস্ত জমা পুনরায় শুরু

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তরের অধীনে নার্সিং অফিসার পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমার শেষ তারিখ বাড়ানো হয়েছে। প্রার্থীদের সুবিধার্থে এখানে বিজ্ঞপ্তির গুরুত্বপূর্ণ অংশ এখানে পুনরায় প্রকাশ করা হলো। ত্রিপুরায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের অধীনে নার্সিং অফিসার পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদঃ ১০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা জিএনএম/ বিএসসি নার্সিং/ পোস্ট বেসিক বিএসসি নার্সিং পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৮ জুলাই পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। বাছাইকৃতদের মৌখিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা, তবে দিনক্ষণ এঁদের ওয়েবসাইটে এবং কল লেটারে জানানো হবে। এককথায়, ত্রিপুরায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের অধীনে নার্সিং অফিসার পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। এই চাকরি সমূহ সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য অধিকর্তার কার্যালয়ের অধীনে, তবে ১১ মাসের জন্য প্রাথমিক অবস্থায় সম্পূর্ণ চুক্তিভিত্তিক। রাজ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের অধীনে নার্সিং অফিসার পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। উপযুক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং আবশ্যকীয় অন্যান্য শর্তাবলীর পাশাপাশি, ০৩-০৬-২০২৫ তারিখের হিসেবে নির্দিষ্ট বয়সের সীমারেখা ১৮-৪০ বছর থাকলে অনলাইনে দরখাস্ত জমা করতে পারেন, এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর এফ. ২(১-২৫৬)/ ডিএইচএস/ ইএসটিটি/ ২০২২, তারিখ ৩ জুন, ২০২৫।

দরখাস্ত করবেন কেবল অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে, ১৮ জুলাইয়ের মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে দরখাস্ত করার শেষ তারিখ ১৮ জুলাই পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৫০ কেবির মধ্যে, স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ১০-২০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা/ মোবাইলে এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন একাধিকবার পর্যন্ত। অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ, প্রিন্ট আউট বের করা, ফটো-সিগনেচার স্ক্যানিং, কল লেটার ডাউনলোড করানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হয়। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্‌অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্‌অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ইন্টারভিউ বা মৌখিক পরীক্ষার দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (ভোটার আই কার্ড/ প্যান কার্ড, কলেজের আই কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন। প্রার্থীবাছাই হবে এপিআই-এর ভিত্তিতে বাছাইকৃতদে মৌখিক পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে। মোট নম্বর ১০০। বিস্তারিত পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। মৌখিক পরীক্ষার নির্দিষ্ট স্থানকাল ও তারিখ ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য জানানো হবে এসএমএস এবং কললেটারে বুকলেটের মাধ্যমে। কল লেটার ডাউনলোড করে নিতে হতে পারে, নিজের দরখাস্তের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড/ জন্মতারিখ ব্যবহারের পদ্ধতিতে ওয়েবসাইটে নিজের অ্যাকাউন্টে ঢুকে। প্রার্থীদের অবশ্যই পিআরটিসি থাকতে হবে। বাংলা অথবা ককবরক ভাষা জানতে হবে। দরখাস্তের ভিত্তিতে বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর জন্য ডাকা হবে। নিয়োগ হবে পুরোপুরি মেরিট ভিত্তিতে। শূন্যপদের বিশদ বিভাজন এই রকম — মোট ১০০টি শূন্যপদের মধ্যে এসসিদের জন্য ১৭টি, এসটিদের জন্য ৩১টি পদ সংরক্ষিত। এছাড়া, অসংরক্ষিত পদ ৫২টি। মোট ১০০টি পদের মধ্যে আবার ২টি পদ (১টি এসটি, ১টি অসংরক্ষিত) রয়েছে এক্স-সার্ভিসম্যানদের জন্য। সামগ্রিক হিসেবে ৩৫টি পদ মহিলা প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত। এর মধ্যে এসসিদের জন্য ৬টি, এসটিদের জন্য ১১টি পদ সংরক্ষিত। এছাড়া, অসংরক্ষিত পদ ১৮টি। ৪টি পদ রয়েছে প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত। এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত দেখতে পারেন অনলাইনে আবেদনের সময়, ওয়েব সাইটে এঁদের বিজ্ঞপ্তিতে।

টিপিএসসি-র কম্বাইন্ড পরীক্ষার মাধ্যমে সুপারভাইজর, ইন্সপেক্টর

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। ত্রিপুরা সরকারের সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের অধীনে আইসিডিএস সুপারভাইজর এবং অর্থ দপতরের অধীনে স্মল সেভিংস ইন্সপেক্টর ও ট্যাক্স সুপারিটেনডেন্ট পদে টিপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে, নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। মোট শূন্যপদ ঃ ১৯টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ/ বিই/ বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, তবে বাংলা/ ককবরক ভাষা জানা সহ কিছু বাঞ্ছনীয় যোগ্যতা প্রয়োজন, বয়স ঃ ১৮ - ৪০ বছর (বিশেষ ক্ষেত্রে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ৫ বছরের ছাড় রয়েছে)। অনলাইনে দরখাস্ত জমার শেষ তারিখ ১৮ জুলাই। আগরতলা সহ রাজ্যের ৬টি শহরে লিখিত পরীক্ষা, তারিখ পরে জানানো হবে। তবে ২১ ডিসেম্বর সম্ভাব্য তারিখ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। বিস্তারিত খবর হলো, রাজ্য সরকারের সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের অধীনে আইসিডিএস সুপারভাইজর এবং অর্থ দপ্তরের অধীনে স্মল সেভিংস ইন্সপেক্টর ও ট্যাক্স সুপারিটেনডেন্ট পদে প্রতিযোগিতামূলক প্রিলিমিনারি লিখিত পরীক্ষা, মূল পরীক্ষা ও পার্সোন্যালিটি টেস্টের মাধ্যমে নিয়োগের জন্য ত্রিপুরা পাবলিক সার্ভিস কমিশন ২ জুন, ২০২৫ তারিখে এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছেন। বিজ্ঞপ্তি নং - ১৮/২০২৫। প্রার্থীবাছাই হবে ত্রি-স্তরীয় পরীক্ষার মাধ্যমে। প্রথমে হবে প্রতিযোগিতামূলক প্রাথমিক বাছাই পরীক্ষা অর্থাৎ প্রিলিমিনারি টেস্ট। এতে সফল হলে মেইন বা মূল পরীক্ষায় বসার সুযোগ পাবেন। মূল পরীক্ষায় সফল হলে পরে ডাকা হবে পার্সোন্যালিটি টেস্টের জন্য। তবে আবেদনের আগে প্রার্থীকে অবশ্যই নির্দিষ্ট বিজ্ঞপ্তির বিস্তারিত দেখে শিক্ষাগত ও বাঞ্ছনীয় যোগ্যতাসহ বয়সের উর্ধ্বসীমা ইত্যাদি দেখে নিতে হবে। এককথায় সামগ্রিক বিষয়ে উপযুক্ত মনে হলেই আগামী ১৮ জুলাই, ২০২৫ তারিখ বিকেল সাড়ে ৫টার মধ্যে কেবলমাত্র অনলাইনে দরখাস্ত জমা করতে পারেন। পরীক্ষার ফি — গ্রুপ-বি পদের ক্ষেত্রে সাধারণ পরীক্ষার্থীদের জন্য ৩৫০ টাকা, তফশিলি জাতি/ উপজাতি ভুক্ত, বিপিএল কার্ডধারী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ২৫০ টাকা। গ্রুপ-সি পদের ক্ষেত্রে সাধারণ পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০০ টাকা, তফশিলি জাতি/ উপজাতি ভুক্ত, বিপিএল কার্ডধারী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ১৫০ টাকা। দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে, ১৮ জুলাইয়ের মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে দরখাস্ত করার শেষ তারিখ পুনরায় ১৮ জুলাই। বলা বাহুল্য, অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তৈরি রাখবেন নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে। নির্দিষ্ট একটি ফোন নম্বরও রাখবেন হাতের কাছে। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা/ মোবাইলে এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে অনলাইন পেমেন্টের মাধ্যমে অ্যাপ্লিকেশন ফি বাবদ নির্দিষ্ট টাকা জমা দিতে হবে। এছাড়া, অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ, প্রিন্ট আউট বের করা, ফটো-সিগনেচার স্ক্যানিং, কল লেটার ডাউনলোড করানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হয়। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্ট চালানের কপিও যত্ন করে রাখবেন। সাক্ষাৎকারের সময় ডকুমেন্টসের মূল কপি ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (আধার কার্ড, প্যান কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। সাক্ষাৎকারের ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্‌অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই বা হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপ গ্রহণ করে নিতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। দরখাস্তের ফি বাবদ নির্দিষ্ট টাকা জমা দেবেন নেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে। তবে আগেই বলা হয়েছে, অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ, প্রিন্ট আউট বের করা, ফটো-সিগনেচার স্ক্যানিং, সার্টিফিকেটস্ স্ক্যান করে আপলোড করা এবং রেজিস্ট্রেশন করানোর যাবতীয় খরচ সকল প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। ফি জমা দেওয়ার আগে এবং পরে যাবতীয় তথ্য দেখে নেবেন। এবার অনলাইনে গিয়ে সঠিকভাবে ফর্ম ফিলাপ করে সাবমিট করে সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্মের একটি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। সেটি নিজের কাছে রেখে দেবেন। পরে প্রয়োজন হবে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ১৮/২০২৫ তারিখ ০২-০৬-২০২৫।

প্রতিটি পদের ক্ষেত্রে প্রার্থিবাছাই হবে প্রথমে দেড় ঘন্টার প্রিলিমিনারি লিখিত পরীক্ষার ভিত্তিতে। বিষয় জেনারেল স্টাডিজ এন্ড এরিথমেটিক। এই প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় সফল হলেই মেইন বা মূল পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত হবেন। মূল পরীক্ষায় সফল হলে ডাক পাবেন পার্সোনালিটি টেস্টের জন্য। পরে মূল পরীক্ষা ও পার্সোনালিটি টেস্টে প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে মেরিট অনুযায়ী নিয়োগ হবে। প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর এক্ষেত্রে যোগ হবে না। ২০০ নম্বরের মূল লিখিত পরীক্ষায় থাকবে ২টি পেপার। প্রথম পেপারে ইংরেজি, দ্বিতীয় পেপারে জেনারেল স্টাডিজ এন্ড এরিথমেটিক। প্রতিটি ১০০ নম্বর করে। ২ ঘন্টা ৩০ মিনিট করে মোট ৫ ঘন্টার পরীক্ষা। অনলাইনে ফর্ম ফিলাপের সময় রাজ্যের ৬টি শহর যেমন - আগরতলা, আমবাসা, বিলোনিয়া, ধর্মনগর, কৈলাসহর এবং উদয়পুরের কোথায় প্রিলিমিনারি পরীক্ষা দিতে ইচ্ছুক তা উল্লেখ করে দেবেন। লিখিত পরীক্ষা এবং পার্সোনালিটি টেস্টের সময়সূচি এবং নির্দিষ্ট স্থান পরবর্তী সময়ে কললেটারে জানানো হবে।

শূণ্যপদগুলি হল — ক্রমিক নং (১) ঃ পদের নাম ঃ সুপারভাইজর (আইসিডিএস) ঃ শূন্যপদ ১৪টি। এর মধ্যে ২টি পদ তফশিলি জাতিভুক্ত প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। ৩টি পদ তফশিলি উপজাতিভুক্ত প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। অবশিষ্ট ৯টি পদ অসংরক্ষিত। অর্থাৎ জেনারেল, এসসি, এসটি, ওবিসি যে-কেউ এর জন্য আবেদন করতে পারেন। তবে অসংরক্ষিত ৯টি ও এসটি-র জন্য সংরক্ষিত ৩টি পদ থেকে যথাক্রমে ৩টি ও ১টি পদ নির্দিষ্ট মহিলা প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত। সর্বোপরি ১৪টি পদের মধ্যে ৫টি পদ সংরক্ষিত রয়েছে শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীদের জন্য। শূন্যপদের বিস্তারিত বিভাজন দেখে নিতে হবে এঁদের ওয়েবসাইট থেকে। পদগুলো অস্থায়ী, গ্রুপ-সি, নন্-গেজেটেড। নিয়োগ হবে সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের অধীনে। শিক্ষাগত যোগ্যতা - যে-কোনও স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ/ বিই/ বিটেক ... ইত্যাদি যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ। এছাড়া, (১) মহিলা ও শিশু কল্যাণ ক্ষেত্রে অন্তত ৫ বছরের অভিজ্ঞতা, (২) বাংলা/ ককবরক ভাষা জানা, (৩) কম্পিউটার জ্ঞান থাকার বাঞ্ছনীয় (ডিজাইরেবল) যোগ্যতা থাকতে হবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা বিষয়ে আরও বিস্তারিত জানতে এঁদের ওয়েবসাইটে দেখতে পারেন। বেতনক্রম ঃ ৫,৭০০ - ২৪,০০০ টাকা, গ্রেড পে ২৮০০ টাকা। এন্ট্রি পে ১০,৬২০ টাকা। পে ব্যান্ড লেভেল ৯, ত্রিপুরা স্টেট পে মেট্রিক্স, ২০১৮ অনুযায়ী। ক্রমিক নং (২) ঃ পদের নাম ঃ ইন্সপেক্টর অফ স্মল সেভিংস, গ্রুপ ইন্সুরেন্স এন্ড ইনস্টিটিউশনাল ফিনান্স ঃ শূন্যপদ ২টি। এর মধ্যে ১টি পদ তফশিলি জাতিভুক্ত প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। অবশিষ্ট ১টি পদ অসংরক্ষিত। অর্থাৎ জেনারেল, এসসি, এসটি, ওবিসি যে-কেউ এর জন্য আবেদন করতে পারেন। পদগুলো স্থায়ী, গ্রুপ-সি, নন-গেজেটেড। নিয়োগ হবে অর্থ দপ্তরের অধীনে। শিক্ষাগত যোগ্যতা - যে-কোনও স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ/ বিই/ বিটেক ... ইত্যাদি যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ। এছাড়া, (১) বাংলা/ ককবরক ভাষা জানা। শিক্ষাগত যোগ্যতা বিষয়ে আরও বিস্তারিত জানতে এঁদের ওয়েবসাইটে দেখতে পারেন। বেতনক্রম ঃ ৫,৭০০ - ২৪,০০০ টাকা, গ্রেড পে ৪২০০ টাকা। পে ব্যান্ড লেভেল ১০, ত্রিপুরা স্টেট পে মেট্রিক্স, ২০১৮ অনুযায়ী। ক্রমিক নং (৩) ঃ পদের নাম ঃ সুপারিনটেনডেন্ট অফ ট্যাক্সেস ঃ শূন্যপদ ৩টি। এর মধ্যে ২টি পদ তফশিলি উপজাতিভুক্ত প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। অবশিষ্ট ১টি পদ অসংরক্ষিত। অর্থাৎ জেনারেল, এসসি, এসটি, ওবিসি যে-কেউ এর জন্য আবেদন করতে পারেন। তবে এসটি-র জন্য সংরক্ষিত ২টি পদ থেকে যথাক্রমে ১টি পদ নির্দিষ্ট মহিলা প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত। শূন্যপদের বিস্তারিত বিভাজন দেখে নিতে হবে এঁদের ওয়েবসাইট থেকে। পদগুলো স্থায়ী, গ্রুপ-বি, গেজেটেড। নিয়োগ হবে অর্থ দপ্তরের ট্যাক্সেস অর্গানাইজেশনের অধীনে। শিক্ষাগত যোগ্যতা - যে-কোনও স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ/ বিই/ বিটেক ... ইত্যাদি যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ। এছাড়া, (১) কমার্স/ ইকোনমিক্স/ স্ট্যাটিস্টিক্স বিষয় নিয়ে মাস্টার্স ডিগ্রি পাশ, (২) বাংলা/ ককবরক ভাষা জানার যোগ্যতা থাকতে হবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা বিষয়ে আরও বিস্তারিত জানতে এঁদের ওয়েবসাইটে দেখতে পারেন। বেতনক্রম ঃ ে পে-ব্যান্ড ৩ অনুযায়ী ১০,২৩০ - ৩৪,৮০০ টাকা, গ্রেড পে ৪৬০০ টাকা। পে ব্যান্ড লেভেল ১২, ত্রিপুরা স্টেট পে মেট্রিক্স অনুযায়ী। প্রতি ক্ষেত্রে বয়স ঃ ২০-০১-২০২২ তারিখের হিসেবে ১৮ - ৪০ বছর। এসসি/ এসটি/ শাঃপ্রতিবন্ধী/ সরকারি কর্মরতদের জন্য সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ৫ বছরের ছাড় রয়েছে। এডভান্স একাউন্টেন্সি এবং অডিটিং নিয়ে কমার্স গ্র্যাজুয়েটদের অগ্রাধিকার রয়েছে।

উল্লেখ্য, দপ্তরের প্রয়োজন অনুযায়ী শূন্যপদের সংখ্যা বাড়তেও পারে। সরকারি চাকরিরত প্রার্থীরা আবেদন করতে পারেন যথারীতি নিয়ম মেনে। দরখাস্ত জমা দেওয়ার সময় কোনও ডকুমেন্টস/ সার্টিফিকেট বা শংসাপত্রের প্রত্যয়িত কপি আপলোড করে বা জুড়ে দেওয়ার প্রয়োজন নেই। লিখিত পরীক্ষায় সফল হলে, সমস্ত ডকুমেন্টস/ সার্টিফিকেট বা শংসাপত্রের প্রত্যয়িত কপি টিপিএসসি অফিসে জমা দিতে হবে।

০--০--০--০০০--০--০--০

শুক্রবার সিপিআইএমের উদ্যোগে এক মানব শৃঙ্খলের আয়োজন করা হয়।

পুরীর গুণ্ডিচা মন্দিরে শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টা থেকে সান্ধ্য দর্শন বন্ধ, বাহুদা যাত্রার প্রস্তুতি শুরু

ভুবনেশ্বর, ৪ জুলাই: শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টা থেকে পুরীর গুণ্ডিচা মন্দিরে সান্ধ্য দর্শন বন্ধ থাকবে। শ্রী জগন্নাথ মন্দির প্রশাসন জানিয়েছে যে, বাহুদা যাত্রা উপলক্ষে প্রয়োজনীয় আচার-অনুষ্ঠান এবং প্রস্তুতি চালানোর জন্য গুণ্ডিচা মন্দিরে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

আজ সন্ধ্যা ৬টার পর গুণ্ডিচা মন্দিরের সিংহদ্বার জনসাধারণের জন্য বন্ধ থাকবে। এর ফলে শ্রী গুণ্ডিচা মন্দিরে শুদ্ধিকরণ ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ আচার-অনুষ্ঠান সম্পন্ন হবে, যা বাহুদা যাত্রার প্রস্তুতির অংশ হিসেবে করা হবে।

শ্রী জগন্নাথ মন্দির প্রশাসন কর্তৃপক্ষ সকল ভক্তদের কাছে আবেদন জানিয়েছে, এই ব্যবস্থা মহাপ্রভুর সেবায় একটি অংশ হিসেবে গণ্য করে তারা যেন সহযোগিতা করেন।

শ্রী জগন্নাথ মন্দির প্রশাসন তাদের এক্স প্ল্যাটফর্মে একটি বিবৃতি জারি করেছে, যেখানে বলা হয়েছে, 'শুক্রবার, ৪ জুলাই "সান্ধ্য দর্শন" উপলক্ষে শ্রী গুণ্ডিচা মন্দিরের সিংহদ্বারে জনসাধারণের প্রবেশ সন্ধ্যা ৬টা থেকে বন্ধ থাকবে। এই ব্যবস্থা বাহুদা যাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় আচার-অনুষ্ঠান এবং বিস্তারিত প্রস্তুতির জন্য নেওয়া হয়েছে।'

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, 'সন্ধ্যার পর শ্রী গুণ্ডিচা মন্দিরের শুদ্ধিকরণ সম্পন্ন হবে এবং তারপর দেবতার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ আচার-অনুষ্ঠান হবে। ভক্তরা বাহুদা যাত্রার সময় তাদের রথে শ্রী জগন্নাথ, বলভদ্র এবং সুভদ্রার দর্শন পাবেন। তাই আমরা সকল ভক্তদের নিকট বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি, এই সান্ধ্য দর্শন নিষেধাজ্ঞাকে মহাপ্রভুর সেবার অংশ হিসেবে গ্রহণ করে সহানুভূতি প্রদর্শন করুন।

তেলেঙ্গানার ফার্মা ইউনিটে বিস্ফোরণ: মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৩৯

হায়দরাবাদ, ৪ জুলাই: হায়দরাবাদের নিকটবর্তী পসামইলারামে সিগাচি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড-এর উৎপাদন ইউনিটে অগ্নিকাণ্ড ও বিস্ফোরণের ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৯-এ। শুক্রবার আহত এক শ্রমিক হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করলে এই সংখ্যা বেড়ে যায়।

ধ্রুবা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন মহারাষ্ট্রের বাসিন্দা ভীম রাও শুক্রবার মৃত্যুবরণ করেন। সিগাচি ইন্ডাস্ট্রিজ বৃহস্পতিবার মৃতের সংখ্যা ৪০ থেকে সংশোধন করে ৩৮ করেছিল। কোম্পানি জানিয়েছে, আহত ৩৩ জনের মধ্যে ১২ জনকে ইতিমধ্যেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এবং প্রত্যেককে ১ লক্ষ টাকা করে প্রাথমিক সাহায্য প্রদান করা হয়েছে। আহতদের সম্পূর্ণ চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের দায়িত্বও কোম্পানি নিয়েছে।

সরকারি তরফে জানানো হয়েছে, তেলেঙ্গানা সরকারের মুখ্য সচিবের নেতৃত্বে একটি তদন্ত কমিটি গঠিত হয়েছে, যারা দুর্ঘটনার কারণ ও পটভূমি নিয়ে তদন্ত করছে। প্রাথমিক তদন্ত রিপোর্ট সাত দিনের মধ্যে জমা দেওয়া হবে।

সাঙ্গারেড্ডি জেলার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পি. প্রবিণ্যা জানিয়েছেন, এখন পর্যন্ত ৩১টি দেহ শনাক্ত করা হয়েছে। নয়জন শ্রমিক এখনও নিখোঁজ রয়েছেন।তিনি আরও জানান, বিস্ফোরণের সময় কারখানার ভেতরে ১৪৩ জন শ্রমিক উপস্থিত ছিলেন, যাদের মধ্যে ৬১ জন নিরাপদে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হন।বৃহস্পতিবার ধ্বংসস্তূপে নতুন করে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধারকারী দল ২০টি কঙ্কালের অংশ উদ্ধার করেছে। এগুলি ফরেনসিক পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে ডিএনএ মিলানোর উদ্দেশ্যে। সুপারিনটেনডেন্ট অব পুলিশ পরিতোষ পঙ্কজ জানিয়েছেন, প্রায় ৯৫ শতাংশ ডিএনএ সংগ্রহ করা হয়েছে এবং বাকি অংশ পরিবারের সদস্যরা পৌঁছালে সম্পূর্ণ করা হবে।

শুক্রবার মুখ্য সচিবের নেতৃত্বে গঠিত উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যাবে।

আমেরিকার নতুন সোনালী যুগের শুরু: 'ওয়ান বিগ বিউটিফুল বিল'-এ ট্রাম্পের প্রশংসা

ওয়াশিংটন, ৪ জুলাই : মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প 'ওয়ান বিগ বিউটিফুল বিল' পাস হওয়ার পর এটি আমেরিকার 'নতুন সোনালী যুগ' শুরু হিসেবে বর্ণনা করেছেন এবং আগামী সন্ধ্যায় হোয়াইট হাউসে একটি সাইনিং সেলিব্রেশন ঘোষণা করেছেন।

'হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভস-এর রিপাবলিকানরা আজ "ওয়ান বিগ বিউটিফুল বিল অ্যাক্ট" পাস করেছে। আমাদের পার্টি কখনোই এতটা ঐক্যবদ্ধ ছিল না, এবং আমাদের দেশ "গরম"। আমরা আগামীকাল বিকেল ৪টায় হোয়াইট হাউসে একটি সাইনিং সেলিব্রেশন করব। সমস্ত কংগ্রেস সদস্য এবং সিনেটরদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। একসঙ্গে, আমরা আমাদের জাতির স্বাধীনতা এবং আমাদের নতুন সোনালী যুগের শুরু উদযাপন করব,' ট্রাম্প ট্রুথ সোশ্যাল-এ লিখেছেন।

'আমেরিকার জনগণ কখনোই এতটা ধনী, নিরাপদ এবং গর্বিত ছিল না। হাউস স্পিকার মাইক জনসন, সিনেট মেজরিটি লিডার জন থুন এবং সমস্ত দুর্দান্ত রিপাবলিকান কংগ্রেস সদস্যদের ধন্যবাদ, যারা আমাদের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত করতে সাহায্য করেছেন। একসঙ্গে, আমরা এমন কাজ করতে পারব যা এক বছর আগে সম্ভব বলে ভাবা হয়নি। আমরা কাজ চালিয়ে যাব এবং বিজয়ী হব অভিনন্দন আমেরিকা!' তিনি যোগ করেন।

হোয়াইট হাউসের মতে, হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভস 'ওয়ান বিগ বিউটিফুল বিল' পাস করেছে, যা প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ঐতিহাসিক আইন প্রস্তাবের চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করেছে এবং এটি 'প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের দুইটি মেয়াদে সবচেয়ে বড় আইনগত বিজয়' হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছে।

হোয়াইট হাউস প্রেস সেক্রেটারি ক্যারোলাইন লেভিট বলেছেন, 'প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের "ওয়ান বিগ বিউটিফুল বিল" সেই সাধারণ বোধের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করেছে, যার জন্য প্রায় ৮০ মিলিয়ন আমেরিকান ভোট দিয়েছেন — ইতিহাসের সবচেয়ে বড় মধ্যবিত্তের কর ছাড়, স্থায়ী সীমান্ত নিরাপত্তা, ব্যাপক সামরিক তহবিল এবং আর্থিক শৃঙ্খলা পুনরুদ্ধার। এই ঐতিহাসিক আইনের প্রো-গ্রোথ নীতিগুলি একটি অর্থনৈতিক [illegible] সৃষ্টি করবে যা আমরা আগে কখনো দেখিনি। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প "ওয়ান বিগ বিউটিফুল বিল" স্বাক্ষর করার জন্য উন্মুখ, যা আমেরিকার সোনালী যুগের সূচনা করবে।'

গত বৃহস্পতিবার দুপুরে, হাউস রিপাবলিকানরা ট্রাম্পের বিশাল কর ও ফেডারেল খরচ কাটছাঁট এবং পেন্টাগন ও সীমান্ত নিরাপত্তার জন্য তহবিল বৃদ্ধির প্যাকেজটি অনুমোদন করেছে, যা বিলটি হোয়াইট হাউসে পাঠানোর জন্য প্রস্তুত। এর আগে, বিলটি সিনেটে পাস হয়।

রিপাবলিকানদের জন্য এই ঐতিহাসিক বিজয় আসে ট্রাম্পের দ্বিতীয় প্রশাসনের মাত্র ছয় মাস পর — একটি দ্রুত সময়রেখা যা চূড়ান্ত ভোট পর্যন্ত প্রশ্নবিদ্ধ ছিল।

৩৬,০০০ রিটেইল আউটলেটে সৌরবিদ্যুৎ ব্যবহার করছে ইন্ডিয়ান অয়েল, পরিবেশবান্ধব শক্তির দিকে বড় পদক্ষেপ : পুরী

নয়াদিল্লি, ৪ জুলাই : দেশের জ্বালানি খাতে পরিবেশবান্ধব উদ্যোগে এক বড় সাফল্য হিসেবে ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন তাদের ৩৬ হাজারেরও বেশি রিটেইল আউটলেটে সৌরবিদ্যুৎ ব্যবহারের ব্যবস্থা করেছে। শুক্রবার এমনটাই জানালেন কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী। তাঁর কথায়, আত্মনির্ভর ভারত গড়ে তুলতে বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরতা অত্যন্ত জরুরি। আর তাতে সৌরশক্তি একটি বড় ভূমিকা পালন করছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর "গ্রিন ইন্ডিয়া" ভাবনার অনুকরণে এই উদ্যোগ বাস্তবায়িত হয়েছে।

সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ এক বার্তায় মন্ত্রী লেখেন, নতুন ভারত এগিয়ে চলেছে অর্থনীতি ও পরিবেশের পরস্পর-সম্পূরক নীতিতে।

বিজেপি নেতা জগন্নাথ প্রধানকে আক্রমণ মামলায় জামিন আবেদন খারিজ, কারাগারে পাঠানো

ভুবনেশ্বর, ৪ জুলাই: বিজেপি নেতা জগন্নাথ প্রধান, যিনি ভুবনেশ্বর মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের অতিরিক্ত কমিশনার রত্নাকর সাহুকে আক্রমণের অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন, তাকে জামিন আবেদন খারিজ হওয়ার পর ১৪ দিনের বিচারিক হেফাজতে পাঠানো হয়েছে।

প্রতিবেদনে জানা গেছে, প্রধানকে তার গ্রেপ্তারের পর এসডিজেএম আদালতে তোলা হয়। আদালত তার জামিন আবেদন খারিজ করে দেয়, কারণ তার বিরুদ্ধে যে অভিযোগগুলি আনা হয়েছে, তা আদালতের দায়িত্বের বাইরে এবং জামিন দেওয়ার পক্ষে নয়। আদালত পরবর্তীতে তাকে ১৪ দিনের বিচারিক হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেয়।

জানা গেছে, প্রধনের আইনজীবী দল উচ্চ আদালতে জামিনের আবেদন করার পরিকল্পনা করছে। এই মামলাটি বিজেপি নেতার যুক্ত থাকার কারণে ব্যাপকভাবে নজরদারিতে রয়েছে।

এদিকে, আক্রমণের সাথে যুক্ত থাকার অভিযোগে পাঁচজন আগে গ্রেপ্তার হয়েছিল।

গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, ওআসদের অফিসারদের সংগঠন জগন্নাথ প্রধনের গ্রেপ্তার দাবি করেছিল, এবং তাকে বিএমসি কর্মকর্তা রত্নাকর সাহুর উপর আক্রমণের মূল চক্রান্তকারী হিসেবে দায়ী করেছিল।

যুদ্ধকালীন তৎপরতায় ধ্বস

● প্রথম পাতার পর

উদ্ধার ও পুনরুদ্ধার কাজ শুরু করেন। রাতভর টানা প্রচেষ্টায় ধ্বংসাবশেষ সরিয়ে ট্র্যাক মেরামতের মধ্য দিয়ে নিরাপদ করে তোলা হয়।

এ সময় যাত্রীদের সাহায্যের জন্য গৌহাটি, লামডিং, শিলচর, বদরপুর ও আগরতলা স্টেশনগুলোতে হেল্প ডেস্ক স্থাপন করা হয়েছিল। ট্রেন চলাচলে বিঘ্ন চলাকালীন এসব কেন্দ্র যাত্রীদের নিয়মিত আপডেট তথ্য, খাবার ও পানীয় জল সরবরাহ করেছে।

যেসব ট্রেন বিভিন্ন জায়গায় পুনঃনির্ধারিত বা নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল, সেগুলিও এখন তাদের নির্ধারিত পথে যাত্রা শুরু করেছে। যাত্রীদের অনুরোধ করা হয়েছে, ট্রেন চলাচল সম্পর্কিত সর্বশেষ তথ্য জানার জন্য রেলের সরকারি তথ্যসূত্র ব্যবহার করতে।

সময়ের সাথে সাযুজ্য

● প্রথম পাতার পর

হবে। শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সুদূরপ্রসারী চিন্তাভাবনাকে কার্যকর করতে হবে। তিনি বারবার বলছেন যে শুধু পাঠ্যবই পড়লে হবে না। ছেলেমেয়েদের মধ্যে মূল্যবোধ, বিকাশ ও জাতি গঠনের ভাবনা গড়ে তুলতে হবে। আর আজ চালু হওয়া এই নয়া পদ্ধতির মাধ্যমে ছেলেমেয়েদের মধ্যে সেই ভাবনা চিন্তা চলে আসবে। এই কারিকুলাম তৈরির সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ধন্যবাদ জানান রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী।

অনুষ্ঠানে বক্তব্যে মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি শিক্ষা ক্ষেত্রে ভারতকে আবারো বিশ্বগুরুর ভূমিকায় অবতীর্ণ করার লক্ষ্যে কাজ করছেন। শিক্ষকরা যেভাবে ছাত্রছাত্রীদের গড়ে তুলবেন সেভাবেই তারা গড়ে উঠবে।

তিনি বলেন, গত ২৩ জুন দেশের তৃতীয় রাজ্য হিসেবে পূর্ণ সাক্ষর রাজ্যের স্বীকৃতি অর্জন করেছে ত্রিপুরা। মোট ৯৫.৬ু সাক্ষরতা নিয়ে মিজোরাম ও গোয়ার পর এই মর্যাদা পেয়েছে আমাদের রাজ্য। ডাঃ সাহা বলেন, শিক্ষার মাধ্যমে নিজেদের জ্ঞান বৃদ্ধির পাশাপাশি আর্থ সামাজিক অবস্থার মান উন্নয়নেও বিশেষ ভূমিকা রাখা যায়। অনেক ছেলেমেয়ে পড়াশুনায় ভালো হলেও জীবনে সফল হতে পারে না। তাই পড়াশুনার সাথে সাথে খেলাধুলা, সামাজিক কাজ সহ অন্যান্য কর্মকান্ডে যুক্ত থাকা প্রয়োজন। শিক্ষকদের দায়িত্ব ছাত্রছাত্রীদের সত্যিকারের মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা। স্কুলেই সামাজিক সমস্যা ও তার সমাধানের শিক্ষা দিতে হবে তাদের। শিক্ষার দিগন্তকে আরো প্রসার করতে হবে। পরীক্ষার সময়ে ছেলেমেয়েদের চাপ কমাতে "পরীক্ষা পে চর্চা" কার্যক্রম করছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, শিক্ষা ক্ষেত্রে উন্নয়নে শিক্ষা দপ্তর বিভিন্ন নীতি ও কর্মসূচি রূপায়ণ করছে। রাজ্যের স্কুল কলেজগুলিতে জাতীয় শিক্ষা নীতি চালু করা হয়েছে। সিএম সাথ প্রকল্পে প্রায় ২০০ জন ছাত্রছাত্রীকে ৭,০০০ টাকা করে বৃত্তি দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী কন্যা আত্মনির্ভর যোজনায় ১৪০ জন ছাত্রীকে বিনামূল্যে স্কুটি দেওয়া হয়েছে। সাধারণ কলেজগুলিতে ছাত্রীদের সমস্ত ধরণের ফি মকুব করা হয়েছে। গুণগত শিক্ষা প্রদানের জন্য গুণমান সম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ করা হচ্ছে।

অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা দপ্তরের বিশেষ সচিব রাভেল হেমেন্দ্র কুমার, শিক্ষা অধিকর্তা এন সি শর্মা, এসবিআই ফাউন্ডেশনের সিইও সঞ্জয় প্রকাশ সহ শিক্ষা দপ্তরের অন্যান্য আধিকারিক এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ।

৮ দফা দাবিতে

● প্রথম পাতার পর

কর্মচারীদের বিভিন্ন দাবী দাওয়া আদায়ের লক্ষ্যে মহাকরণ অভিযান এবং মুখ্য সচিবের নিকট ডেপুটেশন প্রদানের কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২০১৮ সালে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার সময় অনিয়মিত কর্মচারীদের নিয়মিতকরণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি আজও পূরণ করা হয়নি। এছাড়াও আরো বিভিন্ন দাবি যেমন, নিয়মিতকরণ সাপেক্ষে সম কাজে সম বেতন, সমস্ত অনিয়মিত কর্মচারী যারা ইতিমধ্যেই অবসর গ্রহণ করেছেন তাদের এককালীন ১০ লক্ষ টাকা প্রদান, মৃত অনিয়মিত কর্মচারীদের এককালীন ১০ লক্ষ টাকা প্রদান সহ আরো বিভিন্ন দাবিতে এদিনের মহাকরণ অভিযান সংঘটিত হয়েছে।

এদিন ত্রিপুরা অনিয়মিত কর্মচারী মঞ্চের এই রাজভবন অভিযানে সারা রাজ্যের বিভিন্ন শাখা থেকে সদস্যরা যোগদান করেন। সার্কিট হাউস এলাকায় তাদের আটকে দিলে সেখানেই তাদের ৮ দফা দাবি নিয়ে স্লোগান দিতে থাকেন ত্রিপুরা অনিয়মিত কর্মচারী মঞ্চের সদস্যরা।

শিক্ষিকার বিরুদ্ধাচরণ

● প্রথম পাতার পর

নিকট অভিভাবকের তরফ থেকে বিষয়টি জানানো হলেও কচিকাঁচা ছাত্রীদের ওইদিন অপমানিত করে বিদ্যালয় থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল। শিক্ষাঙ্গনে এ ধরনের ঘটনা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয় বলে অভিযোগ করেন অভিভাবকরা।

ওই শিক্ষিকার বিরুদ্ধে অতীতে অশুভনীয় আচরণ নিয়েও সংবাদমাধ্যমে একাধিক অভিযোগ বারবার প্রকাশিত হয়েছে বলে জানা গেছে। সুতরাং এটি নিছক একদিনের ঘটনা নয় এটি একটি চলমান অব্যবস্থার চিত্র, যা থামানো অত্যন্ত জরুরি। অভিভাবকরা জোরালোভাবে দাবি জানান, অবিলম্বে একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটি গঠন করা হোক। প্রাথমিক বিভাগে যোগ্য, সহানুভূতিশীল ও দায়িত্ববান শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়োগ নিশ্চিত করা হোক। বিদ্যালয়ে যেন আর কোনো শিশুকে এমন অন্যায় আচরণের শিকার না হতে হয়, তার জন্য নিয়মিত তদারকি ও অভিভাবকদের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রাখা হোক। এদিন তাঁরা প্রধান শিক্ষিকার সঙ্গে দেখা করার পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্য একটি চিঠি তুলে দিয়েছেন।

প্রযুক্তিগত দিক

● প্রথম পাতার পর

সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব আরো বলেন, রাজ্যসহ দেশে টেলি যোগাযোগ ব্যবস্থা, ডিজিটেলাইজেশন বা প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে অনেকটাই পরিবর্তন হয়েছে। একটা সময় ছিল, যখন সেল ফোন চিন থেকে আনতে হতো ভারতকে। এখন বর্তমানে সেল ফোন তৈরিতে ভারত দ্বিতীয় নম্বরে রয়েছে। গ্রামেগঞ্জে ফাইবার, অপ্টিকাল লাইন বিস্তার করা হচ্ছে। ইন্টারনেট কানেকশন ভারতের বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে পৌঁছে গেছে। ফলে ডিজিটাল ক্ষেত্রেও ভারত অনেক এগিয়ে গেছে। উদাহরণস্বরূপ, রেশনিং ব্যবস্থার কথা তুলে ধরেন সাংসদ। তিনি বলেন, বর্তমানে এক দেশ এক রেশন ব্যবস্থা চালু রয়েছে দেশে। এটি সম্ভব হয়েছে একমাত্র ডিজিটাল ক্ষেত্রে উন্নয়নের ফলে। এরজন্য কেন্দ্র সরকারকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন তিনি।

জনরোষে পড়ল বনকর্মীরা

● প্রথম পাতার পর

জনগণের দাবীকে মান্যতা দিয়ে দুটি বাড়িতে অভিযান চালিয়ে বনকর্মীরা কয়েক লক্ষাধিক টাকার কাঠ উদ্ধার করতে সমর্থ হয়। বনদপ্তরের কর্মীদের গাফিলতির কারণেই বনদস্যুরা বন ধ্বংস করে চলেছে। কিন্তু এক্ষেত্রে দপ্তর কোন ধরনের ব্যবস্থা দিয়ে গ্রহণ করছে না দীর্ঘদিন ধরেই। তাই এদিন বাধ্য হয়েই বনদপ্তরের কর্মীদের আটকে রাখে স্থানীয়রা।

বিদ্যালয়ের বেহাল অবস্থা

● প্রথম পাতার পর

আসলেও কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। বিদ্যালয়ে ৩ জন শিক্ষিকা রয়েছেন। এমনিতেই শিক্ষক সংকট, তার মধ্যে একজন শিক্ষিকার পদোন্নতির ফলে তিনি আজ বিদ্যালয় থেকে চলে যাচ্ছেন। ওই শিক্ষিকা আবার গার্লস হোস্টেলের সুপার। আগামীকাল থেকে তিনি আর বিদ্যালয়ে আসবেন না। আজকেই তার এই বিদ্যালয়ে শেষ দিন। কিন্তু দপ্তর থেকে দায়িত্বভার অন্য কাউকে দেওয়া হয়নি। অথবা নতুন শিক্ষক নিয়োগও করা হয়নি। তাই আজ থেকে গার্লস হোস্টেলের সুপারের দায়িত্ব কে সামলাবেন সেই প্রশ্ন তোলেন এসএমসি কমিটির চেয়ারম্যান।

তিনি আরো বলেন, দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যালয়ের সমস্যা সমাধানের জন্য দাবি জানানো হলেও সমস্যাগুলি সমাধান না হওয়ায় আজ বাধ্য হয়ে রাস্তায় বসেছেন ছাত্র-ছাত্রীরা। যত সময় পর্যন্ত শিক্ষা দপ্তরের তরফ থেকে কোন আধিকারিক তাদেরকে সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দেবেন না ততো সময় পর্যন্ত এই অবরোধ চলতে থাকবে বলে জানানো হয়েছে। এদিনের এই পথ অবরোধের ফলে দুদিক থেকে আটকে পড়ে প্রচুর যানবাহন। ব্যাহত হয় জাতীয় সড়কের যান চলাচল।

মণিপুরে উদ্ধার

● প্রথম পাতার পর

এবং ৩৮টি "পম্পি গান" উদ্ধার করা হয়েছে। উদ্ধার হওয়া গুলির মধ্যে রয়েছে ২৯ রাউন্ড ৫.৫৬ মিমি, ৮০ রাউন্ড ৭.৬২ মিমি, ৩০টি ইম্প্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস (আইইডি), ১০টি হ্যান্ড গ্রেনেড, ৯টি পম্পি শেল এবং ২টি লাথোড গ্রেনেড।

পুলিশের এক শীর্ষ কর্মকর্তা জানান, এই উদ্ধার অভিযান মণিপুরে স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়ায় একটি বড় সাফল্য। সন্ত্রাসী কার্যকলাপ দমন ও অবৈধ অস্ত্রচক্র ভেঙে দেওয়ার লক্ষ্যে নিরাপত্তাবাহিনীর পক্ষ থেকে ভবিষ্যতেও এমন অভিযান অব্যাহত থাকবে। পুলিশের অতিরিক্ত মহাপরিচালক লহারি দর্জি লাতো জানান, আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে এবং জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে মণিপুর পুলিশ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সাধারণ মানুষের প্রতি আহ্বান জানানো হচ্ছে, কেউ অবৈধ অস্ত্র বা সন্দেহজনক কার্যকলাপ সম্পর্কে কিছু জানতে পারলে নিকটবর্তী থানায় অথবা কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কক্ষে তা জানাবেন। সাথে তিনি যোগ করেন, নিরাপত্তাবাহিনীর সঙ্গে একযোগে কাজ করে পুলিশ পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে ও স্থায়ী শান্তি বজায় রাখতে সচেষ্ট।

উল্লেখ্য, মণিপুর সহিংসতার পরবর্তী রাজ্য অস্ত্রাগার থেকে ৬,০০০-র বেশি অস্ত্র লুট হয়, প্রাণ হারান ২৫০-রও বেশি মানুষ এবং ৬০,০০০-রও বেশি মানুষ বাস্তুচ্যুত হন। এর আগে ২৭ ফেব্রুয়ারি নিরাপত্তাবাহিনী ৩০৭টি অস্ত্র উদ্ধার করেছিল, যার মধ্যে ২৪৬টি মেইতেই গোষ্ঠীর "আরামবাই তেনগল" দ্বারা জমা দেওয়া হয়। এরপর ১৪ জুন দ্বিতীয় দফায় ৩২৮টি অস্ত্র ও ১০,৬০০ রাউন্ড গুলি উদ্ধার হয়, যা মণিপুরের উপত্যকা অঞ্চল থেকে সংগৃহীত।

কুমারঘাটে জলবন্দি ২৫টি

● প্রথম পাতার পর

এই সমস্যার কথা লিখিতভাবে কুমারঘাট পুর পরিষদকে জানানো হয়েছিল। এমনকি ব্যক্তিগতভাবে তিনি পুর পরিষদের চেয়ারপার্সনের সাথেও যোগাযোগ করেন। চেয়ারপার্সন আশ্বাস দিয়েছিলেন, বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখা হবে। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো দৃশ্যমান ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

এই জলনিকাশীর সমস্যার কারণে যেমন স্বাভাবিক জীবনযাপন ব্যাহত হচ্ছে, তেমনই স্বাস্থ্যঝুঁকিও বেড়ে চলেছে। জমে থাকা জলে মশার বংশবিস্তার হচ্ছে, এবং ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া-সহ অন্যান্য রোগের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

এদিকে কুমারঘাট পুর পরিষদের পক্ষ থেকে এখনও এই বিষয়ে কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। কুমারঘাট পুর পরিষদ কবে নাগাদ এই সমস্যার সমাধান করে সেই অপেক্ষায় প্রহর গুনছেন স্থানীয় জনগণ।

চাবাগান থেকে উদ্ধার যুবকের

● প্রথম পাতার পর

কিস্তি দেওয়ার জন্য সে শ্বশুরবাড়িতে যাচ্ছে। শুক্রবার সে বাড়ি ফিরবে। তারপর আর বাড়ি ফিরে যায়নি। এদিকে আজ স্থানীয়রা তার মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখে। তাই এই ঘটনাকে একটি পরিকল্পিত খুন বলেই ধারণা করছেন তার পরিবারের সদস্যরা। এদিকে তার পরিবারের তরফ থেকে জানা যায় সে তার শ্বশুরবাড়িতে যাওয়ার কথা থাকলেও সেখানেও সে যায়নি গতকাল। এই ঘটনায় পুলিশ একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। এদিকে যুবকের অকাল মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে গোটা এলাকায়।

মেরঠে স্থাপিত হলো

● প্রথম পাতার পর

থেকে আফ্রিকান হর্স সিকনেস মুক্ত।

এই সাফল্য অর্জনের পিছনে রয়েছে পশুপালন ও দুগ্ধ বিভাগ (কেন্দ্রীয় মৎস্য, পশুপালন ও দুগ্ধ মন্ত্রক), প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের অধীনস্থ রিমাউন্ট ভেটেরিনারি সার্ভিসেস অধিদপ্তর, ইকুয়েস্ট্রিয়ান ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া (ইএফআই) এবং উত্তরপ্রদেশ রাজ্য পশুপালন বিভাগের ঘনিষ্ঠ সমন্বয়। ডব্লিউওএএইচ-এর স্থলজ প্রাণী স্বাস্থ্য কোড অনুযায়ী "কম্পার্টমেন্টালাইজেশন"-এর ভিত্তিতে এই স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। এই পদ্ধতির মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট পশু-উপপ্রজাতিকে স্বাস্থ্যগতভাবে পৃথক রাখা ও নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে সংরক্ষণ করা হয়।

ইডিএফসি-র পরিচালনা সম্পূর্ণরূপে স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর অনুযায়ী হচ্ছে। তাতে রয়েছে রোগ প্রতিরোধ ও নির্মূলের নির্দেশিকা, কীটনাশক ও পোকামাকড় নিয়ন্ত্রণ, কঠোর শারীরিক নিরাপত্তা, পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যবিধি, পশুর স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও টানা নজরদারি ব্যবস্থা।

এই আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ভারতের বিজ্ঞানভিত্তিক পশুস্বাস্থ্য নীতিকে বৈশ্বিক মানে উন্নীত করেছে এবং নিরাপদ বাণিজ্য ও অশ্বক্রীড়ার মতো নবীন খাতগুলিতে ভারতের অবস্থানকে মজবুত বানিয়েছে। পাশাপাশি, এই একই "কম্পার্টমেন্টালাইজেশন" পদ্ধতি এখন মুরগির খামার খাতে প্রয়োগ করা হচ্ছে, যার মাধ্যমে অত্যন্ত রোগজীবাণুযুক্ত এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা(এইচপিএআই) মুক্ত অঞ্চল গঠনের মাধ্যমে পোলট্রি পণ্যের নিরাপদ রপ্তানি সম্ভব হবে।

ভারতের এই উদ্যোগ একটি বিস্তৃত জাতীয় কৌশলের অংশ। তার লক্ষ্য হলো জৈব-নিরাপত্তা জোরদার, রপ্তানির জন্য প্রস্তুতি বৃদ্ধি এবং আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন পশুস্বাস্থ্য ব্যবস্থা গঠন করা। এটি নিঃসন্দেহে ভারতের একটি বড় মাইলফলক এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তার নেতৃত্বের প্রতিফলন।

শুক্রবার মন্ত্রী টিংকু রায়ের উপস্থিতিতে এক পেড় মাকে নাম অনুষ্ঠানের সূচনা করা হয়।

থানসা দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, গণ্ডাছড়া, ৪ জুলাই: ৪ জুলাই রাজ্যের তিপ্রা মথার প্রতিষ্ঠাতা প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মনের জন্মদিন। প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মনের ওই জন্ম দিবসটিকে থানসা দিবস হিসাবে পালন করে থাকেন রাজ্যের তিপ্রা মথা দলের নেতৃত্ব এবং কর্মী সমর্থকরা।গোটা রাজ্যের সাথে শুক্রবার গন্ডাছড়াতেও যথাযোগ্য মর্যাদায় বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে দিনটিকে উৎযাপন করেন গন্ডাছড়া মহকুমার তিপ্রা মথা দলের সর্বস্তরের নেতৃত্ব এবং কর্মী সমর্থকরা। ওইদিন মহকুমার দলীয় কর্মী সমর্থকদের উদ্যোগে হরিপুরস্থিত দলীয় ভবনে এক আনন্দঘন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মহকুমার দলীয় সভাপতি ধনঞ্জয় ত্রিপুরা, সংশ্লিষ্ট দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক ক্ষত্রজয় রিয়াং, মহকুমার এডিসি শিক্ষা দপ্তরের চেয়ারম্যান হরিশ দেববর্মা, সাব -জোনালের প্রাক্তন চেয়ারম্যান হিরণ্ময় ত্রিপুরা, নেতৃত্ব সরজয় ত্রিপুরা সহ তিপ্রা মোথা দলের সমস্ত শাখা সংগঠনের নেতৃত্ব এবং কর্মী সমর্থকরা। ওইদিন বেলা দশটায় দলীয় ভবনে প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মনের জন্মদিন তথা থানসা দিবস উপলক্ষে দলীয় ভবনে প্রথমে কেক কেটে সকলে জন্মদিনের ধ্বনি তুলেন এবং একে অপরকে কেক খাইয়ে নিজেদের ভাব বিনিময় করেন। ওইদিন বেলা এগারোটায় মহকুমার তিনটি বিদ্যালয়ের আবাসিক ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বই খাতা এবং কলম তুলে দেন সংশ্লিষ্ট সংগঠনের নেতৃত্বরা।

সুমিত ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৪ জুলাই:সুমিত ফাউন্ডেশনের তিন বছর পূর্তি উপলক্ষে শুক্রবার দুপুরবেলা কৈলাসহর ঊনকোটি কলাক্ষেত্রে সুমিত ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে একটি স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত রক্তদান শিবিরে প্রায় ২৫ জন রক্তদাতা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। সুমিত ফাউন্ডেশনের তিনবছর পূর্তি উপলক্ষে শুক্রবার সকালবেলা একটি ম্যারাথন দৌড় অনুষ্ঠিত হয় কৈলাসহরে। সুমিত ফাউন্ডেশন সর্বদা জনসেবায় নিয়োজিত থাকে, সমাজে পিছিয়ে পড়া মানুষের পাশে থেকে সাহায্য করতে দেখা যায় সুমিত ফাউন্ডেশনকে। রক্তদান বস্ত্র দান থেকে শুরু করে একাধিক জনসেবার কাজে নিয়োজিত থাকে সুমিত ফাউন্ডেশন, প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে উক্ত রক্তদান শিবিরের শুভ উদ্বোধন করেন কৈলাসহর পুরপরিষদের চেয়ারপারসন চপলা রানী দেবরায়, পুরপরিষদের চেয়ারপার্সন ছাড়াও অতিথি মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন ডক্টর সন্দীপন ভট্টাচার্য্যী, ব্লাড ব্যাংকের ইনচার্জ প্রসেনজিৎ দাস। আজকের এই রক্তদান শিবিরে পুরুষদের পাশাপাশি মহিলারাও স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন।

উল্টোরথের দিন জগন্নাথ দেবের আশীর্বাদ নিলেন সদ্যমন্ত্রী কিশোর বর্মন

নিজস্ব প্রতিনিধি, মেলাঘর, ৪ জুলাই:সাতদিন মাসির বাড়িতে থাকার পর আজ উল্টো রথে নিজ বাড়ি অর্থাৎ শ্রী শ্রী জগন্নাথ মন্দিরে ফিরলেন জগন্নাথ। উল্টো রথকে কেন্দ্র করে মেলাঘরের জগন্নাথ বাড়ি প্রাঙ্গণে ব্যাপক ভিড় জমান ভক্তরা এবং পুনরায় ভক্তের টানে জগতবন্ধু বলরাম এবং সুভদ্রা ফিরলেন নিজ বাড়িতে। এদিকে মেলাকে কেন্দ্র করে জগন্নাথ দেবের দর্শন নিতে মেলা প্রাঙ্গনে উপস্থিত হন ত্রিপুরা রাজ্য মন্ত্রিসভার সদ্য মন্ত্রী কিশোর বর্মন।

এদিন তিনি উল্টো রথের জন্য প্রত্যেককে শুভেচ্ছা জানান। তিনি বলেন ইতিমধ্যেই মন্ত্রীপদের শপথ নিয়েছেন তিনি, এতটা বড় দায়িত্ব পালন করার জন্য ভগবান জগন্নাথ দেবের কাছে আশীর্বাদ চেয়েছেন তিনি। তার উপর যে ভরসা করা হয়েছে তিনি সেটা পুঙ্খানুপুঙ্খ পালন করার চেষ্টা করবেন।

এদিন এছাড়াও মেলা প্রাঙ্গনে উপস্থিত ছিলেন সিপাহীজলা জেলার সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত, মেলাঘর পৌর মাতা অনামিকা ঘোষ পাল রায় সহ অন্যান্যরা।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

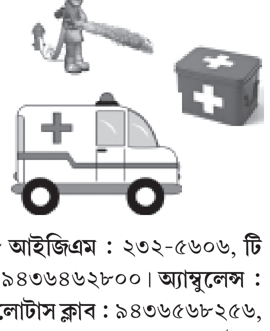

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ত্রিপুরায় বন্যাদুর্গতদের পাশে ইন্ডাস টাওয়ার্স

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা ৪ জুলাই: উত্তর-পূর্ব ভারতে ভয়াবহ বন্যার মধ্যে, বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ টেলিকম অবকাঠামো কোম্পানি হিসেবে পরিচিত ইন্ডাস টাওয়ার্স, সংকটের সময়ে সম্প্রদায়ের সহায়তার প্রতি তার অটল প্রতিশ্রুতি প্রদর্শন করেছে। তাদের প্রধান সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি (সিএসআর) উদ্যোগ, প্রগতির অধীনে, কোম্পানিটি আসামের কাছাড়, মণিপুরের ইম্ফল এবং ত্রিপুরার বেশ কয়েকটি প্রত্যন্ত অঞ্চল সহ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত কিছু এলাকার পরিবারগুলিতে ১, ০৩০টি ড্রাই রেশন কিট বিতরণ করেছে।

এই মানবিক প্রচেষ্টাটি নর্থইস্ট সেন্টার ফর ইক্যুইটি অ্যাকশন অন ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট (এনইএআইডি) এর সহযোগিতায় পরিচালিত হয়েছিল। ইন্ডাস টাওয়ার্সের কর্মীরা বিতরণে সহায়তা করার জন্য এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে সহায়তা প্রদানের জন্য সক্রিয়ভাবে অবস্থানে উপস্থিত ছিলেনউ

ইন্ডাস টাওয়ার্স লিমিটেডের সার্কেল সিইও শ্রী রাজেন্দ্র সিং গুরুং বলেন, 'ইন্ডাস টাওয়ার্সে আমরা বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে সময়োপযোগী এবং অর্থবহ সহায়তা প্রদানের জন্য সম্পূর্ণরূপে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমাদের ইন্ডাস কর্মীরা এই মানবিক কাজে সক্রিয়ভাবে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করেছেন এবং জরুরি খাদ্য চাহিদা পূরণের পাশাপাশি পরিবারগুলিকে পুনরুদ্ধারের পথে সাহায্য করেছেন।'

এনইএআইডির সহ-প্রতিষ্ঠাতা শ্রী মেরাজ আহমেদ বলেন, 'বিধ্বংসী বন্যার কারণে হাজার হাজার পরিবার অসহায় অবস্থায় আছে এবং প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের খুব কম সরবরাহ রয়েছে। ইন্ডাস টাওয়ার্সের সহায়তায়, আমরা সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ মানুষের পাশে দাঁড়াতে, জরুরি প্রয়োজনে থাকা মানুষদের কাছে সময়মতো ত্রাণ পৌঁছানো নিশ্চিত করতে এবং তাদের তাৎক্ষণিক পুনরুদ্ধার এবং দীর্ঘমেয়াদী স্থিতিস্থাপকতা উভয়কেই সমর্থন করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।'

হেচারী ফিস সেন্টারগুলি পরিদর্শনে মৎস্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ৪ জুলাই:মাছ উৎপাদনে রাজ্যকে স্বয়ম্বর করে তোলার লক্ষ্যে রাজ্য সরকার নানা পরিকল্পনা গ্রহণ করে কাজ করে চলেছে। প্রাণিসম্পদ বিকাশ ও মৎস্য দপ্তরের মন্ত্রী সুধাংশু দাস মৎস্য চাষে ও প্রানী পালকদের খাবার ও মাছ চাষ পরিদর্শন করে উৎসাহিত করে চলেছেন।

শুক্রবার রাজ্যের মৎস্য মন্ত্রী সুধাংশু দাস ধলাই জেলার কমলপুর মহকুমার বিভিন্ন হেচারী ফিস সেন্টারগুলি পরিদর্শন করে হেচারী মালিকদের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলে খোঁজখবর নেন। পরিদর্শনে সাথে উপস্থিত ছিলেন, কমলপুর বিধায়ক মনোজ কান্তি দেব, ধলাই জেলার জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুস্মিতা দাস, দুর্গা চৌমুহনী ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান ভানু প্রতাপ লোদী, রাজ্যের মৎস্য দপ্তরের অধিকর্তা সন্তোষ দাস, দপ্তরের সেক্রেটারি দীপা নায়ের, সহ অধিকর্তা গৌরাঙ্গ চন্দ্র সরকার, কমলপুর আভাঙ্গা মৎস্য তত্বাবধায়ক সুমেন শীল সহ দপ্তরের অন্যান্য অফিসারগন।

মৎস্য মন্ত্রী সর্বশেষে মহকুমার সব থেকে বড় বালিগাঁও ফয়েজ মিয়ার 'রেহান হেচারী' পরিদর্শন করেন। সেখানে ফয়েজ মিয়ার হেচারীর বিভিন্ন দিক ঘুরে মাছের ডিম উৎপাদন করা দেখেন। মৎস্য দপ্তরের মন্ত্রী সুধাংশু দাস বিভিন্ন হেচারী মালিকদের সাথে কথা বলে রেহান হেচারী মালিক ফয়েজ মিয়ার ভূয়শী প্রশংসা করেন।

রাবার উৎপাদক সমিতির তরফে রাবার বোর্ডে ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জুলাই:ত্রিপুরা রাজ্য রাবার উৎপাদক সমিতির সম্পাদক প্রণব দেবরায়, সভাপতি শৈলেন্দ্র চন্দ্রনাথ (বিধায়ক যুবরাজ নগর), সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক মন্ডলী সদস্য লিংকন দেবনাথ সহ পাঁচজনের এক প্রতিনিধিদল রাবার বোর্ডের জয়েন্ট রাবার প্রোডাকশন কমিশনারের নিকট রাজ্যের রাবার চাষীদের ১০ দফা জরুরী দাবি নিয়ে ডেপুটেশনে মিলিত হন।

ডেপুটেশনের বিষয়বস্তু নিয়ে জয়েন্ট রাবার প্রোডাকশন কমিশনার প্রতিনিধি দলের সাথে সবগুলি দাবির যৌক্তিকতা মেনে নিয়ে পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন। ১০ দফা দাবিতে উল্লেখযোগ্য ছিল, রাবার বাগানের বীমা পুনরায় চালু করতে হবে, রাবার চাষীদেরকে রাবার প্লান্টেশন সার্টিফিকেট ফ্রিতে প্রদান করতে হবে, গরিব ও মাঝারি চাষীদের রুলার মেশিন, ধুয়া ঘর তৈরিতে ভর্তুকি দিতে হবে, বন্ধ আরপিএস গুলিকে চালু করতে হবে ইত্যাদি।

মানববন্ধন কর্মসূচি পালন সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জুলাই : ঘৃণার রাজনীতি, সন্ত্রাসবাদ, এবং যুদ্ধের বিরুদ্ধে শান্তির স্বপক্ষে এক মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করল সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতি অভয়নগর অঞ্চল কমিটি। আজ রাজধানীর রাধানগর এলাকায় এই কর্মসূচি পালন করেন নারী সমিতির নেত্রীরা।

বক্তব্য রাখতে গিয়ে সিপিআইএম কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যা কৃষ্ণা রক্ষিত বলেন, যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই। প্যালেস্টাইনের উপর ইজরাইলের আক্রমণে হাজার হাজার শিশু এবং নারী তাদের প্রাণ দিয়েছেন। এছাড়াও পেহেলগাঁও সন্ত্রাসবাদী হামলায় নিরীহ ভারতীয়দের জীবনহানি ঘটেছে। তাদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এদিন অভয়নগর অঞ্চল কমিটির উদ্যোগে এই মানববন্ধন কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। তিনি আরো বলেন, দেশের জোট নিরপেক্ষ নীতি কে আরো শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে দেশের সরকারের নীরবতা ভেঙে প্রয়োজনে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।। পেহেলগাও এ হামলার ঘটনায় সন্ত্রাসবাদীদের চিহ্নিত করে তাদের শাস্তি দিতে হবে।

সাঁই বাবার মন্দিরে তিনদিন ব্যাপী বাৎসরিক উৎসব শুরু ৮ জুলাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৪ জুলাই:বিলোনিয়ার মাইছড়া কলাবাড়িয়া এলাকায় সাঁই বাবার মন্দিরে তিনদিন ব্যাপী বাৎসরিক উৎসব শুরু হতে যাচ্ছে আগামী ৮ই জুলাই থেকে। ৮ই জুলাই মঙ্গলবার সন্ধ্যায় গঙ্গা আনায়নের মধ্য দিয়ে তিন দিনব্যাপী বাৎসরিক মহোৎসবের সূচনা হবে বিলোনিয়া মহকুমার মাইছড়া কলাবাড়িয়া স্থিত সাঁই বাবার মন্দিরে। এই উৎসব নবম বর্ষে পদার্পণ করবে।তিনদিনব্যাপী উৎসবকে কেন্দ্র করে সকল ধর্মপ্রাণ মানুষের আগমন ও সহযোগিতা কামনা করেছেন উৎসব কমিটি। ৯ই জুলাই ভোরে বাল্য ভোগ সন্ধায় সত্যনারায়ন পূজা অহোরাত্র নামযজ্ঞ, ১০ ই জুলাই বৃহস্পতিবার সকাল বেলা গুরু পূর্নিমা পূজা ও দুপুর দুইটা থেকে মহাপ্রসাদ বিতরন রাতে সত্যনারায়ন পূজা। ১১ জুলাই ভোরে নগরকীর্তনান্তে উৎসবের সমাপন। সাঁই বাবা মন্দির উৎসব কমিটির পক্ষ থেকে তিন দিনব্যাপী সাঁই রামের মহোৎসবের প্রস্তুতি নিয়ে বিস্তারিত ভাবে বলেন উৎসব কমিটির সম্পাদক বিশ্বজিৎ দাস। উপস্থিত ছিলেন উৎসব কমিটির সভাপতি অরুন মজুমদার সহ মন্দির কমিটির সদস্যগণ।প্রতিবছর এই উৎসবকে কেন্দ্র করে সকল ধর্ম প্রান মানুষের উপস্থিতিতে এক মিলন মেলায় পরিনত হয়ে এই সাঁই বাবার মন্দির। এবছরও জাতি ধর্ম নির্বিশেষে উৎসব প্রাঙ্গনে উপস্থিত থেকে উৎসব কমিটির পক্ষ থেকে নামশুধা শ্রবনের আহ্বান রাখেন সাংবাদিক সম্মেলনের মধ্যে দিয়ে।

যুব সমাজকে সচেতন করার উদ্দেশ্যে এবং নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে এক সাংগঠনিক সভার আয়োজন কৃষ্ণপুর মন্ডল বিজেপি যুব মোর্চার

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৪ জুলাই:বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে যুব সমাজকে সচেতন করার উদ্দেশ্যে এবং নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে এক সাংগঠনিক সভার আয়োজন করা হয় ২৯ কৃষ্ণপুর মন্ডল বিজেপি যুব মোর্চার পক্ষ থেকে। সভাটি অনুষ্ঠিত হয় মন্ডল কার্যালয়ের যুব মোর্চার অফিস কক্ষে।এই সভায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী তথা বিধায়ক বিকাশ দেববর্মা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মন্ডল সভাপতি ধনঞ্জয় দাস, যুব মোর্চার খোয়াই জেলার সভাপতি মানিক দেবনাথ, মন্ডলের যুব মোর্চা সভাপতি নির্মল দেবনাথ সহ অন্যান্য যুব মোর্চার কার্যকর্তারা। সভায় স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শকে সামনে রেখে যুবসমাজের ভূমিকা, দায়িত্ব এবং সচেতনতার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। পাশাপাশি ভোট ও গণতন্ত্র সম্পর্কে তরুণদের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরা হয়।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণভাবে, সভায় যুব সমাজকে নেশার কবল থেকে মুক্ত করে সমাজ গঠনে সক্রিয় ভূমিকা নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়। সভার মূল বার্তা ছিল"নেশা নয়, দেশ গড়ার সংকল্পে যুবশক্তি এগিয়ে আসুক।" সভাটি উৎসাহব্যঞ্জক পরিবেশে সফলভাবে সম্পন্ন হয়, এবং এতে উপস্থিত সকলে স্বামীজির আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সমাজের উন্নয়নে কাজ করার সংকল্প গ্রহণ করেন।

যুব সমাজকে নেশার কবল থেকে মুক্ত করতে নক আউট ক্রিকেট টুর্নামেন্টের আয়োজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৪ জুলাই: যুব সমাজকে নেশার কবল থেকে মুক্ত করতে খেলাধুলার ভূমিকা অপরিসীমএই বার্তা ছড়িয়ে দিতে তেলিয়ামুড়া দুস্কি এলাকার দুখাই জমাদার স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত হলো দুস্কি ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন ও ওয়াইটিএফ -১৬ মান্ডাই-পুলিনপুরের যৌথ পৃষ্ঠপোষকতায় নক আউট ক্রিকেট টুর্নামেন্টের ফাইনাল ম্যাচ শুক্রবার। এই দিনের এই আয়োজিত এই খেলার শুভ উদ্বোধন করেন ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। প্রদীপ প্রজ্বালনের মাধ্যমে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বেলবাড়ি সাব-জোনাল চেয়ারম্যান শান্তা দেববর্মা সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। ফাইনাল ম্যাচে মুখোমুখি হয় দুখাই জমাদার একাদশ ও কে কে আর (KKR)। প্রথমে টসে জিতে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয় দুখাই জমাদার একাদশ। নির্ধারিত ১০ ওভারে ৮ উইকেট হারিয়ে তারা সংগ্রহ করে ১৩৬ রান। জবাবে ব্যাট করতে নেমে কে কে আর দল ১০ ওভারে ১১৭ রানেই থেমে যায়। ফলত, ফাইনাল ম্যাচে দুখাই জমাদার একাদশ ১৯ রানে জয়লাভ করে চ্যাম্পিয়নের শিরোপা অর্জন করে।

খেলার শেষে চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স আপ দলের খেলোয়াড়দের হাতে ট্রফি তুলে দেন মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, "বর্তমান যুব সমাজ নেশার কবলে পড়ে ভবিষ্যৎ হারাচ্ছে। খেলাধুলার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করলেই তাদেরকে সুস্থ জীবনের পথে ফেরানো সম্ভব। তাই বর্তমান সরকার নেশা বিরোধী অভিযান চালানোর পাশাপাশি খেলাধুলার উন্নয়নেও বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে।"এই টুর্নামেন্টের মাধ্যমে শুধু খেলাধুলা নয়, সামাজিক দায়িত্ববোধ ও যুব সমাজকে সচেতন করার প্রয়াসও সামনে উঠে এল।

গান্ধীগ্রামে ১৬ জুলাই নেশামুক্ত ত্রিপুরা ও বাল্যবিবাহ বিষয়ে সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান

আগরতলা, ৪ জুলাই।। আগামী ১৬ জুলাই বামুটিয়া ব্লকের গান্ধীগ্রাম উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে নেশামুক্ত ত্রিপুরা এবং বাল্যবিবাহের উপর এক সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান আয়োজিত হবে। এ উপলক্ষ্যে আজ গান্ধীগ্রাম উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এক প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল। সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এই অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে বসে আঁকো, স্লোগান, নাটক প্রতিযোগিতা সহ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। এছাড়াও স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হবে। প্রস্তুতি সভায় উপস্থিত ছিলেন বামুটিয়া পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান দীপক কুমার সিনহা, পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সদস্য খুসবু দেববর্মা ও শিলা দাস সেন, পশ্চিম ত্রিপুরার অতিরিক্ত জেলাশাসক ও সমাহর্তা মেঘা জৈন, মোহনপুর মহকুমার মহকুমা শাসক সুভাষ দত্ত, সমাজসেবী শিবেন্দ্র দাস সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ। অনুষ্ঠানকে সার্বিক সফল করার লক্ষ্যে পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

জম্পুইজলায় স্বাস্থ্য শিবির

জম্পুইজলা, ৪ জুলাই।। আজ জম্পুইজলা ব্লক ভিত্তিক ধরতি আবা জনভাগীদারি অভিযানে জম্পুইজলা ব্লকের অন্তর্গত উজান লারমা ইংরাজী মাধ্যম এস বি বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে প্রশাসনিক, স্বাস্থ্য ও সচেতনতামূলক শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরের উদ্বোধন করেন বিধায়ক মানব দববর্মা। অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জম্পইজলা মহকুমার মহকুমা শাসক চিরঞ্জীব আনন, জম্পইজলা বিএসি'র ভাইস চেয়ারম্যান নিরঞ্জন কলই। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জম্পুইজলা বিএসি'র চেয়ারম্যান তথা প্রাক্তন বিধায়ক বীরেন্দ্র কিশোর দেববর্মা। উপস্থিত ছিলেন জম্পইজলার বিডিও ওবেদ এল ডার্লং। শিবিরে জম্পুইজলা ব্লকের পক্ষ থেকে ৩৮ জন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীকে একটি করে ছাতা বিতরণ করা হয় এবং ৩৯ জন ছাত্রছাত্রীকে স্কুল ব্যাগ বিতরণ করা হয়। এছাড়া দয়ারাম পাড়া পিএইসসি এবং টাকারজলা সিএইসসি-কে ১টি করে সুগার টেস্ট কিট বিতরণ করা হয়। শিবিরে ২০টি আধার, ২০টি এসটি, ২৪টি পিআরটিসি, ১৯টি ইনকাম সার্টিফিকেট এবং ২টি রেশন কার্ডের জন্য আবেদনপত্র জমা নেওয়া হয়। সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের পক্ষ থেকে ১ জন গর্ভবতী মহিলা এবং ৪ জন শিশুকে আজ পোষণ কিট বিতরণ করা হয়। এছাড়া ৫টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রকে ১টি করে হুইল চেয়ার এবং ১টি করে প্লাস্টিক চেয়ার বিতরণ করা হয়। কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের পক্ষ থেকে ২০০টি মরিচ ও বেগুনের চারা বিতরণ করা হয়। এছাড়া ৫টি কেসিসি এবং ১টি পিএম কিষান ফর্ম বিতরণ করা হয়।

মৎস্য দপ্তরের পক্ষ থেকে ৪টি কেসিসি ফর্ম, ১১ জনকে মাছের ওষুধ এবং মাছ চাষের লিফলেট বিতরণ করা হয়। প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের পক্ষ থেকে এমপিবিএসওয়াই প্রকল্পে ৬ জনকে ১টি করে ছাগল বিতরণ করা হয়।

অজয়

● আটের পাতার পর

চেপেই। সেখান থেকে সোমবার ৩০ জুন দুই মাস পর পৌছে গেলেন লাদাখ।

লাদাখ যাত্রা পথে বহু ভ্রমণ পিপাসুর সঙ্গে তার দেখা হয়। হয়তো সাইকেলের সামনে লেখা তার সচেতনতামূলক শ্লোগান ও রাজ্যের নাম দেখে তারা আলাপ করতে এগিয়ে এসেছিলেন। তার সঙ্গে ছবি তুলে অনেকেই শেয়ার করেছেন সামাজিক মাধ্যমে। তবে ৫৮ বছর বয়েসী অজয়ের পা আর প্যাডেলের ঘূর্ণনে দূরপাল্লার সাইক্লিংয়ের কোনো ট্রেনিং ছাড়াই লাদাখ পৌঁছে যাওয়াটা কিন্তু চাট্টিখানি কথা না !

সোমবার ৩০ জুন,বাঙালি প্রবীনের এই অসাধ্য সাধনের গল্পই আজ ঘুরছে অজয়ের বন্ধু মহলে।। বন্ধুরা সকলেই প্রশংসা করেছেন তার অদম্য ইচ্ছা শক্তির। আপাতত লেহ লাদাখে কয়েকদিন ঘুরার পরিকল্পনা রয়েছে অজয় বাবুর। ভবিষ্যত হয়তো অন্য রকম হতে পারে! কি জানি, আগরতলা ফিরে হয়তো তার ভাগ্যে মিলতে পারে কোনও বিশেষ সম্মান এবং সম্বর্ধনা! তবে সেসব নিয়ে তিনি ভাবছেন না একেবারেই। তার দু" চোখে যে এখনও বাই সাইকেলে করে শুধুই ঘুরে দেখার নেশা।

পশ্চিম দ্বারিকাপুরে মেগা দন্ত চিকিৎসা শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জুলাই: ন্যাশনাল ওরাল হেলথ প্রোগ্রামের অধীন খোয়াই জেলার কল্যাণপুর সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের অধীনস্থ পশ্চিম দ্বারিকাপুর এলাকায় জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের সহায়তায় গত ৩০ জুন এক মেগা দন্ত চিকিৎসা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। আগরতলা গভর্নমেন্ট ডেন্টাল কলেজ এবং ইন্ডিয়ান ডেন্টাল অ্যাসোসিয়েশন, ত্রিপুরা স্টেট ব্রাঞ্চ এর যৌথ উদ্যোগে এই শিবিরের আযোজন করা হয়। মুখ গহবরের স্বাস্থ্য সঠিক রাখা এবং মুখ গহবরের স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করাই ছিল এই শিবিরের মূল লক্ষ্য।

এদিন উক্ত শিবিরে দন্ত চিকিৎসকগণ বিনামূল্যে মোট ২২৩ জনের দাঁতের বিভিন্ন পরিষেবা প্রদান করেন। এর মধ্যে ছিল দাঁতের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মুখ গহ্বরের স্বাস্থ্য পরীক্ষা, নষ্ট দাঁত তোলা, দাঁতের স্কেলিং করা, ওরাল প্রোফাইল্যাক্সিস, দাঁতের ক্ষয়ের জন্য লাইট কিউর ফিলিং, মুখ গহবরের ক্যান্সারের স্ক্রিনিং এবং উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ (তামাক ব্যবহারকারী ব্যক্তিদের) স্ক্রিনিং। শিবিরে এদিন পরবর্তী উন্নত চিকিৎসার জন্য ৩ জন রোগীর বায়োপসি পরীক্ষার জন্য মুখ গহবরের নমুনা সংগ্রহ করা হয়। পাশাপাশি দন্ত চিকিৎসকগণ এদিন মুখ গহ্বরের স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে রোগীদের কাউন্সেলিং করে উপযুক্ত পরামর্শ প্রদান করেন। এছাড়াও দন্ত চিকিৎসকগণ শিবিরে উপস্থিত রোগীদের মধ্যে নিয়মিত দাঁতের স্ক্রিনিং-এর গুরুত্ব, মুখ গহ্বরের যত্ন নেওয়া এবং মুখের ক্যান্সারের প্রাথমিক লক্ষণগুলি সম্পর্কে সচেতনতামূলক আলোচনা করেন। শিবিরের সকলের মধ্যে দাঁতের যত্নের বার্তা সম্বলিত লিফলেট প্রদান করা হয়। এই শিবিরে রাজ্যের বিভিন্ন স্বাস্থ্য কেন্দ্রের পাশাপাশি সহ খোয়াই জেলার দন্ত চিকিৎসকগণ অংশগ্রহণ করেন। এরমধ্যে ডাঃ দীপ্তনু বিশ্বাস, ডাঃ শুভ্রজিৎ রায়, ডাঃ শুভজিৎ দাস, ডাঃ শাশ্বতী দেববর্মা, ডাঃ কৌশিক রজন দেব, ডাঃ লোকরাজ বণিক, ডাঃ সোয়েতা দাস এবং ডাঃ সজল নাথ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

নির্বাচন কমিটির সঙ্গে সমাজবাদী পার্টির মতবিনিময়

নয়াদিল্লি, ৪ জুলাই:মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার এবং নির্বাচন কমিশনার ড. সুখবীর সিং সান্ধু ও ড. বিবেক জোশী আজ নির্বাচন সদনে সমাজবাদী পার্টির এক প্রতিনিধি দলের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। প্রতিনিধি দলটির নেতৃত্ব দেন দলের সাধারণ সম্পাদক রামগোপাল যাদব। কমিশন তাদের মতামত বিষয়ে অবগত হন।

এই বৈঠকটি জাতীয় ও রাজ্য পর্যায়ের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সভাপতিদের সঙ্গে নির্বাচন কমিশনের ধারাবাহিক আলোচনার অংশ। এই ধরণের আলোচনা দীর্ঘদিনের একটি প্রয়োজনীয়তার প্রতিফলন, যা জাতীয় ও রাজ্য রাজনৈতিক দলের সভাপতিদের তাদের মতামত ও উদ্বেগ সরাসরি কমিশনের সঙ্গে শেয়ার করে নেওয়ার সুযোগ করে দেয়। এই উদ্যোগ কমিশনের বৃহত্তর লক্ষ্য, অর্থাৎ সমস্ত অংশীদারদের সঙ্গে মিলে প্রচলিত আইনগত কাঠামোর মধ্যে থেকে নির্বাচন প্রক্রিয়াকে আরও শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যকে প্রতিফলিত করে।

কমিশন ইতিমধ্যে স্বীকৃত জাতীয় রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করেছে। এরমধ্যে ৬ মে ২০২৫ দলীয় সভাপতি কুমারী মায়াবতীর নেতৃত্বে বহুজন সমাজ পার্টি (বিএসপি), ৮ মে ২০২৫ সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডার নেতৃত্বে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি), ১০ মে ২০২৫ সাধারণ সম্পাদক এম এ বেবির নেতৃত্বে কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া (মার্কবাদী) ১৩ মে ২০২৫ সভাপতি কনরাড সাংমার নেতৃত্বে ন্যাশনাল পিপলস পার্টির, ১৫ মে ২০২৫ জাতীয় আহ্বায়ক অরবিন্দ কেজরিওয়ালের নেতৃত্বে আম আদমি পার্টি, ০১ জুলাই ২০২৫ সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস (এআইটিসি) দলের অনুমোদিত প্রতিনিধি শ্রীমতি চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে বৈঠক হয়েছে। এছাড়াও ৩ জুলাই ২০২৫ ওয়াই ভি সুব্বা রেড্ডির নেতৃত্বে যুবজন শ্রমিক রায়তু কংগ্রেস পার্টির সঙ্গে কমিশনের বৈঠক হয়েছে।

চলতি বছরের মার্চ মাসে মোট ৪,৭১৯টি সর্বদলীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে, যার মধ্যে ছিল ৪০টি মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকদের , ৮০০টি জেলা নির্বাচনী আধিকারিকদের, এবং ৩,৮৭৯টি নির্বাচন নিবন্ধন আধিকারিকদের বৈঠক, যেখানে ২৮,০০০-এরও বেশি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। নির্বাচন কমিশন থেকে এক প্রেস নোটে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

বিহারে এস.আই.আর. কার্যক্রম মসৃণভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে প্রায় ১.৫ কোটি পরিবারে বি.এল.ও.-দের প্রথম পরিদর্শন সম্পন্ন ৮৭ শতাংশ এনুমারেশন ফর্ম বিতরণ

নয়াদিল্লি, ৪ জুলাই:বিহার রাজ্যে প্রায় ১.৫ কোটি পরিবারের মধ্যে বুথ লেভেল অফিসারদের (বি.এল.ও.) প্রথম দফার পরিদর্শন আজ সম্পন্ন হয়েছে এবং ২৪ জুন ২০২৫ অনুযায়ী মোট ৭,৮৯,৬৯,৮৪৪ (প্রায় ৭.৯০ কোটি) নিবন্ধিত ভোটারের মধ্যে ৮৭ শতাংশ অর্থাৎ ৬,৮৬,১৭,৯৩২ জনের কাছে এনুমারেশন ফর্ম বিতরণ করা হয়েছে। এই বিশেষ নিবিড় সংশোধন (স্পেশাল ইনটেনসিভরিভিশন এস.আই.আর.) কার্যক্রমের সময় কিছু বাড়ি বন্ধ থাকতে পারে, বা সেই বাড়িগুলো মৃত ভোটার, অভিবাসী বা ভ্রমণে থাকা ব্যক্তিদের হতে পারে। যেহেতু বি.এল.ও.-রা তিনবার করে ভোটারদের বাড়িতে যাবেন, তাই এই সংখ্যাটি আরও বাড়বে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে।

আংশিকভাবে পূর্ণ ফর্মগুলো ইসিআই পোর্টাল (https://voters.eci.gov.in) এবং ই.সি.আই.এন.ই.টি. অ্যাপেও ডাউনলোডের জন্য উপলব্ধ এবং ভোটার নিজেও ই.সি.আই.এন.ই.টি. অ্যাপের মাধ্যমে পূর্ণ ফর্ম আপলোড করতে পারবেন। এছাড়াও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মনোনীত মোট ১,৫৪,৯৭৭ জন বুথ লেভেল এজেন্ট (বি.এল.এ.) এস.আই.আর, প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে সহায়তা করছেন। ২ জুলাই পর্যন্ত বিজেপি ৫২,৬৮৯ জন, আর.জে.ডি. ৪৭,৫০৪ জন, জে.ডি.(ইউ.) ৩৪,৬৬৯ জন, আই.এন.সি. ১৬,৫০০ জন, রাষ্ট্রীয় লোক জন শক্তি পার্টি ১,৯১৩ জন, সি.পি.আই. (এম.এল.) এল. ১,২৭১ জন, লোক জন শক্তি পার্টি (রামবিলাস) ১,১৫৩ জন, সি.পি.আই.(এম.) ৫৭৮ জন, রাষ্ট্রীয় লোক সমতা পার্টি ২৭০ জন, এছাড়াও বি.এস.পি. ৭৪ জন, এন.পি.পি. ৩ জন ও এ.এ.পি. ১ জন বি.এল.এ. নিয়োগ করেছে। প্রত্যেক বি.এল.এ. প্রতিদিন সর্বোচ্চ ৫০টি সত্যায়িত ফর্ম জমা দিতে পারেন।

প্রায় পাঁচ শতাংশ পূর্ণ ও স্বাক্ষরিত ফর্ম অর্থাৎ প্রায় ৩৮ লক্ষ ফর্ম ইতিমধ্যে বি.এল.ও.-দের হাতে পৌঁছে গেছে, যারা নিষ্ঠার সাথে 'অগ্রাধিকার অন্তর্ভুক্তি' এই মন্ত্রে কাজ করে চলেছেন, যা নির্বাচন কমিশন বারবার গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করেছে। এস.আই.আর. অনুযায়ী, খসড়া ভোটার তালিকায় (যা ১ আগস্ট ২০২৫-এ প্রকাশিত হবে) নিজের নাম অন্তর্ভুক্ত করতে হলে, ভোটারকে ২৫ জুলাই ২০২৫-এর মধ্যে পূর্ব-মুদ্রিত এনুমারেশন ফর্মে স্বাক্ষর করে তা জমা দিতে হবে। পাশাপাশি, অনলাইনে আপলোডকৃত ফর্মগুলোর যাচাই প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে। কোনো কোনো মহলের সন্দেহ সত্ত্বেও, এস.আই.আর. নিশ্চিত করবে যে, সকল যোগ্য ব্যক্তি ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হবেন।

স্বাক্ষরিত এনুমারেশন ফর্মের সঙ্গে সংযুক্ত নথির ভিত্তিতে, খসড়া তালিকায় অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি নামের যোগ্যতা যাচাই ধারাবাহিকভাবে করা হবে। খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের পর ২ আগস্ট ২০২৫ থেকে এই যাচাই আরও জোরালোভাবে শুরু হবে। খসড়া তালিকার ভিত্তিতে, ২ আগস্ট ২০২৫ থেকে রাজনৈতিক দল বা সাধারণ জনগণের পক্ষ থেকে দাবি ও আপত্তি জমা দেওয়া যাবে।চূড়ান্ত ভোটার তালিকা ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে প্রকাশিত হবে। এরপর সংশ্লিষ্ট জেলা ম্যাজিস্ট্রেট (ডি.এম.) এবং মুখ্য নির্বাচনী অফিসার (সি.ই.ও.)-এর কাছে আপিল দাখিল করা যাবে।

াঙ্গন

সিনিয়র স্টেট মিট ক্রিকেটের অবনমনের ম্যাচে আজ শান্তিরবাজার - কমলপুর

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। অবনমনের ম্যাচ অনুষ্ঠিত হচ্ছে আগামীকাল। শান্তিরবাজার খেলবে কমলপুর মহকুমার বিরুদ্ধে। খেলা পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত সিনিয়র স্টেটমিট এলিট গ্রুপের রেলিগেশন ম্যাচ। এই খেলায় বিজিত দল আগামী বছর প্লেট গ্রুপে খেলবে। পক্ষান্তরে প্লেট গ্রুপ থেকে চ্যাম্পিয়ন দল এলিট গ্রুপে উঠে আসবে। এলিট গ্রুপের লীগ পর্যায়ের খেলা শেষে দুটি গ্রুপের সর্বশেষ স্থানে থাকা দুটি দল শান্তিরবাজার এবং কমলপুর এই রেলিগেশন অর্থাৎ অবনমনের ম্যাচে খেলবে। এদিকে সিনিয়র স্টেট মিট ক্রিকেট টুর্নামেন্টের প্লেট গ্রুপের তিনটি ম্যাচ আগামীকাল অনুষ্ঠিত হচ্ছে। উদপুরের জামজুরি মাঠে খোয়াই খেলবে বিলোনিয়া মহকুমার বিরুদ্ধে। অমরপুরে বিদ্যাপীঠ মিনি গ্রাউন্ডে গন্ডাছড়া খেলবে কাঞ্চনপুরের বিরুদ্ধে। ধর্মনগরে অপর খেলায় ধর্মনগর ও লঙতরাই ভ্যালি পরস্পরের মুখোমুখি হবে।

সিনিয়র স্টেট মিট ক্রিকেট টুর্নামেন্টে গন্ডাছড়াকে হারিয়ে আমবাসা জয়ী

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। আমবাসা মহকুমার ক্রিকেট দল আরও একটি জয় পেয়েছে। হারিয়েছে গন্ডাছড়াকে। তাও ১৬ রানের ব্যবধানে। একপ্রকার কষ্টের জয় বলা যেতে পারে। খেলা ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত সিনিয়র স্টেট মিট প্লেট গ্রুপের টুর্নামেন্ট। বি বিভাগের খেলায় আমবাসা আজ, শুক্রবার ১৬ রানের ব্যবধানে গন্ডাছড়া কে পরাজিত করেছে। ম্যাচটি বৃষ্টির জন্য বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত হতে পারেনি। রিজার্ভ ডে হিসেবে আজ, শুক্রবার তা অনুষ্ঠিত হয়েছে। অমরপুরের রাঙ্গামাটি গ্রাউন্ডে সকালে প্রতিকূল পরিস্থিতির জন্য ম্যাচ শুরুতে কিছুটা দেরি হয়েছে বলে ওভার সংখ্যা কমিয়ে ২২ করা হয়েছিল। টস জিতে আমবাসা প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নিয়ে নির্ধারিত ২২ ওভারে ১০৩ রানে ইনিংস শেষ করে। জবাবে গন্ডাছড়া ব্যাট করতে নামলে নির্ধারিত ২২ ওভার শেষ হওয়ার ৮ বল বাকি থাকতে ৮৭ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। ব্যাটিংয়ে আমবাসার করণ ত্রিপুরা সর্বাধিক ২৩ রান পেয়েছিল। গন্ডছড়ার অমর মানিক চাকমা ও সমীর ত্রিপুরা দুজনে একুশ করে রান পায়। বোলিংয়ে গন্ডাছড়ার শেখর দেব ৪১ রানে চারটি উইকেট পেয়েছিল। তবে আমবাসার দেবোত্তম দেব ও রূপান্তদাস যথাক্রমে ১৬ ও ১৭ রানের বিনিময়ে তিনটি করে উইকেট পেয়েছে। তবে অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের সুবাদে রূপান্ত দাস পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব।

সতীর্থ জোতার মৃত্যুতে ভেঙে পড়েছেন রোনাল্ডো

গাড়ি দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে পর্তুগাল ও লিভারপুলের ফুটবলার দিয়োগো জোতার। তাঁর মৃত্যুর খবর এখনও বিশ্বাস করতে পারছেন না সতীর্থ ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। ফুটবলারের পরিবারকে সমবেদনা জানিয়েছেন সিআর৭।

নিজের ইনস্টাগ্রাম পোস্টে জোতার একটা সাদা-কালো ছবি দিয়েছেন রোনাল্ডো। তিনি লিখেছেন, "এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না। আমরা তো সবে জাতীয় দলে খেলা শুরু করেছিলাম। তুমি সদ্য বিয়ে করেছিলে। তোমার পরিবার, স্ত্রী ও সন্তানদের সমবেদনা। এই ধাক্কা সামলানোর শক্তি যেন ওঁরা পান। আমি জানি তুমি সবসময় ওঁদের পাশে আছ। শান্তিতে ঘুমোও দিয়োগো ও আন্দ্রে (জোতার ভাই)। তোমাদের মিসকরব।"

স্পেনে এক গাড়ি দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে জোতার। দু'সপ্তাহ আগেই বিয়ে করেছিলেন দীর্ঘ দিনের বান্ধবী রুতে কার্দোসোকে। তাঁদের তিন সন্তান রয়েছে। ২৮ বছরের ফুটবলার দেশের জার্সিতে পর্তুগালের হয়ে খেলতেন। জোতার মৃত্যুর খবর প্রথম প্রকাশ্যে আসে স্পেনের সংবাদমাধ্যমে। পরে খবরটি নিশ্চিত করেন পর্তুগালের ফুটবল সংস্থার প্রধান পেদ্রো প্রোয়েনসাও। এক বিবৃতিতে লিখেছেন, "পর্তুগালের ফুটবল সংস্থা এবং পর্তুগাল ফুটবলের সঙ্গে যুক্ত সকলে এই খবরে বিধ্বস্ত। জাতীয় দলের হয়ে ৫০-এর কাছাকাছি ম্যাচ খেলেছিল। মানুষ হিসাবে অসাধারণ ছিল জোতা। সতীর্থ, বিপক্ষ সকলেই ওকে সমীহ করত।" স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, জোতার সঙ্গে গাড়িতে ছিলেন তাঁর ভাই আন্দ্রে। স্থানীয় সময় বুধবার রাত ১২.৪০ নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটে। বিলাসবহুল গাড়িতে ভাইয়ের সঙ্গে যাচ্ছিলেন তিনি। অন্য একটি গাড়িকে পিছনে ফেলতে গিয়ে জোতাদের গাড়িটি উল্টে যায়। গাড়ির চাকা ফেটে আগুন ধরে যায়। সেখান থেকে গোটা গাড়িয়ে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরণ হয়। স্থানীয় প্রশাসন সমাজমাধ্যমে দু'জনের মৃত্যুর কথা জানিয়েছে। জামোরা প্রদেশের সের্নাদিলা অঞ্চলে গাড়ি দুর্ঘটনাটি হয়েছে। আন্দ্রে পর্তুগালের দ্বিতীয় ডিভিশনের ফুটবল ক্লাবে খেলতেন।

২০২০ সালে উলভারহ্যাম্পটন থেকে লিভারপুলে যোগ দিয়েছিলেন জোতা। তার পরেই তৎকালীন কোচ জুরগেন ক্লপের দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হয়ে ওঠেন। নিয়মিত প্রথম একাদশে সুযোগ পেতে থাকেন। গত মরসুমে লিভারপুলের লিগ জয়ী দলেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। ২৬টি ম্যাচ খেলেছিলেন তিনি। সম্প্রতি পর্তুগালের হয়ে উয়েফা নেশন্স লিগ জিতেছিলেন জোতা। ফাইনালে তিনি পরিবর্ত খেলোয়াড় হিসাবে নেমেছিলেন। কয়েক ঘণ্টা আগেই নিজের বিয়ের ছবি পোস্ট করেছিলেন জোতা। লিখেছিলেন, তিনি দুনিয়ার সবচেয়ে ভাগ্যবান পুরুষ। বহু সমর্থক এবং অনুরাগী ছাড়াও সেই ছবিতে 'লাইক' দিয়েছিলেন লিভারপুলের সতীর্থ ডারউইন নুনেজ, অ্যালিসন বেকাররা।

পোর্তোয় জন্ম জোতার। সেখানকারই ক্লাব পাকোস দে ফেরেরার হয়ে ফুটবলজীবন শুরু তাঁর। ২০১৫ সালে অভিষেক হয়। এক বছর পর তিনি যোগ দেন স্পেনের আতলেতিকো মাদ্রিদে। তবে লা লিগায় একটি ম্যাচও খেলতে পারেননি। এক বছর লোনে কাটান এফসি পোর্তোয়। সেখানে আটটি গোল করেন। চোখে পড়ে যান উলভের। প্রথমে লোনে, পরে পাকাপাকি ভাবে জোতাকে কিনে নেয় উলভ। প্রথম মরসুমে ১৭ গোল এবং পরের মরসুমে ১৬ গোল করেন তিনি। লিভারপুলের প্রাক্তন কোচ ক্লপ ফরোয়ার্ডে বিকল্প বাড়াতে জোতাকে কেনেন। লিভারপুলে গত পাঁচ মরসুমে ইপিএলে ৪৭টি গোল করেছেন জোতা। প্রিমিয়ার লিগ ছাড়াও এফএ কাপ এবং দু'বার লিগ কাপ জিতেছেন।

ইংল্যান্ডে খেলতে গিয়ে বোর্ডের নিয়ম ভেঙেছেন জাডেজা!

এজবাস্টনে প্রথম ইনিংসে গুরুত্বপূর্ণ ৮৯ রানের ইনিংস খেলেছেন রবীন্দ্র জাডেজা। কিন্তু তার মাঝেই ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের নিয়ম ভেঙেছেন রবীন্দ্র জাডেজা। তাঁকে কি শাস্তি পেতে হবে? যদিও আত্মপক্ষ সমর্থনে মুখ খুলেছেন ভারতীয় অলরাউন্ডার। দ্বিতীয় দিন খেলা শুরুর অনেক আগে এজবাস্টনে পৌঁছে যান জাডেজা। তখনও দলের বাকিরা যাননি। মাঠে গিয়ে একা ব্যাটিং অনুশীলন শুরু করেন তিনি। শুভমন গিল-সহ বাকি ভারতীয় ক্রিকেটারেরা অনেকটা পরে মাঠে পৌঁছোন। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড তাদের নিয়মে স্পষ্ট জানিয়েছে, সকল ক্রিকেটারকে একসঙ্গেই মাঠে যেতে হবে। নিয়মে বলা হয়েছে, "ম্যাচ ও অনুশীলনের জন্য ক্রিকেটারেরা একসঙ্গে একই বাসে যাবেন। ক্রিকেটার ও তাঁদের পরিবারের জন্য আলাদা যাতায়াতের বন্দোবস্ত দলের একতা নষ্ট করে।" জাডেজা সেই নিয়ম ভেঙেছেন। তিনি আলাদা একা মাঠে গিয়েছেন।

জাডেজা অবশ্য জানিয়েছেন, তাঁর মনে হয়েছিল আগে গিয়ে একটু বেশি অনুশীলন প্রয়োজন। সেটাই করেছেন তিনি। দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষে জাডেজা বলেন, "বল তখনও নতুন ছিল। তাই আমার মনে হয়েছিল, আগে গিয়ে একটু বেশি ব্যাট করা উচিত। কারণ, নতুন বল সামলে নিলে পরের দিকে রান করতে সুবিধা হত। তাই বাকিদের আগে মাঠে এসে অনুশীলন করেছি। ভাগ্য ভাল তা কাজে লেগেছে। শুভমনের সঙ্গে ভাল জুটি হয়েছে।"

বোর্ডের নিয়মে বলা রয়েছে, যদি দলের প্রধান কোচ ও নির্বাচক কমিটির চেয়ারম্যান কোনও ক্রিকেটারকে অনুমতি দেন, তা হলে তিনি একা যাতায়াত করতে পারেন। এ ক্ষেত্রে মনে করা হচ্ছে, জাডেজা আগে থেকেই গৌতম গম্ভীরকে অতিরিক্ত অনুশীলনের কথা জানিয়েছিলেন। গম্ভীরের অনুমতি নিয়েই হয়তো তিনি মাঠে গিয়েছিলেন।

নইলে বোর্ডের এই নিয়ম গম্ভীরের পরামর্শেই হয়েছে। তিনি থাকাকালীন এই নিয়ম ভাঙা কঠিন। জাডেজার অনুশীলন দলের কাজে দিয়েছে। সেই কারণেই হয়তো তাঁকে শাস্তি পেতে হবে না। বোর্ডও এই বিষয়ে এখনও কিছু জানায়নি। গত বছর প্রথমে ঘরের মাটিতে নিউ জিল্যান্ড ও পরে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে সিরিজ হারের ফলে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে উঠতে পারেনি ভারত। তার পরেই কড়া সিদ্ধান্ত নেয় ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। ১০ দফা নির্দেশিকা জারি করা হয়। দলের মধ্যে তারকা সংস্কৃতি বন্ধ করার জন্য এই সিদ্ধান্ত নেয় বোর্ড। তার মধ্যেই ছিল একসঙ্গে যাতায়াতের নিয়ম। সেই নিয়ম ভেঙে আলোচনায় জাডেজা।

দৌড়ে এগিয়ে দুই ভারতীয়

বুধবার কার্যকরী কমিটির বৈঠকে মানোলোর সঙ্গে বিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নেয় ফেডারেশন। এই আবহে প্রশ্ন উঠছে, ভারতীয় ফুটবল দলের নয়া কোচ কে হতে চলেছেন? শোনা যাচ্ছে, 'মেন ইন ব্লু'র কোচ হিসেবে যদি কোনও ভারতীয় দায়িত্ব নেন, সেক্ষেত্রে এগিয়ে সঞ্জয় সেন এবং খালিদ জামিলের নাম।

কেন সবচেয়ে বেশি চর্চায় এই দু'টি নাম? জানা গিয়েছে, একটা পক্ষ চাইছে সঞ্জয় সেনকে। আর-এক পক্ষ চাইছে খালিদ জামিলকে। খালিদকে চাওয়ার পিছনে যুক্তি হল, আই লিগ থেকে আইএসএল, উভয় ক্ষেত্রেই সফল একটা নাম তিনি। সর্বোচ্চ স্তরে কোচিং করানোর কারণে ভারতীয় ফুটবলকে ভালোমতো চেনেন তিনি। ২০২৩ সাল থেকে তিনি জামশেদপুর এফসি'র দায়িত্বে রয়েছেন। তাঁর কোচিংয়ে আইএসএলে জামশেদপুর যথেষ্ট সফল একটা দল।

আলোচনায় রয়েছেন ৬ বছরের অপেক্ষা শেষে বাংলাকে সন্তোষ ট্রফি চ্যাম্পিয়ন করানো কোচ সঞ্জয় সেনও। তাঁর আমলে মোহনবাগান একবার ফেডারেশন কাপও জেতে। সম্প্রতি ঞ্জঞ্জচচ এলিট কোচিং কোর্স সম্পূর্ণ করেছেন মোহনবাগানকে আই লিগ জেতানো কোচ। কাজ করেছেন মোহনবাগানের যুব উন্নয়ন পরিচালক হিসেবেও। মোহনবাগান ছাড়াও মহামেডান স্পোর্টিংকেও ফেডারেশন কাপ জয়ের স্বাদ দিয়েছেন। দিয়েছেন আইএফএ শিল্ডও। আইএসএলে সহকারী কোচ হিসেবে কাজ করার অভিজ্ঞতাও রয়েছে তাঁর। ভারতীয় ফুটবলে সঞ্জয় সেনের অবদান কম নয়।

বুধবার সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের সহ-সচিব কে সত্যানারায়ণ সংবাদমাধ্যমকে বলেন, "ঞ্জঞ্জচচ এবং মানোলো মার্কেজ পারস্পরিকভাবে আলাদা হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আজ ঞ্জঞ্জচচ-এর কার্যনির্বাহী কমিটি এই সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেছে।

শিলচরে ব্লিটজ দাবায়ও সাফল্য ত্রিপুরার সোনার মেয়ে আরাধ্যার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। র‍্যাপিড দাবার পর ব্লিটজ দাবায় সাফল্য পেলো পূর্বোত্তরের সর্বকনিষ্ঠ ক্যান্ডিডেট মাস্টার দাবাড়ু আরাধ্যা দাস। শিলচরে বৃহস্পতিবার রাতে শেষ হয় আসর। প্রথমবর্ষ আসাম ইউনির্ভাসিটি ব্লিটজ দাবা আসরে। শিলচরের নেতাজী মুক্ত মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয় আসর। তাতে সাড়ে ৬ পয়েন্ট পেয়ে ২১ তম স্থান দখল করে ত্রিপুরার আরাধ্যা। ২১ তম স্থান পাওয়ার সুবাদে প্রাইজমানি বাবদ আড়াই হাজার টাকা পেলো আরাধ্যা। আসরে সাড়ে ৮ পয়েন্ট পেয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন অসমের অভ্রজ্যোতি নাথ। আসরে প্রথম ৫০ জন দাবাড়ুর মধ্যে ৬ পয়েন্ট নিয়ে ৩১ তম স্থানে শাক্য সিংহ মোদক, ৪৫ তম স্থানে শেখোয়াত হোসেন এবং ৪৮ তম স্থানে অভিনব নাথ রয়েছেন। আসর পরিচালনা করেন আন্তর্জাতিক আরবিটর অনুপম ভট্টাচার্য।

মগজাস্ত্রেই কটাক্ষের যোগ্য জবাব, ফের কার্লসেনকে হারালেন গুকেশ

টুর্নামেন্ট শুরুর আগে শুনতে হয়েছিল 'দুর্বল প্লেয়ার' কটাক্ষ। তিনি চুপ ছিলেন। জবাবটা সম্ভবত ৬৪ খোপে দেওয়ার জন্য তুলে রেখেছিলেন। আবারও সেটাই করলেন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন দাবাড়ু ডি গুকেশ। গ্র্যান্ড চেস ট্যুরের জাগ্রেব পর্বে সুপারইউনাইটেড র‍্যাপিড ২০২৫ টুর্নামেন্টে কার্লসেনকে ফের হারিয়ে দিলেন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন গুকেশ। এই জয়ের ফলে জাগ্রেবে ১০ পয়েন্ট নিয়ে একক ভাবে শীর্ষে উঠলেন ভারতীয় দাবাড়ু।

বৃহস্পতিবার রাতের ম্যাচেটা গুকেশের কাছে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কারণ এই টুর্নামেন্টের শুরুটা মোটেই ভালো হয়নি তাঁর। পোল্যান্ডের গ্র্যান্ডমাস্টার দুদারের কাছে প্রথম রাউন্ডে হেরে গিয়েছিলেন গুকেশ। তবে পরের দুই রাউন্ডে জিতে কার্লসেনের বিরুদ্ধে নামার আগে তাঁর সমান পয়েন্টে দাঁড়িয়েছিলেন গুকেশ। এই রাউন্ডে কার্লসেনের কাছে হারলে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার লড়াইয়ে পিছিয়ে পড়তেন গুকেশ। কিন্তু বৃহস্পতিবার তৃতীয় রাউন্ডের ম্যাচে তিনি শুধু জিতলেন তাই নয়, রীতিমতো হেসেখেলে জিতলেন। এই জয়ের ফলে জাগ্রেবে ১০ পয়েন্ট নিয়ে একক ভাবে শীর্ষে উঠলেন গুকেশ।

তিনি বিশ্বচ্যাম্পিয়ন। সদ্য নরওয়ে ওপেনে কার্লসেনকে হারিয়েছেন। তবু প্রাপ্য সমীহ পাননি গুকেশ। এই টুর্নামেন্টে নামার আগেও কার্লসেন মুকেশের দিকে কটাক্ষের তিরই ছুঁড়েছিলেন। পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন নিজের হাঁটুর বয়সী ভারতীয় দাবাড়ুকে টুর্নামেন্টের অন্যতম 'দুর্বল প্লেয়ার' বলে একপ্রকার উড়িয়ে দিয়েছিলেন। কার্লসেন বলেছিলেন, "গুকেশ আগের বার ভালো পারফর্ম করেছিল ঠিকই। কিন্তু ওকে প্রমাণ করতে হবে এই ফর্ম্যাটে ও সেরা প্লেয়ার। ওকে এই টুর্নামেন্টে অন্যতম দুর্বল প্লেয়ার হিসাবেই ধরছি।' সেই দুর্বল প্লেয়ারের কাছেই শেষমেশ হারতে হল নরওয়ের পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নকে। হারের পর অবশ্য গুকেশের প্রশংসা করেছেন তিনি। তবে হারের জন্য নিজের খারাপ ফর্মকেই দায়ী করেছেন কার্লসেন। তিনি বলছেন, "সত্যি বলতে আমি এই মুহূর্তে খেলাটাকে উপভোগ করছি না। বড্ড দোনামনায় খেলছি। খুব খারাপ পারফর্ম করেছি। আর গুকেশ নিজের সব সুযোগ কাজে লাগিয়েছে। সত্যি বলতে ও এখন বেশ ভালো খেলছে।" আর গুকেশ যে ভালো খেলছেন, সেটা সর্বকালের অন্যতম সেরা দাবাড়ু গ্যারি কাসপারভও মনে করছেন। তিনি বলছেন, "যেভাবে কার্লসেন হেরেছে তাতে ওঁর একাধিপত্য নিয়ে প্রশ্ন তোলার সময় এসে গিয়েছে।"

প্রেসক্লাবের স্পোর্টস ফেস্ট-এর দাবা প্রতিযোগিতা আগামীকাল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জুলাই।। প্রেসক্লাবের স্পোর্টস ফেস্ট-এর দাবা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হচ্ছে আগামী ৬ই জুলাই। আগরতলা প্রেসক্লাবের উদ্যোগে এবং স্পোর্টস সাব কমিটির ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত এবারকার স্পোর্টস ফেস্ট লুডো প্রতিযোগিতা দিয়ে শুরু হয়েছে। পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী ৬ই জুলাই, বেলা বারোটায় প্রেসক্লাবের কনফারেন্স হল-এ সাংবাদিক সদস্য সদস্যাদের মধ্যে দাবা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। খেলোয়াড়দের ৬ জুলাই, বেলা সাড়ে এগারোটায় প্রতিযোগিতা স্থলে রিপোর্ট করতে হবে।

উল্লেখ্য, ৬ জুলাই, বেলা বারোটায় স্পোর্টস ফেস্ট-এর অঙ্গ হিসেবে দাবা প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক সূচনা পর্বে আগরতলা প্রেসক্লাবের সভাপতি প্রণব সরকার, সহ-সভাপতি শ্রীমতি চিত্রা রায়, সম্পাদক রমাকান্ত দে, সহ-সম্পাদক অভিষেক দে, কমল চৌধুরী, কোষাধ্যক্ষ রঞ্জন রায় সহ অন্যান্য কর্মকর্তারা এবং স্পোর্টস সাব কমিটির চেয়ারম্যান অলক ঘোষ প্রমুখ উপস্থিত থাকবেন। এদিকে আগামী ১৩ জুলাই আগরতলা প্রেস ক্লাবের সদস্য সাংবাদিকদের মধ্যে ফুটবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হবে। স্পোর্টস সাব কমিটির কনভেনর অভিষেক দে এক বিবৃতিতে এ খবর জানিয়েছেন।

উইম্বলডনের তৃতীয় রাউন্ডে জোকোভিচ

প্রত্যাশা মতো সহজে উইম্বলডনের তৃতীয় রাউন্ডে পৌঁছলেন নোভাক জোকোভিচ। দ্বিতীয় রাউন্ডে জয় পেলেন ১১তম বাছাই অ্যালেক্স ডি মিনাউরও। মহিলাদের সিঙ্গলসে তৃতীয় রাউন্ডে অষ্টম বাছাই ইগা শিয়নটেক, সপ্তম বাছাই মিরা আন্দ্রিভা, দশম বাছাই এমা নাভারো, ১১তম বাছাই এলিনা রিবাকিনা।

অঘটনের উইম্বলডনে একের পর এক বাছাই তারকা ছিটকে গিয়েছেন প্রথম তিন দিনে। তবে সে সবের কোনও প্রভাব পড়ল না ২৪টি গ্র্যান্ড স্ল্যামের মালিকের খেলায়। ব্রিটেনের অবাছাই খেলোয়াড় ড্যান ইভান্স জোকারকে তেমন চ্যালেঞ্জের মুখেই ফেলতে পারলেন না। ১ ঘণ্টা ৪৭ মিনিটের লড়াই সরাসরি সেটে জিতলেন জোকোভিচ। তাঁর পক্ষে ম্যাচের ফল ৬-৩, ৬-২, ৬-০। খেলা যত এগিয়েছে, তত দাপট বেড়েছে বিশ্বের প্রাক্তন এক নম্বর টেনিস খেলোয়াড়ের। এ দিন জয়ের সঙ্গে সঙ্গে একটি নজিরও গড়লেন জোকোভিচ। এই নিয়ে ১৯ বার উইম্বলডনের তৃতীয় রাউন্ডে পৌঁছোলেন জোকোভিচ। টেনিসের ওপেন যুগে আর কারও এই কৃতিত্ব নেই। বছরের তৃতীয় গ্র্যান্ড স্ল্যামে জিতলেন নিজের ৯৯তম ম্যাচ।

মহিলাদের সিঙ্গলসে জয় পেলেন বিশ্বের প্রাক্তন এক নম্বর শিয়নটেকও। তবে যথেষ্ট লড়াই করে জিততে হল তাঁকে। তিনি আমেরিকার অবাছাই খেলোয়াড় ক্যাটি ম্যাকন্যালিকে হারালেন ৫-৭, ৬-২, ৬-১ ব্যবধানে। প্রথম সেটে হাড্ডিহাড্ডি লড়াই হয় দু'জনের। শেষ পর্যন্ত ৫৯ মিনিটে হার মানতে বাধ্য হন শিয়নটেক। তবে পরের দু'টি সেটে প্রতিপক্ষকে আর দাঁড়াতে দেননি। ম্যাচ শেষ করেন ২ ঘণ্টা ২৫ মিনিটে। অন্য বাছাই খেলোয়াড়দের মধ্যে বৃহস্পতিবার জয় পেলেন অস্ট্রেলিয়ার মিনাউর। পুরুষ সিঙ্গলসের ১১তম বাছাই ফ্রান্সের আর্থার কাজাক্সকে ৪-৬, ৬-২, ৬-৪, ৬-০ ব্যবধানে হারাতে সময় নিলেন ২ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট। মহিলা সিঙ্গলসে সপ্তম বাছাই আন্দ্রিভা ৬-১, ৭-৬ (৭-৪) ব্যবধানে জিতলেন ইটালির লুসিয়া ব্রোঞ্জেট্টির বিরুদ্ধে। দশম বাছাই নাভারো ৬-১, ৬-২ ব্যবধানে সহজ জয় পেলেন ভেরোনিকা কুদেরমেটোভার বিরুদ্ধে। তৃতীয় রাউন্ডে উঠতে তিনি সময় নিলেন ১ ঘণ্টা ১৪ মিনিট। একাদশ বাছাই রিবাকিনাও সহজে দ্বিতীয় রাউন্ডের বাঁধা টপকালেন। ১ ঘণ্টা ২ মিনিটের লড়াইয়ে ৬-৩, ৬-১ ব্যবধানে হারালেন গ্রিসের মারিয়া সাক্কারিকে। পুরুষদের ডাবলসের দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠল ভারতের শ্রীরাম বালাজি এবং মেক্সিকোর মিগুয়েল ভারেলা জুটি। তাঁরা ৬-৪, ৬-৪ ব্যবধানে হারিয়েছেন আমেরিকার লার্নার তিয়েন-আলেকজান্ডার কোভাসেভিচ জুটিকে। প্রথম রাউন্ডে হেরে গেল ভারতের অর্জুন খাড়ে এবং চেকিয়ার ভিট কোপ্রিভা জুটি। তাঁরা ৪-৬, ৪-৬ ব্যবধানে হারলেন আমেরিকার রায়ান সেগারম্যান এবং অস্ট্রেলিয়ার ম্যাথু ক্রিস্টোফার রোমিয়োস জুটির কাছে।

গম্ভীরের এক মন্ত্রেই ২৬৯ রান! কোচের পরামর্শ ফাঁস শুভমনের

ইনিংসের শুরুতে ফিল্ডিংয়ের ফাঁক খুঁজে পাচ্ছিলেন না। রান করতে সমস্যা হচ্ছিল। সেই সময় কিছুটা হলেও নিজের উপর বিরক্ত হয়ে পড়েছিলেন শুভমন গিল। তখনই দলের প্রধান কোচ গৌতম গম্ভীরের পরামর্শ পান তিনি। গম্ভীরের এক মন্ত্রেই বদলে যায় তাঁর খেলা। শেষ পর্যন্ত এজবাস্টনে প্রথম ইনিংসে রেকর্ড ২৬৯ রানের ইনিংস খেলেছেন তিনি। এই ইনিংসের নেপথ্যে কোচ গম্ভীরকে কৃতিত্ব দিয়েছেন ভারত অধিনায়ক।

সম্প্রচারকারী চ্যানেলে শুভমন জানিয়েছেন, কী ভাবে গম্ভীরের পরামর্শ তাঁর কাজে লেগেছে। ভারত অধিনায়ক বলেন, "প্রথম দিন মধ্যাহ্নভোজের বিরতির আগে আমি ৩৫-৪০ রানে ব্যাট করছিলাম। প্রায় ১০০ বল খেলে ফেলেছিলাম। সাজঘরে ফিরে গৌতি ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলি। জানাই যে ফিল্ডিংয়ের ফাঁক খুঁজে পাচ্ছি না। যা মারছি সোজা ফিল্ডারের কাছে যাচ্ছে। গৌতি ভাই আমাকে বলেছিল, উইকেটে পড়ে থাকতে। তা হলেই রান আসবে। সেই পরামর্শ তার পর কাজে লাগিয়েছি। উইকেটে টিকে থেকেছি। একটা সময় পড়ে সহজে রান করেছি।"

আইপিএল চলাকালীনই শুভমনকে ভারতের টেস্ট অধিনায়ক ঘোষণা করা হয়। সেই সময় থেকেই তাঁর মন পড়ে লাল বলের ক্রিকেটে। সেই সময় থেকেই টেস্টের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছিলেন তিনি। শুভমন জানিয়েছেন, এই সিরিজের আগে কিছু বিষয়ে কাজ করেছেন তিনি। দীনেশ কার্তিককে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ভারত অধিনায়ক বলেন, "এই সিরিজের আগে কয়েকটা বিষয়ে কাজ করেছি। আইপিএলের শেষেই সেগুলো শুরু করেছিলাম। মনে হচ্ছিল, টেস্টে কাজে লাগবে। এখন মনে হচ্ছে, আমার সিদ্ধান্ত ঠিক ছিল।"

কী কী বিষয়ে তিনি কাজ করেছেন, তা তখন না বললেও পরে খোলসা করেছেন শুভমন। তিনি বলেন, "আইপিএলের পরে আমার টেকনিকে কিছু বদল করেছি। ব্যাটিং স্টান্স (ব্যাট হাতে দাঁড়ানোর ভঙ্গি) একটু বদলেছি। কখনও ক্রিজ ছেড়ে বেরিয়ে দাঁড়াচ্ছি, যাতে সুইং কম সামলাতে হয়। বল হওয়ার পর পায়ের নড়াচড়াতেও একটু বদল করেছি। আমি আগেও ভাল ব্যাট করছিলাম। কিন্তু ৩০-৪০ রান করে আউট হয়ে যেতাম।

সেটা যাতে না হয় তার জন্যই এই বদল।"

শুধু টেকনিক বা ব্যাটিংয়ের ধরন বদলালেই হয় না, টেস্টে সফল হওয়ার জন্য মানসিকতার বদলও জরুরি। সেটাও করেছেন শুভমন। ভারত অধিনায়ক বলেন, "টি-টোয়েন্টি শেষ করে সরাসরি টেস্টে নামা কঠিন। তার জন্য মানসিকতাতেও বদল করতে হয়। টি-টোয়েন্টিতে প্রাথমিক লক্ষ্য থাকে প্রতি বলে বড় শট মারতে হবে। টেস্টে ধৈর্য লাগে। সময় দিতে হয়। আইপিএলের পরে মানসিকতা বদলাতে হয়েছে। তবেই রান এসেছে।"

শচীন-কোহলিকে অপমান! ভক্তদের রোষানলে প্রাক্তন ইংল্যান্ড অধিনায়ক

লক্ষ্মীবারের এজবাস্টন সাক্ষী থেকেছে শুভমান গিল অধিনায়কোচিত ইনিংসের। নজির গড়ে একগুচ্ছ রেকর্ডের মালিকই শুধু হননি শুভমান, দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম ইনিংসে দলকেও পৌঁছে দিয়েছেন রানের পাহাড়ে। স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর অনবদ্য ব্যাটিংয়ে উচ্ছ্বসিত প্রাক্তনীরা। কিন্তু শুভমানের প্রশংসা করতে গিয়ে শচীন তেণ্ডুলকর এবং বিরাট কোহলিকেই কার্যত অপমান করে বসলেন ইংল্যান্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক মাইকেল আথারটন। আর তাতেই ক্ষুব্ধ ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমীরা।

বেন স্টোকসদের বিরুদ্ধে ২৬৯ রানের চোখ ধাঁধানো ইনিংস উপহার দিয়েছেন গিল। ভেঙেছেন সুনীল গাভাসকর, শচীন, কোহলিদের রেকর্ড। ভারত অধিনায়ক হিসাবে টেস্টে সর্বোচ্চ রানের মালিক হয়ে গিয়েছেন তরুণ তারকা। এশিয়ার বাইরে ভারতীয় ব্যাটার হিসেবেও টেস্টে সর্বোচ্চ রানের অধিকারী তিনি। আর গিল ২০০ রানের গণ্ডি পেরতেই তাঁর প্রশংসা শোনা যায় আথারটনের গলায়। ধারাভাষ্য দেওয়ার সময় তিনি বলেন, "চার নম্বরে গিল বড়বড় নামের তারকাদের জুতোয় পা গলিয়েছে। বিরাট কোহলি এবং শচীন তেণ্ডুলকরের জায়গাটা নিয়েছে। কিন্তু ওই দু'জনই ইংল্যান্ডের মাটিতে ডবল সেঞ্চুরি করেনি।" তাঁর এই কথাতেই ক্ষুব্ধ শচীন-কোহলি ভক্তরা। ভারচুয়াল দুনিয়ায় ক্ষোভ উগরে দিয়ে অনেকেই বলছেন, শুধু এহেন পরিসংখ্যান তুলে ধরে মাস্টার ব্লাস্টার কিংবা কিং কোহলির কৃতিত্বকে খাটো করা যায় না। ভারতের বহু টেস্ট জয়ের কাণ্ডারি তাঁরা। তাঁদের নামের পাশে রয়েছে একাধিক রেকর্ড। গিলের প্রশংসা করতে গিয়ে তাই তাঁদের অবদান নিয়ে প্রশ্ন তোলা যায় না। দাবি ভক্তদের।

১১৫ টেস্টে ১৬টি সেঞ্চুরির মালিক আথারটন গিলের খেলায় মুগ্ধ। তিনি আরও বলেন, "এটা গিলের একটা মাস্টারক্লাস পারফরম্যান্স বলা যায়। যেখানে ও ইংল্যান্ডকে কোনও সুযোগ দেয়নি। অফ-সাইডে নির্ভুল ব্যাটিং করে গিয়েছে।" তাঁর সৌজন্যেই প্রথম ইনিংসে ভারতের সংগ্রহ ৫৮৭ রান। প্রথম টেস্টে হারের যন্ত্রণা ভুলে এজবাস্টনে ঘুরে দাঁড়ানোর ইঙ্গিতই যেন দিচ্ছে নতুন ভারত।

বিভিন্ন দাবি পূরণের জন্য জেলাশাসকের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে স্মারকলিপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জুলাই: সরকারি কর্মচারিদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দাবিদাওয়া পূরণের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কাছে স্মারকলিপি প্রদান করেছে জিইএনসি এবং ভারতীয় মজদুর সংঘ। দেশব্যাপী এই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে ত্রিপুরা রাজ্য কর্মচারি সংঘ, ত্রিপুরা প্রদেশ, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ডা. বিশাল কুমারের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে এই স্মারকলিপি প্রদান করেছে।

ত্রিপুরা রাজ্য কর্মচারি সংঘ, ত্রিপুরা প্রদেশ-এর এক প্রতিনিধিদল আজ জেলাশাসকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এই স্মারকলিপি তুলে দেন এবং তা প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে পাঠানোর অনুরোধ জানান। প্রতিনিধি দলে ছিলেন রাষ্ট্রীয় রাজ্য কর্মচারি মহাসংঘের কার্যকরী সভাপতি শঙ্কর দেব, সেক্রেটারি সুতপা কর, ত্রিপুরা রাজ্য কর্মচারি সংঘের সভাপতি পার্থ পাল, সহ সভাপতি দুলাল চৌধুরী, সুজিত দেবনাথ, ভাস্কর গুপ্ত, অফিস সেক্রেটারি দেবজ্যোতি বণিক প্রমুখ।

স্মারকলিপিতে বলা হয়েছে, গত জানুয়ারি মাসে কেন্দ্রীয় সরকার ৮ম কেন্দ্রীয় পে কমিশন গঠন করার কথা বললেও এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে পে কমিশন গঠন করেনি। অবিলম্বে কেন্দ্রীয় বেতন কমিশন গঠন করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ জানানো হয়েছে। স্মারকলিপিতে এও বলা হয়েছে, ভারতবর্ষের সমস্ত রাজ্য সরকারের কর্মচারিদের ক্ষেত্রে সমকাজে সমবেতন, কোনও কর্মচারি যদি আদালতের নির্দেশে কোন প্রাপ্য সরকারি সুযোগ সুবিধা পান তা যেন আদালতের রায়ের অপেক্ষা না করে সমপদমর্যাদার অন্য কর্মচারির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হয় তা নিশ্চিত করা, এনপিএস/ইউপিএস এর পরিবর্তে পুরনো পেনশন প্রকল্প (ওপিএস) ফিরিয়ে আনার জন্যও দাবি জানানো হয়েছে। গ্রুপ ইনসুরেন্সের পরিমাণ ২০ লক্ষ টাকা করা, শূন্যপদ পূরণ করা, কর্মচারিদের চাকরি জীবনে পাঁচটি পদোন্নতির সুযোগ নিশ্চিত করা প্রভৃতির দাবিও স্মারকলিপিতে জানানো হয়েছে। জিইএনসি এবং ভারতীয় মজদুর সংঘ আশাবাদী প্রধানমন্ত্রী দাবিগুলি পূরণে দ্রুত পদক্ষেপ নেবেন। ত্রিপুরা রাজ্য কর্মচারি সংঘ, ত্রিপুরা প্রদেশ আশাবাদী প্রধানমন্ত্রী সংশ্লিষ্ট দাবিদাওয়া পূরণে ইতিবাচক পদক্ষেপ নেবেন।

মাঝরাস্তায় উল্টে গেল ফেন্সিডিল বোঝাই গাড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৪ জুলাই : মধ্যরাতে বিশালগড় বিএসএফ ক্যাম্পের গেটের সামনে উল্টে গেল ফেন্সিডিল বোঝাই গাড়ি। লক্ষ লক্ষ টাকার ফেনসিডিল মুহূর্তে লুটিয়ে পড়েছে রাস্তায়। ঘটনাটি ঘটে বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে। যদিও পাচারকারীদের আটক করতে ব্যর্থ হয় পুলিশ।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, বিশালগড় আদালত থেকে এসডিপিও অফিসের মাঝামাঝি বিএসএফ ক্যাম্পের গেইটের সামনে উল্টে যায় ফেন্সিডিল বোঝাই গাড়ি। জানা গেছে, টিআর০৩এ১৮৪২ নম্বরের একটি ফেন্সিডিল বোঝাই ডিআই গাড়ি কমলনগরে যাওয়ার পথে উল্টে যায়। খবর পেয়ে বিশালগড় থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। ঘটনার বিবরণে পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, একটি ফেন্সিডিল বোঝাই গাড়ি রাস্তায় উল্টে গেছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। নাম্বার থেকে এই পাচার বাণিজ্যের সাথে জড়িত পাচারকারীদের চিহ্নিত করে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জানিয়েছেন পুলিশ।। এদিকে রাতে এই গাড়িটি এবং গাড়িতে থাকা ফেন্সিডিল পুলিশি হেফাজতে নেওয়া হয়েছে।

রাস্তার বেহাল অবস্থা, প্রতিবাদে পথ অবরোধ ই-রিক্সা চালকদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জুলাই: বেহাল অবস্থায় রয়েছে লংতরাইভ্যালী মহকুমার ছামনু এলাকার বিভিন্ন রাস্তা। ফলে নিত্যদিন জন দুর্ঘটনার শিকার হচ্ছেন স্থানীয়রা। রাস্তার বেহাল দশার ফলে নিত্যদিন চরম ভোগান্তির শিকার হন স্থানীয় ই রিক্সা চালকেরা। ছোট বড় দুর্ঘটনা প্রতিদিন লেগেই থাকে। আজ রাস্তাটি সংস্কারের দাবিতে পথ অবরোধ করলেন স্থানীয় ই রিক্সা চালকেরা।

তারা জানান, ছামনু থেকে বাজার, বিদ্যালয় এবং ব্লকে যাওয়ার যে কয়েকটি রাস্তা রয়েছে সবগুলি একেবারে জড়াজীর্ণ পরিস্থিতিতে রয়েছে। রাস্তার ভগ্নদশার ফলে ওই রাস্তা গুলি দিয়ে একপ্রকার যান চলাচল অসম্ভব হয়ে পড়েছে। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে প্রতিদিন যানচালকেরা এই রাস্তা দিয়ে যাত্রী নিয়ে যান। কিন্তু ছোট বড় দুর্ঘটনা নিত্যদিনের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।। রাস্তাটি সংস্কারের জন্য বারবার দাবি জানিয়ে আসলো কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। তাই বাধ্য হয়ে আজ রাস্তা অবরোধ করেন স্থানীয় ইরিক্সা চালকেরা। দ্রুত রাস্তাটি সংস্কার করার দাবি জানান তারা। অবরোধের খবর পেয়ে প্রশাসনিক আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। অবিলম্বে রাস্তাটি সংস্কার করা হবে, এই আশ্বাস পেয়ে অবশেষে অবরোধ মুক্ত হয় রাস্তা। তবে দ্রুতই রাস্তাটি সংস্কার না হলে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার হুশিয়ারি দিয়েছেন অবরোধকারীরা।

গাছ লাগানোর পাশাপাশি গাছের পরিচর্যারও সংকল্প নিতে হবে: টিংকু রায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জুলাই : এক পেড় মাকে নাম কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে আজ ত্রিপুরা স্টেট কো-অপারেটিভ কনজিউমারস ফেডারেশন লিমিটেডের উদ্যোগে আগরতলা দুর্জয়নগর এলপিজি গ্যাস গোডাউন সংলগ্ন এলাকায় বৃক্ষরোপন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সমাজকল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা মন্ত্রী টিংকু রায়। সেখানে গাছের চারা রোপন করে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন মন্ত্রী।

বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী টিংকু রায় বৃক্ষরোপনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। তিনি বলেন, বহু বছর ধরে বৃক্ষরোপণ দিবসকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে এবং সরকারি প্রাঙ্গণে বৃক্ষরোপণ করা হচ্ছে। কিন্তু সেই অনুযায়ী বৃক্ষ বর্তমানে পরিলক্ষিত হয় না। তার একটাই কারণ বৃক্ষরোপণ উৎসবে বৃক্ষরোপণ করা হলেও পরবর্তী সময়ে সেগুলোকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় না।। তাই আজকের দিনে এটি সংকল্প নিতে হবে যে একটি গাছ লাগানোর পাশাপাশি সেই গাছের পরিচর্য্যা এবং আগামী দিনে যেন গাছটি বেঁচে থাকে তার জন্য চেষ্টা করতে হবে। যে পরিমাণ গাছ বৃক্ষরোপন অনুষ্ঠানে লাগানো হয় সেই গাছগুলিকে বাঁচিয়ে রাখতে পারলে একটি নির্দিষ্ট সময়ের পর প্রচুর গাছ আমাদের চারপাশে বেড়ে উঠবে। তাই গাছ লাগানোর পাশাপাশি গাছের পরিচর্য্যা এবং আগামী দিনে সেগুলি বাজিয়ে রাখার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে বলে জানান মন্ত্রী টিঙ্কু রায়।

মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মার উপস্থিতিতে সাংগঠনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৪ জুলাই: কৃষ্ণপুর বিধানসভা মন্ডল কার্যালয়ে শুক্রবার এলাকার বিধায়ক তথা মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মার উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয় গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক বৈঠক। মানুষের পাশে থেকে তাঁদের দুঃখ-দুর্দশা লাঘবে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, এমন বার্তা নিয়ে কৃষ্ণপুর মন্ডল কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হল এক তাৎপর্য্যপূর্ণ সাংগঠনিক বৈঠক।

২৯ কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বুথ সভাপতি, শক্তি কেন্দ্রের কার্য্যকর্তা সহ দলের শীর্ষস্থানীয় নেতৃত্ব। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা, কৃষ্ণপুর মন্ডলের সভাপতি ধনঞ্জয় দাস, সহ-সভাপতি গোপাল দাস, এবং অন্যান্য বিশিষ্ট মন্ডল নেতৃবৃন্দ।বৈঠকে আলোচনা হয় দলের ভবিষ্যৎ রণকৌশল, সাংগঠনিক কাঠামোকে আরও মজবুত করার দিকনির্দেশনা এবং সাধারণ মানুষের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ স্থাপনের বিষয়ে।

মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা এদিন অত্যন্ত আবেগপূর্ণ ভাষণে বলেন"রাজনীতি শুধু নির্বাচনের জন্য নয়, এটি হল মানুষের জন্য। মানুষের সুখে-দুঃখে পাশে থাকাই আমাদের প্রধান কর্তব্য। যে অঞ্চলে রাস্তাঘাট নেই, পানীয় জলের সমস্যা রয়ে গেছে, সেই এলাকাগুলোকে অগ্রাধিকারে রেখে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতেও যাতে উন্নয়নের আলো পৌঁছায়, তা নিশ্চিত করতে আমাদের প্রতিটি কর্মীকে আরও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করতে হবে।"মন্ত্রী আরও বলেন, "দলীয় ঐক্য, তৃণমূল পর্য্যায়ে জনসংযোগ এবং উন্নয়নমুখী কর্মসূচির বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমরা সাধারণ মানুষের আস্থা অর্জন করতে চাই। মানুষের আশীর্বাদেই আগামী দিনের পথ চলা আরও সুদৃঢ় হবে।

ফের বিদ্যালয়ে চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৪ জুলাই: শান্তিরবাজার মডেল দ্বাদশ শ্রেনী বিদ্যালয়ে হানা দিল নিশিকুটুম্বের দল। শান্তিরবাজার শহরে প্রতিনিয়ত কোথাও না কোথাও চুরি হচ্ছে। এরই মধ্যে বৃহস্পতিবার রাতে শান্তিরবাজার শহরের প্রানকেন্দ্রে অবস্থিত শান্তিরবাজার মডেল দ্বাদশশ্রেনী বিদ্যালয়ে চুরির ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।এ-বিষয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত ইনচার্জ নরেন্দ্র চক্রবর্তী জানান, সকালে গ্রুপ ডি কর্মী সাবিত্রী দাস বিদ্যালয়ের তালা খুলে দেখতে পান বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষিকার কক্ষ থেকে শুরু করে বিভিন্ন কক্ষের তালা ভাঙ্গা অবস্থায় রয়েছে। পরবর্তী সময়ে বিদ্যালয়ে চুরির বিষয়ে শান্তিরবাজার থানায় জানানো হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌছে চুরির ঘটনায় তদন্তে নেমেছে। অপরদিকে বিদ্যালয়ের শিক্ষক সমর সরকার জানান, চোরের দল বিদ্যালয়ে থাকা সিসি ক্যামেরার হার্ডডিস্ক নিয়ে গেছে। ফলে, এই চুরির পিছনে কি রহস্য লুকিয়ে রয়েছে তা নিয়ে প্রশ্নচিহ্ন দেখা দিয়েছে।রাত্রিবেলায় পুলিশের টহলদারি বৃদ্ধি করলে এইধরনের চুরির ঘটনা প্রতিরোধ করা যাবে বলে আশা প্রকাশ করেন শিক্ষক সমর সরকার। বিগতদিনেও এই বিদ্যালয়ে চুরির ঘটনা ঘটেছে। ওই ঘটনাতেও যুক্ত চোরদের পুলিশ জলে তুলতে পারেনি। ফলে, পুলিশের ভূমিকাও সন্দেহের উর্দে নয় বলে দাবি স্থানীয়দের। এখন দেখার বিষয় চোরের দলকে আটক করতে কি প্রকার পদক্ষেপ গ্রহন করে পুলিশ।

বিমানবন্দর চালুর দাবি কমলপুরবাসীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ৪ জুলাই: কমলপুরের মানিক ভান্ডার বিমান বন্দরে দালান বাড়ির ইট খুলে নিয়ে দালান বাড়ি নিশ্চিহ্ন করার পর এখন ব্রিটিশ আমলে লাগানো রানওয়ের ইট রাতের অন্ধকারে খুলে গাড়ি বোঝাই করে নিয়ে যাচ্ছে দুষ্কৃতকারীরা। ইন্ডিয়া এয়ারপোর্ট অথরিটির অধীন কমলপুরের মানিক ভান্ডার বিমান বন্দর। মোট জমির পরিমান ৬৪,৯০ একর। অর্থাৎ জমির কানি হিসাবে ১৬২ কানির একটু বেশি। বিমান বন্দরের রানওয়ে প্রায় দুই কিলোমিটার দীর্ঘ। ১৯৯১ সালের শেষ দিকে বন্ধ হয়ে যায় বিমান চলাচল। নির্বাচন এলে রাজনৈতিক দলের নেতারা জনগনকে আশ্বাস দিয়ে বলতো ক্ষমতায় এলে বিমান বন্দর চালু করা হবে। কয়েক বার রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটে। কেউ চালু করতে পারে নি। আর কোন দিন চালু হবে কিনা প্রশ্ন চিহ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কারন, বিধানসভার অধিবেশন চলাকালে কমলপুরের বিধায়ক মনোজ কান্তি দেব পরিবহন দপ্তরের মন্ত্রীকে প্রশ্ন করে ছিলেন কমলপুর মানিক ভান্ডার বিমান বন্দর চালু হবে কিনা, হলে কবে নাগাদ চালু করা হবে। পরিবহন দপ্তরের মন্ত্রী উত্তরে বলেন বিমান বন্দর চালু করার কোন পরিকল্পনা নেই। অথচ,একটা সময় এই বিমান বন্দর থেকে যাত্রী নিয়ে কৈলাশহর, আগরতলা ভায়া কলকাতা সপ্তাহে দুদিন জনতা, পোকার নামক কোম্পানির বিমান চলাচল ছিল। প্রচুর যাত্রী হতো। বর্তমানে পরিত্যক্ত অবস্থায় থাকার কারনে বিমান বন্দরের ওয়েটিং রুম, চেকিং রুম, বিমান কর্মীদের রেষ্ট রুম, বিমান বন্দরের কর্মচারীদের কোয়ার্টারগুলি এখন আর নেই।দুষ্কৃতকারীরা রুম ও কোয়ার্টারগুলির টিনের ছাউনি, ইট খুলে নিয়ে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। এখন রাতে অন্ধকারে গাড়ি বোঝাই করে রানওয়ের ব্রিটিশের তৈরি দামী ইটগুলি তুলে নিয়ে যাচ্ছে। পুলিশ প্রশাসন সব জেনেও কোন প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না বলে অভিযোগ। তাছাড়া বিমান বন্দরের বিস্তর এলাকায় বর্তমানে গোচারন ক্ষেত্রে পরিনত হয়েছে। আশপাশের বসবাসরত মানুষের গরু গুলি এখন দিনভর বিমান বন্দরে থাকে। কমলপুরের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন নাগরিকদের দাবি কমলপুরের মানিক ভান্ডার বিমান বন্দর আবার চালু করা হোক। এতে উপকৃত হবে ধলাই জেলা সহ রাজ্যের জনগন।

বিদ্যুতের স্মার্ট মিটার বাতিলের দাবিতে মহিলা সংগ্রাম সমিতির ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জুলাই: বিদ্যুতের স্মার্ট মিটার বাতিল সহ চার দফা দাবিতে ডেপুটেশন দিল ত্রিপুরা মহিলা সংগ্রাম সমিতি। এদিন সমিতির নেতৃত্বরা বলেন, রাজ্যের বিভিন্ন মহকুমায় বিদ্যুৎ ভোক্তারা বিদ্যুৎ বিল নিয়ে চরম হয়রানির শিকার হচ্ছে। কোথাও অসামনজস্য বিদ্যুৎ বিল, কোথাও ভুতুড়ে বিল, আবার এমনও দেখা গেছে, আগের তুলনায় দ্বিগুণের ও বেশি বিদ্যুৎ বিল আসছে ভোক্তাদের। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ভোক্তারা জানতেই পারছেনা কি পরিমান বিদ্যুৎ সংশ্লিষ্ট ভোক্তারা খরচ করেছে।ফলে একটা বড় অংশের বিদ্যুৎ ভোক্তাদের কাছ থেকে যেমন অতিরিক্ত বিল আদায় করা হচ্ছে, তেমনি বিদ্যুৎ ভোক্তাদের একটা বড় অংশ চরম হয়রানির শিকার হচ্ছে। দেখা গেছে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যেখানে খ্যার্ট মিটার বসানো হয়েছে এবং বিদ্যুৎ পরিষেবা বেসরকারি যে সকল এলাকায় বেসরকারি কোম্পানিগুলো হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে সংশ্লিষ্ট ভোক্তাদের সবচেয়ে বেশি পকেট কাটা হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে ত্রিপুরা মহিলা সংগ্রাম পরিষদ মনে করছে স্মার্ট মিটার হোক কিংবা বিদ্যুৎ পরিষেবা বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়ার ক্ষেত্রে ভোক্তাদের ন্যূনতম মতামত নেওয়া হয়নি। যা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগমের ইতিবাচক পদক্ষেপ হতে পারেনা। তাছাড়া সরকারের তথ্য মোতাবেক রাজ্যের একটা বড় অংশের মানুষ জন বিপিএল যুক্ত। অর্থাৎ গরীর। তাদের পক্ষে বিদ্যুৎ বিল মেটাতে গিয়ে রীতিমতো হিমসিম খেতে হয়। ত্রিপুরা মহিলা সংগ্রাম পরিষদ নিগম কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে দাবী করছে যাতে সমস্ত বিপিএল ভুক্ত পরিবারকে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। এদিনের দাবিগুলি হল - বিদ্যুতের স্মার্ট মিটার বাতিল করা হোক, বিদ্যুৎ পরিষেবায় বেসরকারিকরন বন্ধ কর, সমস্ত বিপিএল পরিবারকে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ কর, বর্ধিত বিদ্যুৎ সামূল বাতিল কর।

চাকরির আবেদনপত্র জমায় প্রযুক্তি সমস্যা, স্বাস্থ্য দফতরের অধিকর্তাকে ডেপুটেশন প্রদেশ যুব কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জুলাই : চাকরির জন্য আবেদন পত্র জমা দিতে গিয়ে অনলাইনে সার্ভার খারাপ থাকার ফলে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন আবেদনকারীরা। অবিলম্বে এই সমস্যা সমাধানের দাবিতে আজ স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তাকে নিকট ডেপুটেশন দিয়েছে প্রদেশ যুব কংগ্রেস।

এবিষয়ে প্রদেশ যুব কংগ্রেস সভাপতি নীলকমল সাহা বলেন, কিছুদিন আগে ডাইরেক্টর অফ হেলথ সার্ভিস থেকে একটি চাকরির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে ল্যাব টেকনেশিয়ান, রেডিওলজি এবং ইমেজ টেকনোলজি বিভাগে বেশ কিছু শূন্যপদ পূরণের আবেদন করার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। অনলাইনের মাধ্যমে এই শূন্যপদ পূরণের জন্য আবেদনপত্র জমা দেওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছে দফতর। সেই অনুযায়ী প্রায় ২০ থেকে ২৫ হাজার আবেদনকারী অনলাইনে আবেদন করেন। কিন্তু তার কিছুদিন পরেই দফতর থেকে জানিয়ে দেওয়া হয় যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে আবেদনপত্রগুলি নিয়ে সমস্যা দেখা দিয়েছে। ফলে, দফতর থেকে পুনরায় আবেদনের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

তিনি ক্ষোভের সুরে বলেন, ওই ঘোষণার পর আবেদনকারীরা যখন পুনরায় আবেদন করতে যান তখন বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সার্ভারের সমস্যার কারণে আবেদনপত্র জমা দেওয়া যাচ্ছিল না। তাই আজ প্রদেশ যুব কংগ্রেসের তরফ থেকে ডেপুটেশন প্রদান করে এই পুনঃ আবেদনের সময়সীমা আরো সাত দিন বৃদ্ধি করার দাবি জানানো হয়েছে। পাশাপাশি দফতরে অফলাইনে আবেদনপত্র জমা রাখার ব্যবস্থা করারও দাবি জানিয়েছেন প্রদেশ যুব কংগ্রেস সভাপতি। যার মাধ্যমে যারা অনলাইনে আবেদন করতে গিয়ে সমস্যায় পড়ছেন তারা যেন অফলাইনে এসে আবেদনপত্র জমা করে যেতে পারেন, বলেন তিনি।

বয়েজ হোস্টেল পরিদর্শনে বিধায়ক সহ বিধায়িকার সাত সদস্যের প্রতিনিধি দল

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৪ জুলাই: উত্তর জেলার বিভিন্ন মহকুমায় অবস্থিত এসসি ও এসটি ছাত্রছাত্রীদের জন্য নির্মিত হোস্টেলগুলির বর্তমান অবস্থা খতিয়ে দেখতে বিধায়ক সহ বিধায়িকার সাত জনের এক প্রতিনিধি দল পরিদর্শনে বেরিয়েছেন। শুক্রবার কদমতলা এসসি-এসটি বয়েজ হোস্টেলে উপস্থিত হন সাত সদস্যের এই প্রতিনিধি দল, যাদের নেতৃত্বে ছিলেন বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং। প্রতিনিধি দলে আরও উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক রঞ্জিত দাস, রামাপদ জমাতিয়া, রামু দাস, সুদীপ সরকার, বিধায়িকা স্বপ্না মজুমদার এবং বিধায়ক মাইলাফ্রু মগ।

পরিদর্শনের সময় প্রতিনিধি দলের সদস্যদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন মহকুমা শাসক সজল দেবনাথ, ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার দপ্তরের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার সুজিত পাটারি, সাব ডিভিশনাল ওয়েলফেয়ার অফিসার টি. মগ, কদমতলা আরডি ব্লকের বিডিও সঞ্জীব দেবনাথ এবং কদমতলা উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল শুভাশিস দেবনাথ।

প্রতিনিধি দল গোটা হোস্টেল চত্বর ঘুরে দেখেন এবং পরিকাঠামোগত দিকগুলি খতিয়ে দেখার পাশাপাশি হোস্টেলের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কেও অবগত হন। ছাত্রদের সহ অভিভাবকদের সাথেও আলোচনা করে নেন হোস্টেল সম্পর্কিত বিভিন্ন দিক নিয়ে। হোস্টেল সুপারিনটেনডেন্ট ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে থাকা কর্মীদের সাথেও আলোচনা করেন। পরিদর্শনের শেষে প্রতিনিধি দলটি হোস্টেল চত্বরে এক বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন। এরপর তাঁরা পানিসাগর মহকুমার দামছড়া কাঞ্চনপুর ও জম্পুই হিলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

শো-রুম থেকে পুরনো গাড়ি বিক্রির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশ্রামগঞ্জ, ৪ জুলাই।। নতুন শো-রুমে পুরাতন গাড়ি বিক্রির অভিযোগ উঠেছে। ক্ষুব্দ ক্রেতা শো-রুমে গাড়ি ফিরিয়ে দিয়ে শো-রুম বন্ধ করার হুমকি দিলেন। ঘটনা শুক্রবার বিকেল বিশ্রামগঞ্জ নতুন পেট্রোল পাম্পের উল্টো দিকে এড্রন এন্টারপ্রাইজের এর পিয়াগো কোম্পানির এপি ইলেকট্রিক ব্যাটারিচালিত অটো শোরুমে।এই অটো শোরুম থেকে বিশ্রামগঞ্জ গুলিরাই বাড়ী ভিলেজ এলাকার পাইসিকাং দেববর্মা পিতা শ্যামরাই দেববর্মা ২০২৫ সালের জানুয়ারি মাসের ৫ তারিখ অনেক কষ্ট করে ৬০০০০ টাকা ডাউন পেমেন্ট দিয়ে একটি ব্যাটারি চালিত ইলেকট্রিক অটো ক্রয় করে। বাড়ি নিয়ে যাওয়ার পর দেখতে পায় অটো গাড়ির মধ্যে থাকা এক্সট্রা একটি টায়ার পুরনো এবং ফুটু। তখন ঐ সন্দেহ হয় গাড়ির মালিকের।

এরপরেও গাড়ির মালিক কিছু বুঝে উঠতে পারেনি। হঠাৎ করে গাড়ি ক্রয় করার ১ মাস পর গাড়ির রেজিস্ট্রেশনের কাগজ আসে পাইসিকাং দেববর্মার কাছে। সে তখন দেখতে পায় গাড়ির রেজিস্ট্রেশন খোয়াই চাম্পাহর এলাকার রাসেল দেববর্মার নামে। গাড়িটি রেজিস্ট্রেশন নম্বর হলো টি আর ০৬ এ ২২০৬, গাড়ির রেজিস্ট্রেশন এ নম্বর এবং নাম দেখে হতবাক যায় গাড়ির মালিক পাইসিকাং দেববর্মা।

সে বিগত প্রায় পাঁচ মাস ধরে বিশ্রামগঞ্জ ইলেকট্রিক ব্যাটারি চালিত অটোর শো-রুমে দায়িত্ব প্রাপ্তদের সাথে গিয়ে কথা বলে। সহজ সরল পাইসিকাং দেববর্মাকে অটো শো-রুমের লোকজন পাত্তাই দেয়নি। শেষ পর্যন্ত সে বিষয়টি বিশ্রামগঞ্জ অটো সিন্ডিকেটের সমস্ত লোকজনদের কাছে বলে। দুর্ভাগ্যের বিষয় গাড়ি ক্রয় করার ৬ মাস পরেও পাইসিকাং দেববর্মা তার গাড়িটি বিশ্রামগঞ্জ সিন্ডিকেট এ ভর্তি করতে পারেনি। কারণ শো-রুমের লোকজন গাড়ির রেজিস্ট্রেশন নম্বর অন্য জেলার দিয়েছে এবং অন্য লোকের নামে রেজিস্ট্রেশন দিয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই বোঝা যায় নতুন শো-রুম থেকে তারা পুরাতন গাড়ি বিক্রি করেছে পাইসিকাং দেববর্মার কাছে।

শুক্রবার বিশ্রামগঞ্জ অটো সিন্ডিকেটের অনেক অটো চালক একসাথে বিষয়টি নিয়ে অটো শো-রুমের মালিকের সাথে কথা বলতে যায়। চাপে পড়ে বিশ্রামগঞ্জ শো-রুমের মালিক এবং ব্রাঞ্চ ম্যানেজার অটো চালকদের কাছে ৭ দিনের সময় চেয়েছে। ৭দিনের মধ্যে তারা সমস্ত কিছু ঠিকঠাক করে দেবেন। এদিকে ফাইন্যান্স কোম্পানির লোকজন ইএমআই-র জন্য ক্রমাগত চাপ দিতে থাকে পাইসিকাং দেববর্মাকে। কিন্তু সেই গাড়িটি রোডে বের করতে পারছে না। পাঁচ মাস ধরে গাড়িটি চালিয়ে কোন ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পারছে না। কারণ শোরুম কর্তৃপক্ষ তার গাড়ির রেজিস্ট্রেশন নম্বর দিয়েছে খোয়াই-র।

ক্ষুব্ধ হয়ে পাইসিকাং দেববর্মা এবং বিশ্রামগঞ্জ অটো সিন্ডিকেটের কয়েকজন মিলে একত্রিত হয়ে ব্যাটারি চালিত ইলেকট্রিক অটো শো-রুমে ঢুকিয়ে বাড়ি চলে এসেছে। তারা জানিয়ে দিয়েছে শোরুম কর্তৃপক্ষকে নতুন শোরুমে কেন পুরাতন গাড়ি বিক্রি করা হলো? সাত দিনের মধ্যে নতুন গাড়ি না দেওয়া হলে তারা সাত দিন পর বিশ্রামগঞ্জ ব্যাটারি চালিত ইলেকট্রিক অটোর নতুন শোরুম বন্ধ করে দেবে বলে সংবাদ মাধ্যমে জানিয়েছে।

সাইকেলে লাদাখে ৫৯ বছরের অজয় !

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা ৪ জুলাই: কোন ধরনের ট্রেনিং না নিয়েই একটি সাধারণ সাইকেল নিয়ে আগরতলা থেকে প্রায় ৪ হাজার কিলোমিটার রাস্তা পেরিয়ে লেহ লাদাখে পৌঁছে গেলেন আগরতলার দেবেন্দ্র দেবনাথ রোড নিবাসী ব্যবসায়ী আজয় সাহা। ৫৯ বছর বয়সে তার এই সাইকেল অ্যাডভেঞ্চারে পরিবেশ রক্ষা সহ শরীরচর্চার জন্য সাইকেল চালাবার বিষয়টিতে তিনি জোর দিয়েছেন।

বাঙালির পায়ের তলায় সর্ষে। একথার সঙ্গে আমরা কম-বেশি সকলেই পরিচিত। তবে এভাবেও ভ্রমণ করে নিজের শখ পূরণ করা যায়, তা হয়তো আমাদের বিশেষ করে যারা পঞ্চাশোর্ধ ব্যক্তি তাদের অনেকেরই কাছেই অবাস্তব না হলেও যথেষ্টই আশ্চর্য্যের। বাইক বা গাড়িতে দেশ ঘুরে আসার গল্পত এর আগেও বহু শোনা গেছে এবং হামেশাই শুনি। তবে ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলা শহরের এক বাঙালি অজয় সাহা একপ্রকার বিনা ট্রেনিংয়ে আগরতলা থেকে সাধারণ একটি সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন ভ্রমণ ও সমাজকে সচেতন করার নেশায়।তার গন্তব্য ছিল লেহ-লাদাখ। বয়সটাও কিন্তু নেহাত কম নয়। ৫৮ পেরিয়েছেন অজয় সাহা বেশ কিছুদিন আগে। আপাতত তিনি আগরতলার বন্ধু এবং পরিচিত মহলে ভ্রমণ পিপাসু ও অ্যাডভেঞ্চার প্রিয় ব্যক্তি হিসেবে আইডল হয়ে উঠেছেন! যাকে কুর্নিশ জানিয়েছেন আগরতলার এবং বহিঃরাজ্যের বহু মানুষ এবং অবশ্যই বন্ধুমহল। অজয় সাহা লেহ- লাদাখ যাবার সিদ্ধান্ত যখন নিয়েছিলেন তখন সময়টা অনুকূল ছিল না, পাকিস্তানি সন্ত্রাসীদের নির্বিচার গুলিবর্ষণে এপ্রিলের শেষ সপ্তাহে মারা গিয়েছিলেন ২৬ জন পর্য্যটক। কিন্তু তার আগেই আগরতলা শহরের ধলেশ্বর দেবেন্দ্র দেবনাথ রোড এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা প্রতিষ্ঠিত বস্ত্র ব্যবসায়ী

৫৮ বছরের অজয় সাহা সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছিলেন ,বাইসাইকেলে চেপেই তিনি লেহ লাদাখ পাড়ি দেবেন। ভ্রমণের উদ্দেশ্য ছিল মহৎ। সাইকেল চালিয়ে শরীরকে সুস্থ রাখুন, পরিবেশকে দূষণমুক্ত করুন, অর্থ সাশ্রয় করুন, মনকে খুশি রাখুন এবং অবশ্যই সাইকেল চালানো অভ্যাস করুন, এই কয়েকটি স্লোগান ছিল অজয়ের প্রায় চার হাজার কিলোমিটার যাত্রাপথের মূল স্লোগান। পহেলগাঁওয়ের গন নরহত্যা, রাস্তায় হাজারো বিপদ, প্রশাসনের অনুমতি পাওয়া যাবে না, রাস্তায় বিপদে-আপদে আপনজনদের সহযোগিতা পাওয়া যাবে না এরকম বহু ফ্যাক্টর অজয়ের যাত্রা পথে প্রাথমিক বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তারপর তার শুভ চিন্তকদেরও ছিল হাজারো বারণ। মে মাসের এক তারিখ তার যাত্রা শুরুর আগের রাত পর্য্যন্ত তার এই যাত্রাকে সামগ্রিক পরিবেশ ও পরিস্থিতির কারণে আপাতত স্থগিত রাখার অনুরোধ করেছিলেন নিকট বন্ধুরাও। কিন্তু অজয় ছিলেন নাছোড়বান্দা। শেষ পর্যন্ত তার দৃঢ়তার কাছে হার মেনে বন্ধুবান্ধব মহলের দাবি ছিল, পরিস্থিতি বিবেচনা করে যদি যাত্রা পথে তোমার সামনে বাঁধা আসে তবে তখনই তুমি যে জায়গায় পৌঁছেছো সেখান থেকে ব্যাক টু দ্যা প্যাভিলিয়ন হবে। এই শর্তে রাজি হওয়ায় ও নিজের সিদ্ধান্তে অবিচল থাকায় অজয়ের বন্ধু মহল তার যাত্রায় আর আপত্তি করেনি। অবশেষে এলো পয়লা মে"র ভোর। বোধজং বয়েজ এইচএস স্কুলের গেইট থেকে শুরু হলো অজয়ের যাত্রা। জনা কয়েক বন্ধুবান্ধব এবং বোধজং স্কুলেরই প্রাক্তন শিক্ষক প্রদীপ বণিক অজয়কে শুভেচ্ছা জানান, সাইকেল নিয়ে বেরোবার সময় অজয় সঙ্গে নিয়েছিলেন কিছু জামাকাপড়,টেন্ট আর শুকনো খাবার। ২০২৫ সালের ১ মে শুরু হল তার অজেয় যাত্রা। মেঘালয়, আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, দিল্লি ,পাঞ্জাব হয়ে অজয় জম্মু ও শ্রীনগর পৌঁছান সাইকেলে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas